ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-97 ■ 12 January, 2025 ■ আগরতলা ১২ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ২৭ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী

দেশের যুবশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): রবিবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী। এই উপলক্ষ্যে গোটা দিন তরুণ বন্ধুদের সঙ্গে কাটাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী শনিবার নিজেই জানিয়েছেন, 'আমি বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়লগ ২০২৫-এ আমার তরুণ বন্ধুদের সঙ্গে গোটা দিন কাটাব। কথোপকথন এবং মধ্যাহ্নভোজনের মাধ্যমে আমরা বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স হ্যান্ডেলে আরও জানিয়েছেন, 'ভারতের যুবশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা। আগামীকাল, ১২ জানুয়ারি, খুবই বিশেষ একটি দিন, কারণ এটি স্বামী বিবেকানন্দের জয়ন্তী। এই উপলক্ষ্যে আমি বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়লগ ২০২৫-এ আমার তরুণ বন্ধুদের সঙ্গে গোটা দিন কাটাব।'

এদিকে, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শুক্রবার থেকে শুরু হলো 'স্বামী বিবেকানন্দ মিলন মেলা'। কালী সিংহী পার্কে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই মেলার সূচনা করেন বিশিষ্ট অতিথিরা। বিবেকানন্দ পাঠচক্র ও সংস্কার ভারতীর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলা পাঁচদিন ধরে চলবে। সাধারণ মানুষের জন্য এখানে অবাধ প্রবেশের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সংঘাধ্যক্ষ গিরিশানন্দ মহারাজ, স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাসের সম্পাদক স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ মহারাজ, বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সভাপতি কর্নেল (প্রাক্তন) সব্যসাচী বাগচী এবং বিশিষ্ট আইনজীবী অনিন্দ্য কুমার মিত্র।

স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ মহারাজ তাঁর ভাষণে বলেন, "বিবেকানন্দ মিলন মেলা মানে সকলের মধ্যে মেলবন্ধনের এক উপলক্ষ। স্বামীজির জীবন ও ভাবধারা প্রতিটি মানুষের জীবনে নতুন দিশা দেখায়।" রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-সংঘাধ্যক্ষ গিরিশানন্দ মহারাজ জানান, "স্বামীজির জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক আদর্শ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।"

আইনজীবী অনিন্দ্য কুমার মিত্র বলেন, "স্বামীজির ভাবধারা ও আদর্শকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি অনন্য মাধ্যম এই মিলন মেলা।" কর্নেল সব্যসাচী বাগচী বলেন, "স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভূমি আমাদের কর্মভূমি। তাঁর আদর্শকে সকলের সামনে তুলে ধরাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।" বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সাধারণ সম্পাদক সুদীপ দত্ত জানান, "এই মেলার মূল উদ্দেশ্য হল স্বামীজির নামে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে একত্রিত করা।" সহ-সভাপতি এবং সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের কার্যকরী সভাপতি সুভাষ ভট্টাচার্য বলেন, "১৯৭০ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুকুর থেকে উদ্ধার যুবকের মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১১ জানুয়ারি : পুকুর থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় কল্যাণপুর থানাধীন বাগানবাজার হাই স্কুল সংলগ্ন এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এটি আত্মহত্যা নাকি দুর্ঘটনা সে সম্পর্কে পুলিশ এখনও নিশ্চিত হতে পারে নি।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত চার দিন আগে বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে গিয়েছিল নীতিশ দুবে (২৬)। আজ সকালে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ই-রিক্সা উল্টে আহত ৮

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি: শনিবার দুপুরে ই-রিক্সা উল্টে আহত হয়েছে মাদ্রাসার ৮ ছাত্র। এই সড়ক দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে ধর্মনগর মহকুমার বটরসী এলাকায়।

দমকলকর্মীরা জানিয়েছে, ধর্মনগর মহকুমার বটরসী এলাকা থেকে খবর আসে যে একটি ই-রিক্সা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে। সাথে সাথে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় দমকল কর্মীরা। সেখানে গিয়ে কর্মীরা দেখতে পায় ইরিক্সায় থাকা ৮ জন মাদ্রাসার ছাত্র গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থল থেকে ছাত্রদের উদ্ধার করে ধর্মনগরে জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে দমকল কর্মীরা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইংরেজদের পদলেহন করা ছিল কংগ্রেসের স্বভাব ঃ সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি: ইংরেজদের পদলেহন করা ছিল কংগ্রেসের স্বভাব। স্বাধীনতার পরও দেশের মানুষের এটাই ছিল দুর্ভাগ্যের। আজ বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কংগ্রেসকে নিশানা করে তীব্র সমালোচনায় মুখর হলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন তিনি বলেন, জীবনে যিনি স্বপ্ন দেখতে জানেন তিনি জীবনে সফল হন। উদাহরণ হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।আমি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলাম। তাই ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি স্বপ্ন দেখা অত্যন্ত জরুরি। আস সেই স্বপ্নটাকে বাস্তবে রূপ দিতে শিক্ষক শিক্ষিকা যেমন প্রয়োজন তেমনি

অভিভাবক সহ ছাত্রের সাহসিকতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদিন তিনি আরও বলেন, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়েকে নতুন রূপে জানিয়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কংগ্রেস শাসনাকালে এই উদ্যোগ গ্রহন করা হয়নি।

মূল অভিযুক্তদের ধরছে না ইডি ঃ জিতেন্দ্র চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি : মূল অভিযুক্তদের ধরছে না ইডি। রাজ্যে ইডির অভিযান প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে এই কথা বলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

প্রসঙ্গত সম্প্রতি ত্রিপুরার সাতটি স্থানে একযোগে ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট) হানা দিয়েছিল। মূলত, আর্থিক অনিয়ম ও মাদক পাচারের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে এই অভিযান করা হয়েছিল।

বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর কথায়, রাজ্যে বহু নেতা রয়েছেন যারা আর্থিক অনিয়মের সাথে যুক্ত। তাদের বাড়িতেও ইডির হানা দেওয়া উচিত। এভাবে সাধারণ ব্যবসায়ী বর্গের বাড়িতে হানা দিলে মূল অভিযুক্তদের ধরা যাবে না।

তিনি আরো বলেন, এই ইডির অভিযান থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে রাজ্যের আর্থিক অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা এবং আইনের শাসন ধসে পড়েছে।

তিনি জোর দিতে বলেন, ইডির পক্ষ থেকে এই ধরনের অভিযান আরো হওয়া উচিত। তবে মূল অভিযুক্তরা যেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগৃতি-২০২৫ কর্মসূচির উদ্বোধন

নেশামুক্ত সমাজ গড়তে যুব সমাজকে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে ঃ অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি: যুব সমাজকে নেশার কবল থেকে রক্ষা করতে রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রশাসনের পক্ষে একা নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এ কাজে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আজ উদয়পুরের রাজর্ষি হলে "জাগৃতি-২০২৫" কর্মসূচির উদ্বোধন করে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী বলেন, নেশামুক্ত সমাজ গড়তে যুব সমাজকে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। নেশার কুফল সম্পর্কে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করতে পারলে সমাজ উপকৃত হবে। তাছাড়াও ভোক্তা সুরক্ষা বিষয়েও সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে। উল্লেখ্য, সড়ক নিরাপত্তা, ভোক্তা সুরক্ষা ও নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই জাগৃতি-২০২৫ কর্মসূচির সূচনা হয়েছে। রাজ্য সরকারের খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক এবং পরিবহণ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এবং উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায়

এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। দক্ষিণ ত্রিপুরা, গোমতী ও সিপাহীজলা জেলার মহাবিদ্যালয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চারজন বাংলাদেশী সহ ভারতীয় নাগরিক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি: তেলিয়ামুড়া রেল স্টেশন থেকে চারজন বাংলাদেশি সহ একজন ভারতীয়কে আটক করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে তল্লাশি চালিয়ে চারটি মোবাইল এবং বাংলাদেশি ও ভারতীয় টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃতদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে তেলিয়ামুড়াস্থিত তুষাবাড়ি রেল স্টেশনে চারজন বাংলাদেশী মুসলিম যুবক সহ একজন ভারতীয়কে আটক করেছে পুলিশ। ধৃত চার জন বাংলাদেশি হলো - মঈন উদ্দিন(৩৯), রাহান মিঞা (১৯) ,রিমন আহমেদ (২২), সুমন মিঞা (২২) এবং ত্রিপুরার ধর্মনগরের বাসিন্দা আমির উদ্দিন (৪৮)। তেলিয়ামুড়ার পুলিশ জানায় শুক্রবার রাতে তুষাবাড়ি রেল স্টেশনে এই পাঁচজনকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ আটক করে।

আরওনজানা গেছে, ওই আটককৃত পাঁচ ব্যক্তি ধর্মনগর যাওয়ার উদ্দেশ্যে তুষাবাড়ি রেল স্টেশনে অবস্থান করছিল। পুলিশ ধৃতদের কাছ থেকে চারটি মোবাইল ফোন এবং ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগুনে পুড়ল জেসিবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি: আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত জেসিবি। নাশকতার আগুনে পুড়েছে ওই জেসিবিটি বলে প্রাথমিক ধারণা মালিকের। শুক্রবার গভীর রাতে বিলোনিয়া ঋষ্যমুখ ব্লকের ধনঞ্জয় নগরের শ্যামলী বাজার এলাকায় ওই ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জেসিবির মালিক জানিয়েছেন, গত ১৫ দিন ধরে বিলোনিয়া ঋষ্যমুখ ব্লকের ধনঞ্জয় নগরের শ্যামলী বাজার এলাকায় নির্মাণ কাজ চলছি। ওই নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত জেসিবিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে দুষ্কৃতকারীরা। আজ সকালে এলাকাবাসীরা আগুন লাগার দৃশ্য দেখতে পেয়ে মালিককে খবর পাঠিয়েছেন।

সাথে সাথে তিনি দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে সরকার ঃ পবিত্র কর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে রাজ্য সরকার। এরই বিরুদ্ধে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে

সারা ভারত কৃষক সভার তরফ থেকে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হতে যাচ্ছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর।

এদিন তিনি বলেন, ভয়াবহ বন্যায় ত্রিপুরায় কৃষি সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।ধান, শাক সবজি সব কিছু নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সরকারি সাহায্য প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ মানুষ পাননি। তাঁর কথায়, সারা ভারত কৃষক সভার তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রীর নিকট বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করার জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছিল। ওই চিঠির জবাবে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়ে এনডিআরএফ এবং ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডুম্বুর জলাশয়ে ফের বোট দূর্ঘটনা অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার যাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি: রাজ্যের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র নারকেল কুঞ্জে ভ্রমণে গিয়ে ডুম্বুর জলাশয়ে যাত্রী নিয়ে একটি অত্যাধুনিক বোট উল্টে গিয়েছে। যদিও অক্ষত অবস্থায় যাত্রীদের উদ্ধার করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আজ দুপুর তিনটে নাগাদ নারকেল কুঞ্জে ভ্রমণে গিয়ে ডুম্বুর জলাশয়ে যাত্রী নিয়ে একটি অত্যাধুনিক বোট উল্টে গিয়েছে। ওই বোটে মোট ১৫ জন যাত্রী ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, পর্যটকদের অতি উৎসাহের ফলে দুর্ঘটনার কবলে পডতে হয়েছে। যদিও অক্ষত অবস্থায় যাত্রীদের উদ্ধার করা হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার এক মহান ঐতিহ্য ঃ মোদী

রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার বর্ষপূতি উদযাপন

অযোধ্যা, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): শনিবার অযোধ্যার রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রথম বর্ষপূর্তি উদযাপন। বিশেষ পুজো হয় ধুমধাম করে। পুরোহিতরা দুধ, দই, ঘি, মধু দিয়ে "পঞ্চামৃত অভিষেক" করান রামলালার। তারপর গঙ্গাজলে রামের মূর্তিকে স্নান করানো হয়। এরপর কমপক্ষে ৫ হাজার ভক্তকে রাম-কথা শোনানোর ব্যবস্থাও করা হয় অযোধ্যায়। সকালে শুক্ল যজুর্বেদ থেকে অগ্নিহোত্র মন্ত্রোচ্চারণ হয় মন্দিরে। দুপুর ২-৫টা পর্যন্ত ফের সেই অনুষ্ঠান হয়। এরপরেই ৬ লক্ষ বার শ্রীরাম মন্ত্রোচ্চারণ হয়। তারসঙ্গেই পাঠ করা হয় রামরক্ষা স্তোত্র ও হনুমান চালিশা। মন্দিরের একতলায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলাদের কল্যাণ ও সুরক্ষায় সরকারের সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে ঃ টিঙ্কু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি: রাজ্যে মহিলাদের কল্যাণ ও ক্ষমতায়নে রাজ্য সরকারের সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।সরকারের গৃহীত প্রকল্পগুলির সুবিধা নিয়ে রাজ্যের মহিলারা সর্বক্ষেত্রে তাদের স্বকীয়তা ও ক্ষমতা অনুভব করতে পারছেন। মহিলাদের কল্যাণেই বর্তমান রাজ্য সরকার "ত্রিপুরা স্টেট পলিসি ফর এমপাওয়ারমেন্ট অব উইমেন-২০২২" নীতি প্রণয়ন করছে। আজ প্রজ্ঞাভবনের ১ নং হলে রাজ্যভিত্তিক "মহিলা কল্যাণ ও স্বশক্তিকরণ কনক্লেভ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহযোগিতায় প্রভাবযুক্ত পরিবর্তন" শীর্ষক কনক্লেভের উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন।

সমাজকল্যাণমন্ত্রী বলেন, এই কনক্লেভের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজ্য সরকার, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিষ্ঠিত ও সুচিন্তক ব্যক্তিদের নিয়ে মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা, মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং মহিলাদের সুরক্ষার জন্য একটি কার্যকর নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করা।

কনক্লেভে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমাজকল্যাণমন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, এই কনক্লেভে ৫ জনের একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল রাজ্যের মহিলাদের অগ্রগতি ও উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প এবং মহিলাদের সুরক্ষায় বিভিন্ন আইনি ব্যবস্থার সঠিক ব্যবহার ও কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করবেন। তাছাড়া "ত্রিপুরা স্টেট পলিসি ফর এমপাওয়ারমেন্ট অব উইমেন-২০২২" নীতি আরও কিভাবে কার্যকর করা যায় এবং মহিলাদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করা যায় তা নিয়েও বিশেষজ্ঞ বক্তাগণ আলোচনা করবেন। তিনি বলেন, রাজ্যে মহিলাদের কল্যাণে ও মহিলাদের আত্মনির্ভর করে তুলতে যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তাতে সুফলও পাওয়া যাচ্ছে। সরকারি চাকরি ক্ষেত্রে ৩৩ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। ২০২৪ সালে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে নিয়োগের ক্ষেত্রে ৩,২২৯টি শূন্যপদের মধ্যে ১৪৭০টি পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

কনক্লেভে সমাজকল্যাণমন্ত্রী আরও বলেন, মহিলাদের কল্যাণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী মাত্র বন্দনা যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী মাত্রপুষ্টি উপহার যোজনা, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা ইত্যাদি। গ্রামীণ মহিলাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য রাজ্যে ১৩টি মহিলা স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। মহিলাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে রাজ্যে ৯টি মহিলা থানা স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়াও রাজ্যের ৮ জেলায় ৮টি "সখী ওয়ান স্টপ সেন্টার" চালু করা হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সামাজিকভাতা প্রকল্প এবং মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক সহায়তা প্রকল্পে রাজ্যের ২৪,৫৬৯ জন মহিলাকে সামাজিকভাতা দেওয়া হচ্ছে।

কনক্লেভে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গণমুক্তি পরিষদের রাজভবন অভিযান ও গণধর্নায়

বিজেপি, আইপিএফটি, মথা প্রত্যেকেই রাজ্যবাসীর কাছে অপরাধী ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি: বিজেপি, আইপিএফটি ও তিপরা মথা প্রত্যেকে রাজ্যবাসীর কাছে অপরাধী। তাঁদের স্বৈরাচারী শাসন থেকে মুক্তি পেতে লড়াই ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। আজ ৬ দফা দাবিতে গনমুক্তি পরিষদের রাজভবন অভিযানে এমনটাই দাবি করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পলিটব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার।

এদিন শ্রীসরকার বলেন, ২০১৮ সালে সিপিএমকে হটানোর জন্য বিজেপি পরিবর্তনের ডাক দিয়েছিল। নির্বাচনী ইস্তেহারে রাজ্যের বেকার সমস্যা সমাধানেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু সাত বছর হতে চলছে এখনো

পর্যন্ত কোনো প্রতিশ্রুতি পালন করে নি বিজেপি সরকার। বেকাররা চাকুরীর সন্ধানে দিশেহারা হয়ে ঘুরছেন। কিন্তু, তৎকালীন সময়ে বামফ্রন্ট সরকার অর্থদপ্তরের সহযোগিতায় বছরের দুবার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সরকারি চাকুরী প্রদান করত। তাঁর কথায়, কেন্দ্র বিজেপি সরকার ক্ষমতায় থাকলেও ত্রিপুরার বেকার সমস্যা সমাধান করতে পারছে না। কিন্তু ২০১৮ সালের ত্রিপুরায় নির্বাচনী জনসমাবেশে এসে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্টমন্ত্রী এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ক্ষমতায় আসলে সরকারি চাকুরী প্রদান করা হবে। তাদের সরকারের আমলে বেকার সমস্যা থাকবে না। কিন্তু ত্রিপুরায় এখন সম্পূর্ণ উল্টো চিত্র দেখা যাচ্ছে। বিজেপি সরকার বেকার যুবক যুবতীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে।

তাছাড়া, ২০১৮ সালে বিজেপি সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ৩০০ টাকা রেগার মজুরি প্রদান করবে। এখনো পর্যন্ত তাও পূরণ করে নি। এখন ত্রিপুরায় রেগার মজুরি ২৪০ টাকা হয়েছে। তাও বছরে গড়ে ৩২ দিন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা, ১২ জানুয়ারি, ২০২৫ইং
২৭ পৌষ রবিবার ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

আজ স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব দিবস

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম দিবস ১২ জানুয়ারি ভারতে জাতীয় যুব দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১৯৮৪ সালে ভারত সরকার স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও দর্শন যুব সমাজের জন্য প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৮৫ সাল থেকে দিনটি আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হইয়া আসিতেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ একজন প্রেরণাদায়ক নেতা স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একজন বিশিষ্ট দার্শনিক, আধ্যাত্মিক গুরু এবং সমাজ সংস্কারক। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্ম এবং ঐতিহ্যের এক শক্তিশালী মুখপাত্র ছিলেন। তাহার বিখ্যাত শিকাগো বক্তৃতা বিশ্ব মঞ্চে ভারতের চিন্তাধারাকে মর্যাদার সঙ্গে তুলিয়া ধরিয়াছিল।বিবেকানন্দ বিশ্বাস করিতেন, যুবসমাজ জাতির মূল ভিত্তি। তিনি যুবকদের শক্তি, আত্মবিশ্বাস এবং কর্মক্ষমতায় বিশ্বাস রাখিতেন এবং তাহাদের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়াইয়া দিতে কাজ করিয়াছেন। তাহার মতে, সঠিক শিক্ষা এবং আত্মশক্তির বিকাশের মাধ্যমে যুবসমাজ সমাজ ও জাতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিতে পারে।

ভারতে ১২ জানুয়ারিকে জাতীয় যুব দিবস হিসেবে পালন করার পেছনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রহিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাহার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যুবকদের জাগ্রত করিবার জন্য কাজ করিয়াছেন। তাহার উক্তি 'উঠো, জাগো, এবং লক্ষ্যে পৌঁছা না হওয়া পর্যন্ত থেমে যেও না' যুবসমাজকে আত্মবিশ্বাসী এবং কর্মঠ হইতে উদ্বুদ্ধ করে। বিবেকানন্দের শিক্ষা শুধুমাত্র তত্ত্বিক জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; তিনি নৈতিকতা, আত্মশক্তি, এবং মানবতাবাদের ওপর জোর দিয়াছিলেন। তাহার আদর্শ যুবসমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করিবার জন্য প্রাসঙ্গিক।বিবেকানন্দ ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং আধ্যাত্মিকতা তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। তাহার জীবন ও দর্শন যুবকদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ এবং সাংস্কৃতিক গর্বের সঞ্চার করে।তিনি মনে করিতেন, যুবকদের উত্থান মানেই জাতির উত্থান।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী জাতীয় যুব দিবস হিসাবে পালন করা হয় এই মহান দেশপ্রেমিক এবং ভারতের সন্তানের চিরন্তন বার্তাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য। তাহার উদ্ধৃতিগুলি চিরসবুজ এবং এখনও সম্পর্কিত যে তাহাকে আজও যুবক আইকন হইতে সাহায্য করে।স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলিয়াছিলেন, "তুমি যা ভাবো, তাই হবে। আপনি যদি নিজেকে দুর্বল মনে করেন, আপনি দুর্বল হইবেন; আপনি যদি নিজেকে শক্তিশালী মনে করেন তবে আপনি শক্তিশালী হইবেন।' স্বামী বিবেকানন্দ আরও বলিয়াছিলেন, 'সর্বোচ্চের জন্য দেখুন, সেই সর্বোচ্চ লক্ষ্য করুন, এবং আপনি সর্বোচ্চে পৌঁছাইবেন।' তাঁহার বাণী আজও একই শক্তি ও প্রজ্ঞা ধারণ করে। অল্প বয়স থেকেই নরেন্দ্র আধ্যাত্মিকতার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। দর্শন, ধর্ম, সামাজিক বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প এবং সাহিত্য তার প্রিয় বিষয় হিসাবে তিনি একজন বিস্তৃত পাঠক ছিলেন। তিনি পুরাণ, বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি সহ ধর্মীয় শাস্ত্রের জন্য একটি শক্তিশালী উতাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি তাহার অবসর সময়কে ধ্যান এবং আধ্যাত্মিক পাঠে নিযুক্ত করিতেন। আমরা মানবতার সেবা করিয়া ঈশ্বরকে অনুভব করিতে পারিতেন। বেদ এবং উপনিষদের বিষয়বস্তুর উপর তাহার ফোকাস আমাদের জাতির সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর বিরাট প্রভাব ফেলিয়াছিল। তাঁহার শিক্ষার মাধ্যমে তিনি এক ঈশ্বরের চিরন্তন সত্যের ধারণা ছড়াইয়া দিয়া মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ এড়ানোর চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার মতে, একজন মানুষ নিজেই তাহার ভাগ্যের স্থপতি, এবং তিনি চাহিয়াছিলেন মানুষ নিজের উপর বিশ্বাস করুক। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের অন্যতম প্রশংসিত বক্তা, সাধু এবং দার্শনিক। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা। ১ মে, ১৮৯৭ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত একটি আধ্যাত্মিক সমাজ। এটি অদ্বৈত বেদান্তের একটি আধুনিক সংস্করণ উপস্থাপন করে, যাহা পশ্চিমা দেশগুলিতে ভারতীয় দর্শনের একটি স্কুল। বিবেকানন্দ একটি দ্বৈত উদ্দেশ্য নিয়া সমাজের সূচনা করিয়াছিলেন। একটি ছিল বেদান্তের বার্তা প্রচার করা এবং অন্যটি ছিল ভারতীয় জনগণের সামাজিক জীবনযাত্রার উন্নতি করা। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একজন বিপ্লবী যিনি সমাজে পরিবর্তন আনিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার প্রথম জীবনে, তিনি ব্রাহ্মসমাজের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন, একটি ধর্মীয় আন্দোলন যাহা ১৮২৮ সালে রাম মোহন রায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি অনেক সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সমাজ থেকে বাল্যবিবাহের প্রথা দূর করিবার জন্য লড়াই করিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষার প্রচার করিয়াছিলেন এবং চাহিয়াছিলেন যে কোনও সামাজিক বা সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রত্যেকে শিক্ষিত হোক।স্বামী বিবেকানন্দ পরে শ্রী রামকৃষ্ণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিষ্য হইয়া ওঠেন এবং সমস্ত ধর্মের ঐক্যের পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অর্জিত আপ্তবাক্যের ভিত্তিতে, তিনি খোলাখুলিভাবে বিশ্বের কাছে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে সমস্ত ধর্ম একই লক্ষ্যের পথে রহিয়াছে।

তাহার জীবন ও শিক্ষা যুবসমাজকে উদ্যোগী ও কর্মমুখী হইতে উদ্বুদ্ধ করে।জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে সারা ভারতে বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও আদর্শ যুবসমাজের জন্য এক অমূল্য ধন। তার দর্শন শুধু ভারতেই নয়, সারা বিশ্বে প্রাসঙ্গিক। ১২ জানুয়ারি জাতীয় যুব দিবস হিসেবে পালন তাহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি যুবকদের সামনে তাহার আদর্শকে তুলিয়া ধরিবার একটি উপায়।

ভারত কি ধনী হওয়ার আগে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে?

সৌতিক বিশ্বাস

চীনকে পেছনে ফেলে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশের তকমা পেয়েছে ভারত। এই তথ্য গত বছর জাতিসংঘের জরিপ থেকে পাওয়া। এখন কারো মনে হতে পারে, প্রায় ১৪৫ কোটির এই দেশ জনসংখ্যা আরও বাড়ানোর বিষয়ে হয়তো চুপ থাকবে। কিন্তু আসলে কি তাই? বিষয়টা আবারও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে। কারণ দক্ষিণ ভারতের দুই রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুর নেতারা সম্প্রতি আরও বেশি সন্তান জন্মদানের বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন।

প্রজনন হার কম এবং বয়স্ক জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে কারণ হিসেবে দেখিয়ে দম্পতিদের আরও সন্তান জন্মদানে উৎসাহ দিতে "ইনসেন্টিভ" বা প্রণোদনা দেওয়ার কথা ভাবছে অন্ধ্রপ্রদেশ। স্থানীয় নির্বাচনের জন্য অন্ধ্রপ্রদেশ ইতোমধ্যে "দুই সন্তান নীতি" বাতিল করেছে।

শুধু তাই নয়, প্রতিবেশী রাজ্য তেলেঙ্গানাও শিগগিরই এই একই পদক্ষেপ নিতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। আরেক প্রতিবেশী রাজ্য তামিলনাড়ুর নেতাদেরও একই ধরনের কথা আরও একটু "অতিরঞ্জিত" ভাবে বলতে শোনা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, ভারতের প্রজনন হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ভারতে ১৯৫০ সালে নারীপ্রতি সন্তান জন্মহার ছিল ৫.৭, যা এখন দুইয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে, ২৯টা রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে ১৭টিতেই প্রজনন হার কিন্তু এরও (নারীপ্রতি দুই সন্তান) নিচে নেমে গিয়েছে। নারীপ্রতি দুই সন্তানের এই হারটিকে বলা হচ্ছে প্রতিস্থাপন স্তর, যার মানে হলো এমন একটা অবস্থা যেখানে জন্মের হার জনসংখ্যার স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট হয়। দক্ষিণ ভারতের পাঁচটা রাজ্য (অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু ও তেলেঙ্গানা) ভারতের জনসংখ্যাতাত্ত্বিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এই রাজ্যগুলো অন্য রাজ্যের তুলনায় আগেই প্রতিস্থাপন-স্তর অর্জন করে ফেলেছে। কেরালা ১৯৮৮ সালে, তামিলনাড়ু ১৯৯৩ সালে এবং বাকি রাজ্যগুলো ২০০০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে এই মাইলফলকে পৌঁছেছে। দক্ষিণের পাঁচ রাজ্য বর্তমানে দক্ষিণের পাঁচটি রাজ্যে প্রজনন হার ১.৬-এর নিচে। কর্ণাটকে এই হার ১.৬ এবং তামিলনাড়ুতে ১.৪। অন্যভাবে বলতে গেলে, এই রাজ্যগুলোতে প্রজনন হার অনেক ইউরোপীয় দেশের মতোই বা তার চেয়ে কম। আপাতত শঙ্কার মধ্যে রয়েছে এই রাজ্যগুলো। তাদের ভয়, বিভিন্ন রাজ্যে জনসংখ্যার তারতম্যের ফলে দেশের নির্বাচনি প্রতিনিধিত্ব, (রাজ্যভিত্তিক) সংসদীয় আসন ও কেন্দ্রীয় রাজস্বের বণ্টন উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হবে।

ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর পপুলেশন সায়েন্সেসের জনসংখ্যাতত্ত্বের অধ্যাপক শ্রীনিবাস গোলি বিবিসিকে বলেন, 'তারা (এই রাজ্যগুলো) কার্যকর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে আশঙ্কা করছে। যদিও অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের দক্ষতা এবং কেন্দ্রীয় রাজস্বের নিরিখে তাদের (এই রাজ্যগুলো) উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।'

দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যগুলো আরও একটা বড় উদ্বেগের সঙ্গে লড়াই করছে, আর সেটা হলো আসন্ন ২০২৬ সালের ভোটে নির্বাচনি আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ যা ভারতে ১৯৭৬ সালের পর প্রথমবার ঘটতে চলেছে। জনসংখ্যার পরিবর্তনের কারণে নির্বাচনি সীমানা আবার নতুনভাবে নির্ধারণ করা হবে। অনুমান করা হচ্ছে, জনসংখ্যার ভিত্তিতে হিসাবের কারণে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ দক্ষিণের এই রাজ্যগুলোর সংসদীয় আসন কমে যেতে পারে। যেহেতু কেন্দ্রীয় রাজস্ব রাজ্যগুলোর জনসংখ্যার ভিত্তিতে বরাদ্দ করা হয়, তাই অনেকে আশঙ্কা করছেন যে এর ফলে এই রাজ্যগুলোর অর্থনৈতিক লড়াই আরও কঠিন হয়ে উঠবে। একইসঙ্গে নীতি নির্ধারণের স্বাধীনতাও সীমিত হয়ে যেতে পারে। জনসংখ্যাবিদ কে এস জেমস এবং শুভ্রা কৃতি ব্যাখ্যা করেছেন, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মতো জনবহুল উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো সীমানা পুনর্নির্ধারণের ফলে আরও বেশি আসন পেতে পারে। অন্যদিকে তামিলনাড়ু, কেরালা ও অন্ধ্রপ্রদেশের মতো দক্ষিণের রাজ্যগুলো ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে, যা তাদের (ওই তিন রাজ্যের) রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের জায়গাটিকেও হয়তো বদলে দেবে। অবশ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীসহ অনেকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে রাজস্ব ভাগ ও সংসদীয় আসন বরাদ্দে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করা হবে না। মি. গোলি বলেছেন, 'একজন জনসংখ্যাবিদ হিসেবে আমি মনে করি না রাজ্যগুলোর এসব বিষয় নিয়ে খুব বেশি উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে এর সমাধান করা যেতে পারে।' 'আমার উদ্বেগ অন্য জায়গায়।' বিবিসি বাংলার খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল অনুসরণ করুন। মূল চ্যালেঞ্জ কী জনসংখ্যাবিদদের মতে, মূল চ্যালেঞ্জ হলো ভারতে দ্রুত প্রজনন হার হ্রাসের ফলে সমাজে বার্ধক্যের হার বেড়ে যাওয়া। যেখানে ফ্রান্স ও সুইডেনের মতো দেশগুলোর প্রবীণ জনসংখ্যা ৭ শতাংশ থেকে ১৪ শতাংশে যেতে যথাক্রমে ১২০ ও ৮০ বছর সময় লেগেছে, সেখানে ভারত মাত্র ২৮ বছরের মধ্যে এই মাইলফলকে পৌঁছাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ভারতে দ্রুত হারে প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রজনন হার হ্রাসের সম্পর্ক আছে। বেশিরভাগ দেশে উন্নত জীবনযাত্রার মান, নগরায়ণ ও শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই প্রজনন হার কমতে থাকে। শিশুদের মৃত্যুহারও কমে। তবে ভারতে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি মধ্যম মানের হওয়ার পরও প্রজনন হার দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। এর কারণ হলো আগ্রাসী পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি। এই কর্মসূচির আওতায় সন্তান সংখ্যা বেঁধে দেওয়া, ইনসেন্টিভ বা প্রণোদনা দেওয়া এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশি সন্তনের বিষয়ে দম্পতিদের নিরুৎসাহ করার মতো পদক্ষেপ দেশে ছোট পরিবার তৈরির ক্ষেত্র তৈরি করেছিল। তবে এই পরিণতি কি অনিচ্ছাকৃত? উদাহরণ হিসেবে অন্ধ্রপ্রদেশের কথাই ধরা যাক। মি. গোলি ব্যাখ্যা করেছেন, এই রাজ্যের প্রজনন হার সুইডেনের সমান। কিন্তু সুইডেনের তুলনায় অন্ধ্রপ্রদেশের আয় মাথাপিছু ২৮ গুণ কম। এখন প্রশ্ন হলো— বাড়তে থাকা ঋণের বোঝা এবং সীমিত সম্পদের মতো বিষয় থাকা সত্ত্বেও এই রাজ্যগুলো কি তাদের দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া প্রবীণ জনসংখ্যার জন্য উচ্চতর পেনশন বা সামাজিক সুরক্ষাকে নিশ্চিত করতে পারছে?

ইউনাইটেড নেশনস পপুলেশন ফান্ডের (ইউএনএফপিএ) "ইন্ডিয়া এজিং রিপোর্ট" অনুসারে, ৪০ শতাংশেরও বেশি প্রবীণ ভারতীয় (৬০ বছরের ঊর্ধ্বে) দরিদ্রতম "ওয়েলথ কুইন্টাইল" অর্থাৎ সম্পদ বিতরণের ভিত্তিতে একেবারে নিচে থাকা ২০ শতাংশ জনসংখ্যার অন্তর্গত। মি. গোলির মতে যার অর্থ হলো, 'ভারত ধনী হওয়ার আগে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে।' অন্যদিকে, ক্রমবর্ধমান প্রবীণ জনসংখ্যার দেখাশোনা বা যত্ন নেওয়ার জন্য লোক সংকট তৈরির শঙ্কাও তৈরি হচ্ছে। জনসংখ্যাবিদরা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, ভারতের স্বাস্থ্যসেবা, কমিউনিটি সেন্টার ও বৃদ্ধাশ্রমগুলো কিন্তু এমন পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত নয়। নগরায়ণ, অভিবাসন ও পরিবর্তিত শ্রমবাজার ভারতের শক্তিশালী বিষয় হিসেবে বিবেচিত পারিবারিক বন্ধনের ওপরেও প্রভাব ফেলেছে। একান্নবর্তী পরিবারিক কাঠামোর ফলে প্রবীণদের দেখাশোনা করার মানুষের অভাব বোধ হতো না। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রবীণ নাগরিকদের ওপর এর (নগরায়ণ, অভিবাসনের মতো বিষয়গুলোর) প্রভাব পড়ছে। জনবহুল রাজ্য থেকে কম জনবহুল রাজ্যে অভিবাসন যেমন কর্মক্ষমদের বয়সের ব্যবধান কমিয়ে আনতে পারে, তেমনই এটা অভিবাসনবিরোধী উদ্বেগও ছড়াতে পারে। 'প্রবীণ নাগরিকদের যত্ন নেওয়ার জন্য জরুরি ভিত্তিতে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা, মুমূর্ষু রোগীদের সেবাদান এবং সামাজিক নিরাপত্তা অবকাঠামোতে মজবুত বিনিয়োগ প্রয়োজন,' মি. গোলি বলেছেন।

এদিকে, চলতি মাসের শুরুর দিকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার্স অর্গানাইজেশন) প্রধান মোহন ভাগবত ভারতের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে দম্পতিদের অন্তত তিনজন সন্তান থাকার কথা বলেছেন। সম্প্রতি এক সভায় তিনি বলেছিলেন, 'পপুলেশন সায়েন্স অনুযায়ী প্রবৃদ্ধি যখন ২.১-এর নিচে নেমে যায়, তখন একটা সমাজ নিজে থেকেই ধ্বংস হয়ে যায়। তাকে কাউকে ধ্বংস করতে হয় না।' তবে মোহন ভাগবতের উদ্বেগের কিছু ভিত্তি থাকলেও তা পুরোপুরি সঠিক নয় বলে জানিয়েছেন জনসংখ্যাবিদরা। লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্সের জনসংখ্যাবিদ টিম ডাইসন বিবিসিকে বলেন, এক বা দুই দশক পর 'প্রজনন হার খুব কম থাকলে জনসংখ্যা দ্রুত কমবে।'

নারী প্রতি জন্মের হার ১.৮ ধীরগতিতে, পরিচালনাযোগ্য জনসংখ্যা হ্রাসের দিকে দেশকে পরিচালিত করে। কিন্তু ১.৬ বা তার কম জন্মহারের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা দ্রুত ও নিয়ন্ত্রণহীন হারে কমে যেতে পারে। 'সেক্ষেত্রে অল্প সংখ্যক লোক উৎপাদনশীল ও কর্মক্ষম বয়সে প্রবেশ করবে। এটা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যয়কর হবে। কারণ এটা একটা জনসংখ্যাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া এবং এর উল্টে দেওয়া খুবই কঠিন,' মি. ডাইসন বলেছেন। "অস্তিত্ব রক্ষার ঝুঁকি" ইতোমধ্যেই কয়েকটা দেশে এমন ঘটনা ঘটছে। গত মে মাসে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়ুন সুক ইয়োল দেশটির রেকর্ড সর্বনিম্ন জন্মহারের কথা ঘোষণা করেন। এরপর "জাতীয় জরুরি অবস্থা" ঘোষণা করার পাশাপাশি এই সমস্যার সমাধানে একটা নিবেদিত সরকারি মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনাও করেন।

গ্রীসে প্রজনন হার ১.৩-এ নেমে এসেছে, যা ১৯৫০ সালে সে দেশের জন্মহারের অর্ধেক। গ্রীসের প্রধানমন্ত্রী কিরিয়াকোস মিতসোটাকিসের সতর্ক করে দিয়ে নাগরিকদের বলেছিলেন এমন চলতে থাকলে তাদের "অস্তিত্ব" রক্ষার ঝুঁকি তৈরি হবে। তবে জনসংখ্যাবিদরা বলছেন যে পরিবারে আরও বেশি সংখ্যক সন্তানকে স্বাগতে দম্পতিদের তাগিদ দেওয়া মূলত "অর্থহীন"। টিম ডাইসন বলেন, 'সামাজিক পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করলে, জীবনধারণের দিক থেকে নারীরা পুরুষদের সমকক্ষ হয়ে ওঠার ফলে লিঙ্গ বৈষম্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সাম্প্রতিক প্রবণতার উল্টো হওয়ার সম্ভাবনা কম।' তামিলনাড়ু ও কেরালার মতো ভারতীয় রাজ্যগুলো যারা ক্রমহ্রাসমান শ্রমশক্তির সঙ্গে লড়াই করছে, তাদের কাছে এখন মূল প্রশ্ন হলো, এই শূন্যস্থান পূরণ করতে কে পদক্ষেপ নেবে? ক্রমহ্রাসমান প্রজনন ক্ষমতা ঠেকাতে না পেরে উন্নত দেশগুলো স্বাস্থ্যকর ও সক্রিয় বার্ধক্যের দিকে মনোনিবেশ করছে। তারা কর্মজীবন পাঁচ থেকে সাত বছর বাড়ানো এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মতো পদক্ষেপ নিয়েছে। জনসংখ্যাবিদরা জানিয়েছেন, ভারতে অবসর গ্রহণের বয়সের ঊর্ধসীমা বাড়াতে হবে। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট নীতিগুলোকে অবশ্যই সক্রিয় করতে হবে। অন্যদিকে, উৎপাদনশীল প্রবীণ জনসংখ্যার কথা মাথায় রেখে আরও ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবা ও মজবুত সামাজিক সুরক্ষাকেও অগ্রাধিকার দিতে হবে। ভারতকে অবশ্যই তার জনসংখ্যাগত লভ্যাংশকে আরও ভালভাবে কাজে লাগাতে হবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তখনই ঘটে যখন কোনও দেশে কর্মক্ষম বয়সের জনসংখ্যা বেশি থাকে। মি. গোলির মতে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে, কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান তৈরি করতে এবং প্রবীণদের জন্য সম্পদ বরাদ্দে ২০৪৭ সাল পর্যন্ত একটা সুযোগ রয়েছে। তার কথায়, 'আমরা মাত্র ১৫-২০ শতাংশ লভ্যাংশ পাচ্ছি, আমরা আরও ভালো করতে পারি।'

তৃতীয়বারের তলবে সাড়া দিতে রাজি অর্জুন—পুত্র পবন

উত্তর ২৪ পরগনা, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): দু'বার এড়িয়ে তৃতীয়বারের তলবে সাড়া দিতে রাজি অর্জুন—পুত্র তথা ভাটপাড়ার বিজেপি বিধায়ক পবন সিং। রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডি-র তলব পেয়ে সোমবার তদন্তকারীদের মুখোমুখি হবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

শনিবার সাংবাদিকদের তিনি জানান, ১০ তারিখের পর সিআইডি-র দফতরে যেতে পারবেন বলে জানিয়েছিলেন। সেইমতো ১৩ তারিখ তিনি তদন্তে সহযোগিতা করতে পৌঁছে যাবেন দফতরে।

ভাটপাড়া পৌরসভার টেন্ডার দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত করছে রাজ্য তদন্তকারী সংস্থা সিআইডি। তাতেই একাধিকবার তলব করা হয়েছে পবন সিংকে। তিনি ভাটপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান থাকাকালীন টেন্ডার দুর্নীতি হয়েছিল বলে অভিযোগ। অভিযোগ, টেন্ডার পাওয়া ওই সংস্থার অন্যতম কর্ণধার ছিলেন পবন সিং। সেই কারণে পবনকে তলব এবং জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান তদন্তকারীরা। এর আগে বুধবার এবং শুক্রবার সিআইডি-র নোটিস উপেক্ষা করেছিলেন অর্জুন—পুত্র। তদন্তকারী সংস্থাকে জানিয়েছিলেন, ১০ তারিখ পর্যন্ত তিনি ব্যস্ত থাকবেন। তারপর যেতে পারবেন। তাই পরপর দুবার হাজিরা এড়ানোর পর ফের তাঁকে নোটিস পাঠানো হয়। তা গ্রহণ করে বিজেপি বিধায়ক জানান, আগামী ১৩ জানুয়ারি দুপুর সাড়ে ১২টায় সিআইডি দফতরে যাবেন।

ঝাড়খণ্ডে পথ দুর্ঘটনায় বাইক আরোহীর মৃত্যু

লাতেহার, ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : ঝাড়খণ্ডে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে লাতেহার জেলার বালুমাথ থানার অন্তর্গত বালুমাথ-খলারি প্রধান সড়কে বাসিয়া গ্রামের কাছে। জানা গেছে, দাদু ও নাতি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। এই ঘটনায় দাদু প্রয়াগ যাদব (৬০) ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, প্রয়াগ যাদব এবং সুমিত যাদব একটি বাইকে করে ম্যাকলাস্কিগঞ্জের দিকে যাচ্ছিলেন। ভাগিয়া গ্রামের কাছে দ্রুতগতির একটি গাড়ি তাঁদের বাইকে ধাক্কা দেয়। এই দুর্ঘটনায় দুজনই গুরুতর আহত হন। স্থানীয়দের সহায়তায় তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসক প্রয়াগ যাদবকে মৃত ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, সুমিত যাদবকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর রাঁচির রিমস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হৃদরোগ ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডা. প্রকাশ মল্লিক

হৃৎপিণ্ডের অসুস্থতা জরুরি আকারনেওয়ার পূর্বে সাবধান হওয়া যায়।বিশেষ অসুস্থতা ছাড়া সামাজিকহৃদযন্ত্রের সাধারণ কিছু লক্ষণ প্রকাশঘটলে তার চিকিৎসা করে হৃৎপিণ্ডকেএগারিকাস ৩০' অথবা ২০০ প্রয়োগকরতে হবে। ক্ষীণ রক্ত সঞ্চালন যুক্তবৃদ্ধদের জন্য ৩০ শক্তির ওষুধ প্রতিদিন তিনবার করে অবস্থা ভেদে দু'বার খাওয়া চলে। প্রয়োজনে ১০০ শক্তির ওষুধ দিতে হবে। ২, ডিস্‌পেপশিয়া রোগী যখন প্যালপিটেশনে ভোগে এবং ওই প্যালপিটেশন বা পাশ হয়ে শুলে কম হতে থাকে তখন 'এঙ্গাস্ট্রাভেরা-৩০' শক্তি বা ২০০ শক্তির ওষুধ সেবনের জন্য দেওয়া হয়। ৩. বৃদ্ধ মানুষদের হৃৎপিণ্ড রোগেরযখন প্যালপিটেশন সহ বুকে চাপবোধ অনুভূত হয় তখন ক্র্যাটিগ্রাস ৩০' শক্তি কার্যকরী হয়। ৪. রোগী দমবন্ধ ভাবের কথা বলে এবং দেখা যায় তার নাড়ি অনিয়মিত চলছে অর্থাৎ প্রতি তিন-চার বার স্পন্দনের পর ইন্টারসিস্টেম হচ্ছে। নেই সঙ্গে শোথ, চক্ষুর নিম্নে থলির ন্যায় স্ফীত হয়ে আছে তখন "এপিস মেল ৩০" শক্তি খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়। ৫. প্যালপিটেশন স্থির হয়ে বসে থাকলে অথবা শুয়ে থাকলে বেশি ম্যাগনেসিয়া মিউর ৩০' শক্তি দেওয়া হয়। ৬. হৃৎপিণ্ডের প্যালপিটেশন রোগীর মুখমগলের ফুটে উঠলে সিউরিয়াটিক ত্যাসিভ ৩০/ ২০০" শক্তি ব্যবহার সুফল মিলে। ৭. হৃৎপিণ্ডের আযারজেনটাম মেট ৩০/২০০, শক্তি ব্যবহার সুফল মিলে। ৮. আরনিকা মন্ট" হৃৎপিণ্ডের অধিক শ্রম এবং হৃৎপিণ্ডের চতুর্দিকে অধিকতর মেদ জমলে ২০০ শক্তি ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। ৯. যখন কোনও রোগী হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর রুগ্ন হওয়ার সাথে সাথে মানসিক অস্থিরতার দিন কাটাতে থাকে এবং রোগ দুরারোগ্য মনে হওয়ার জন্য খাওয়ার আগ্রহ হারায় এবং মধ্যরাতে রোগের বৃদ্ধির

অল্প অল্প ঠান্ডা জল পান করে, ঘুমাতে পারে না তখন "আর্সেনিক এলবা ৩০, শক্তি প্রতি চার/ছয় ঘণ্টা অন্তর রোগী শান্ত হবে। ১০. যেসব হৃদরোগে সহজে হৃৎপিণ্ড উত্তেজনাযুক্ত হয়, সেখানে এসফিটিডা ৩০ শক্তি কার্যকরী হয়। ১১. আরাম মেট ৩০/২০০ শক্তির ওষুধ হৃদরোগে যখন জানা যায় হৃৎপিণ্ডের বৃদ্ধি ঘটেছে কিন্তু তৎসহ হৃৎপিণ্ডের ডাইলেটেশন নেই। সেই সঙ্গে হৃৎপিণ্ডে মেদ জমা হয়েছে এবং হৃত্যন্ত্রে মাংসপেশির ধ্বংস দেখা যাচ্ছে তখন সর্বপ্রকার চিকিৎসকবৃন্দ এই ওষুধটির ব্যবহার ও বিশ্লেষণ করতে মনোযোগী হলে রোগীর উপকার হয়। ১২... এন্ডাকার্ডাইটিস সহ গ্যাস্ট্রাইটিস হলে বিসমাথ ৬/৩০ কার্যকরী হয়। ১৩. যদি কারোর হৃৎপিণ্ড গাউট কিংবা হিউমোটিজম্ অসুখে আক্রান্ত হয়, তখন সুস্থ থাকার জন্য বেজোয়িক এসিডাম ২০০ শক্তি রোগ মুক্তিতে সাহায্য করে।

১৪. ক্যাকটাস মোদার) এই ওষুধের লক্ষণগুলি বিচার- বিশ্লেষণ সতর্কতার সঙ্গে করতে হয়-ত্তসজোরে তপু সঙ্কুচিত হয় এবং রক্ত বেগে এওটার মধ্যে প্রবেশ করে। মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ড একখানি লোহার হাত দিয়ে ঘন ঘন চেপে দিচ্ছে এবং ছেড়ে দিচ্ছে। ফলে অনুভূত হয় হৃৎস্পন্দনের স্থানের অভাব। যুবকের হৃৎপিণ্ডের হারপারট্রফি,ত্ত বাম ভেন্টিকের বৃদ্ধি সহ হৃৎপিণ্ডের বলাগ ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা অনিয়মিত কার্য দেখা যায়। এই ওবুধে সেবন হৃৎপিণ্ডের বেগ ও কার্য স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। চিকিৎসকের পরামর্শ না নিয়ে ক্যাকটাস খাওয়া ঠিক নয়। ১৫. কাফিয়া-৩০/২০০ হৃৎপিণ্ডের স্নায়ুর উপর এই ওষুধের কার্য লক্ষ্য করা গেছে। ১৬. কলচিকাম-৩০/২০০ তরুণবাত রোগের পর হৃৎরোগ হলে কলচিকামের অন্যান্য লক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে ওষুধ দিলে উপকার পাওয়া যায়। ১৭, কোনায়াম-২০০ শক্তি বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের হৃৎপিণ্ড ও দুর্বলস্মৃতি শক্তিতে যখন কোনওপ্রকার মানসিক পরিশ্রম সহ্য করতে পারে না তখন ওষুধটি নির্বাচন করা হয়। ১৮- ডিজিটেলিস-৩০ শক্তি। হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রজনিত পীড়া, পেরিকাডাইটিস, রোগী মনে করে যদি সে নড়াচড়া করে তাহলে তার হৃৎপিণ্ড স্পন্দন করবে না। ১৯. জেলসিমিয়াম- ৩০ রোগী মনে করে সে নড়াচড়া না করলে হৃৎপিণ্ড থেমে যাবে। রোগী স্নায়বিক রোগে শীত বোধ করে গাত্রচর্ম উষ্ণ থাকা সত্ত্বেও। ফলে শরীর থর থর করে কীপায় কোনও একজনকে ধরে থাকতে বলে। ২০. যখন কোনও হার্টের রোগী নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে শোয় না তখন গ্রিগালিয়া রোবাস্টা-৩০ কয়েক বার খেলে উপকার পাওয়া যায়। ২১. যখন কোনও মানুষের নাড়ি অসম, অনিয়মিত ইন্টারমিটেন্ট অথবা দ্রুত এবং দুর্বল সেই সঙ্গে চোখের উপরের পাতা ফোলা ত্ত তখন কেলিকার্ব-৩০/২০০ দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হয়। ২২.লাইকোপোডিয়াম-৩০/ ২০০ হার্ট ভাইলেটেড অর্থাৎ প্রসারিত হৃৎপিণ্ডের রোগী পা ফোলা ও কম পা্বে জন্য লাইকোপোডিয়াম প্রয়োগ করে অপেক্ষা করতে হয়। ডোজের ডাক্তারবাবুর পরামর্শ প্রয়োজন। ২৩. লোবেলিয়াইন-৩০ শক্তি। রোগী মনে করে হৃৎপিণ্ড স্পন্দন করবে না। ২৪. ভাইপেরা-৩০ শক্তি। পেট ফাপা এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হলে ভাইপেরা-৩০ শক্তি খেলে উপকার হয়। ২৫. স্থির হয়ে বসে থাকলে বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হবে না এবং এই লক্ষণের সঙ্গে যদি মিষ্টি বিশেষ করে চিনি খাবার আগ্রহ থাকে এবং নিম্নশাখা অর্থাৎ দু'টি পায়ে দুর্বলতা ও কম্পন বোঝা যায় তখন আজেন্টাম নাইট্রিকাম-২০০ শক্তি খেতে দিতে হবে। প্রয়োগ করা হয়। আর একটি লক্ষণ হল-- যেন বক্ষ মধ্যে উত্তপ্ত লৌহ প্রবেশ করছে এমন অনুভূতির সঙ্গে বুকের উপর ভারী বস্ত চাপানো আছে - ন্যাজা কার্যকরী হয়। সেই সঙ্গে আমাদের কিছু সাবধান বর্জনীয়। ২. অধিক্ষণ দমবন্ধ রাখার কোনও কাজ অনুচিত। ৩. দমবন্ধ করে কোনও ভারী বস্তু উত্তোলন বিপঙনক। ৪. হস্ত-মৈথুন দ্বারা প্যালপিটেশন বৃদ্ধি হয়ে প্রাণ সংশয়। ৫. বীর্যক্ষয় হৃৎরোগীর পক্ষে বিপদ। ৬. অতিরিক্ত পরিশ্রম নিষেধ। দৌড়ানো, দ্রুত বেগে হাঁটা, সীতার কাটা রোগের বৃদ্ধি ঘটায়। ৭. উবাস ও রাত্রি জাগরণ ক্ষতিকর। ৮. নানাবিধ গরমমশলা, মদ, তামাক, কফি বেশি চা ক্ষতিকর। ৯. উদরপূর্ণ আহার নিষেধ। ১০. অল্প আহার করে উদরপূর্ণ জল পান ক্ষতিকর। ১১. রোগী শান্তভাবে স্থিরতা ও ধৈর্য সরকারে জীবনযাপনে আগ্রহী হলেও সুপাচ্য পথ্য খেলে বিপর্যয়ের আশঙ্কা কমে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

জাতীয় সংগীতের অবমাননার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়েরের আর্জি শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): তৃণমূলের একটি অনুষ্ঠানে মঞ্চে জাতীয় সংগীতের অবমাননা হয়েছে বলে দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। প্রতিবাদ জানাতে থানায় অভিযোগ দায়েরের আর্জি জানিয়েছেন শুভেন্দুবাবু।
ওই অনুষ্ঠানের দুটি ভিডিও ক্লিপিং যুক্ত করে শনিবার শুভেন্দুবাবু এক্সবার্তায় লিখেছেন, "আমি সকল জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রবাদী জনগণকে আবেদন জানাচ্ছি আমাদের জাতীয় সংগীতের এমন অবমাননার বিরুদ্ধে আপনারা রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন থানায় অভিযোগ দায়ের করুন। বিশেষত মালদহ জেলার সংশ্লিষ্ট থানায় অবশ্যই অভিযোগ দায়ের করবেন। মমতা পুলিশের চটি চাটা আধিকারিকেরা হয়তো এফআইআর দায়ের করতে মানা করতে পারে, তাই ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) এর নতুন বিধান অনুযায়ী আপনারা সংশ্লিষ্ট থানায় ই মেইল পাঠিয়ে অভিযোগ দায়ের করুন, স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তা গণ্য হবে। মমতা পুলিশের থেকে আশা করা যায় যে তারা কোনো পদক্ষেপ করবে না, সে ক্ষেত্রে আপনারা উচ্চ আদালতে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহন করবেন, আমি সমস্ত আইনি সাহায্য প্রদান করতে প্রস্তুত। আপনাদের দায়ের করা অভিযোগ সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ ও তথ্য আমাকে ই মেইল এ পাঠাবেন।" শুভেন্দুবাবু যে দুটি ভিডিও ক্লিপিং যুক্ত করেছেন, তার একটি মানব গুহর ইউটিউব। তাতে মানব লিখেছেন, "জাতীয় সঙ্গীতের ভয়ঙ্কর অবমাননা শুরু হল তৃণমূল শাসিত এই বাংলায়। মালদায় তৃণমূল নেতার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক অনুষ্ঠানে আমার দেশের জাতীয় সঙ্গীতের এই ভাবে অবমাননা করা হল ঢাকঢোল পিটিয়ে। নাহ এই নিয়ে কোন প্রতিবাদ নেই। মালদায় প্রশাসন চুপ। পিসির পুলিশ এখনও কিছুই দেখতে পায়নি। জনতাও তালি দিচ্ছে, বাহরে বাহ.. বাজাও তালি....।"

বাংলাদেশ ফেরার আগে বনগাঁয় ধৃত নকল পরিচয়পত্র-সহ ৫ অনুপ্রবেশকারী

উত্তর ২৪ পরগনা, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): শনিবার সকালে সন্দেহজনক পাঁচজনকে বনগাঁর বাগদা সড়কে পুলিশ গ্রেফতার করে। তাঁদের কাছে যে সব পরিচয়পত্র পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি নকল বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চার মেয়ের নাম আসমা মৃধা, পুষ্প মৃধা, রিয়া মৃধা ও আলিজা কুরেসি। তাঁরা বছর কয়েক আগেই বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে এসেছিলেন। তারপর দিল্লিতে পাড়ি জমিয়ে সেখানেই থাকছিলেন। ভারতের পরিচয়পত্রও বানিয়ে ফেলেছিলেন তাঁরা। চার বোনের মধ্যে একজন বিয়ে করেছেন। তাঁর আবার এক সন্তানও আছে। বাংলাদেশ থেকে দিন কয়েক আগে চোরাপথে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে এসেছিলেন নাজু মৃধা। দিল্লি থেকে মেয়েদের বনগাঁয় নিয়ে আসেন তিনি। পরিকল্পনা ছিল মেয়েদের নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ফের বাংলাদেশে যাওয়া।
সূত্রের খবর, তাঁদের দেখে সন্দেহ হওয়ায় পুলিশে খবর দেওয়া হয়। বনগাঁ থানার পুলিশ সেখানে গিয়ে তাঁদের জেরা করতে শুরু করে। কথায় একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এরপরেই তাঁদের গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। নাজু মৃধা জেরায় স্বীকার করেন, তাঁদের বাড়ি বাংলাদেশের ঝালকাঠি জেলার নলসিটি থানা এলাকায়। তিনি মেয়েদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চোরাপথে এদেশে এসেছিলেন। পুলিশ তাঁদের কথার সূত্র ধরেই তদন্ত শুরু করেছে। দিল্লিতে ওই চার তরুণী কোথায় থাকতেন? সেইসবও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় মোদীর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসায় সরব সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): ধরিত্রীর প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় আন্তর্জাতিক বৈঠকে যে মানদণ্ড নেওয়া হোক না কেন, ভারত এ ব্যাপারে তার নিজস্ব লক্ষ্যে অবিচল থাকবে। যে কোনও মূল্যে তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে এ ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ করছেন। শনিবার ভারতীয় উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ বিজ্ঞাননগরী কলকাতার সায়েন্স সিটিতে এক অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত।
শেখাওয়াত বলেন, গত এক দশকে ভারতে যে পরিমাণ বৃক্ষরোপন ও সবুজায়ন হয়েছে, সেই কাজ অত্যন্ত সফল হয়েছে। বিশ্বের খুব কম দেশ এরকম সাফল্য পেয়েছে। এই সাফল্যের ধারা অক্ষুন্ন রাখতে আমাদের সকলকে অঙ্গীকার করতে হবে।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, প্রাকৃতিক ভারসাম্য ব্যাহত হওয়ায় যে কেবল তাপমাত্রা বাড়ছে বা সমুদ্রতল উঠে আসছে, বা বৃষ্টিপাত কমছে বা অনিয়মিত বৃষ্টি হচ্ছে, তা নয়। ঋতুচক্র বদলে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। এ জিনিস সমগ্র মানবসমাজকে প্রভাবিত করবে। প্রকৃতিকে আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে হয়তো জয় করার চেষ্টা করি। কিন্তু পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা যে অস্তিত্বের সংকট ডেকে আনতে পারে, তা অনুভব করতে হবে। ইকো সিস্টেমের প্রভাব থেকে কেউ নিষ্কৃতি পাবো না।শেখাওয়াত বলেন, "আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা ধরিত্রীর মালিক নই। তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। তাই খুব সতর্ক ও সচেতনভাবে ধরিত্রীকে ব্যবহার করতে হবে। ধরিত্রীকে আন্তরিকভাবে অনুভব করতে হবে মায়ের মতো।" নিজের অভিজ্ঞতার উদাহরণ দিয়ে মন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, ঘর থেকে বার হওয়ার সময় বিদ্যুতের সুইচ বন্ধ করা, কম্পিউটার আবশ্যিক তথ্য ছাড়া বাকিগুলো সংরক্ষণ না করা, গরমে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রিতে না রেখে সুচিন্তিত তাপমাত্রায় চালানো প্রভৃতি প্রাত্যহিক আচরণে প্রত্যেককে আরও সংবেদনশীল হতে হবে। কলকাতার সায়েন্স সিটিতে এ দিন 'প্রান্তসীমার পথে?' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্যালারির উদ্বোধন করার পর মঞ্চে একটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ক ফোল্ডারের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করে প্রধান অতিথির ভাষণে শেখাওয়াত এই কথা বলেন। কলকাতার এই গ্যালারিকে জনমুখী করার প্রয়োজনীয়তা এবং এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তিনি দেন। এই সঙ্গে এ রকম উঁচু মানের গ্যালারি দেশের চার আঞ্চলিক সায়েন্স সিটিতেই তৈরির উপযোগিতার কথা বলেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, "কেবল সরকার নয়, আমজনতা, নবীন প্রজন্মকে এ ব্যাপারে অঙ্গীকার করতে হবে।"
অনুষ্ঠানে মঞ্চে ছিলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের যুগ্মসচিব সঞ্জয় কল, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়ামস (এনসিএসএম)-এর মহানির্দেশক ডঃ অরিজিৎ দত্ত চৌধুরী, বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অধিকর্তা ডঃ এ এ মাও, কলকাতার সায়েন্স সিটির অধিকর্তা অনুরাগ কুমার প্রমুখ। দেশের ৩৮টি নির্মীয়মান বিজ্ঞান প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে এ দিন কলকাতার সায়েন্স সিটিতে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

রান ফর মৌসম—এ উৎসাহী জনতার ভিড়

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি (হি. স.) : ভারতীয় মৌসম ভবনের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের উদ্যোগে শনিবার সকালে গল্ফগ্রিনে 'রান ফর মৌসম' সম্পন্ন হল। গল্ফগ্রিনের সেন্ট্রাল পার্ক থেকে এই দৌড়ের সূচনা করেন আবহাওয়া বিজ্ঞানী ড. সোমনাথ দত্ত। প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য। এই উপলক্ষে উৎসাহী জনতার ভিড় জমে।

স্যালাইন বিপর্যয়: তিন জন সঙ্কটজনক, তদন্ত কমিটি মেদিনীপুরে

পশ্চিম মেদিনীপুর, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): স্যালাইন বিপর্যয়ে এক জনের মৃত্যু এবং কয়েকজনের অসুস্থতার অভিযোগের তদন্তে শনিবার মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়েছে রাজ্য সরকার গঠিত ১৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি। এক প্রসূতির মৃত্যু হয়েছিল শুক্রবার সকালে। সঙ্কটজনক অবস্থায় ছিলেন আরও তিন প্রসূতি। শনিবারও তাঁদের সেই অবস্থা থেকে বার করে আনা যায়নি। দু'জন এখনও ভেন্টিলেশনে রয়েছেন। আর এক জন আইসিইউ-তে ভর্তি। অভিযোগ উঠেছে, নিম্নমানের স্যালাইন দেওয়া হয়েছে বলেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন প্রসূতিরা। তার জেরেই মৃত্যু হয় এক জনের।

কেন্দ্রীয় রিপোর্টে বাংলায় স্কুলছুট নেই, মুখ্যমন্ত্রীকেই কৃতিত্ব দিলেন শিক্ষামন্ত্রী

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): বাংলায় স্কুলছুট নেই! সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের এক রিপোর্টে এই তথ্যই উঠে এসেছে। তাতে বলা হয়েছে, রাজ্যে প্রাথমিক থেকে উচ্চ প্রাথমিক স্তরে গত এক বছরে কোনও স্কুলছুট হয়নি। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের এই রিপোর্টে উচ্ছ্বসিত রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।
কেন্দ্রের রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের স্কুলগুলিতে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কোনও স্কুলছুট নেই। অর্থাৎ মাঝপথে কোনও পড়ুয়া স্কুল ছেড়ে দেয়নি বা পালিয়ে যায়নি। এক কথায়, স্কুলছুটের হার শূন্য। কেন্দ্রের এই রিপোর্টকেই সামনে রেখে শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করেছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।
ব্রাত্যবাবু লিখেছেন, """"পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরে ড্রপ আউট শূন্য শতাংশে নেমে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রীর নিয়মিত নজরদারিতে এটা সমগ্র দেশের তুলনায় বাংলার জন্য একটা বিরাট সাফল্য।""""

যুবভারতীর সামনে গাড়ি উলটে বিপত্তি

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): শনিবার সাতসকালে যুবভারতী স্টেডিয়ামের পাঁচ নম্বর গেটের সামনে ল্যাম্প পোস্টে ধাক্কা মারে একটি গাড়ি। তারপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায় গাড়িটি। চালক ও এক আরোহীকে উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে যায় বেলেঘাটা ট্রাফিক পুলিশ। এদিন সকালে উল্টোডাঙার দিক থেকে একটি প্রাইভেট গাড়ি তীব্র গতিতে ছুটে এসে যুবভারতী স্টেডিয়ামের পাঁচ নম্বর গেটের সামনের ল্যাম্পে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে দুমড়ে-মুচড়ে যায় লোহার পোস্টটি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কিছুটা দূরেই উল্টে যায় গাড়িটি। গাড়িটির সামনের অংশ ভেঙেচুরে গিয়েছে। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই।

শিয়ালদহ স্টেশনের বাইরে আগুন, ছড়াল তুমুল আতঙ্ক

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): শনিবার বিকেলে শিয়ালদহ স্টেশনের ঠিক বাইরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হয়। স্টেশনের বাইরে একটি খাবারের দোকান থেকে ছড়িয়ে পড়ে আগুন। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার দিকে থাকা বাইরের ফুড কোর্টের দোকানে এদিন আগুন লাগে। এত জনবহুল এলাকায় আগুনের খবরে স্বভাবতই তুমুল আতঙ্ক ছড়ায়। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠানো হয় দমকলে। তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করে। দোকান থেকে বেঁচে যাওয়া খাবারের সামগ্রী বের করে আনা হয়। তবে আতঙ্কের পরিবেশ থেকে যায় স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। অগ্নিকাণ্ডের জেরে ওই এলাকায় যানজট তৈরি হয়। বিকেলের ব্যস্ত সময় তা সামলাতে কিছুটা চাপে পড়ে ট্রাফিক পুলিশ। ওই রাস্তা দিয়ে সমস্ত যানবাহনের রুট ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হৃদরোগে আক্রান্ত অভিনেতা টিকু তালসানিয়া, চিকিৎসাধীন হাসপাতালে

মুম্বই, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): হৃদরোগে আক্রান্ত বিশিষ্ট বলিউড অভিনেতা টিকু তালসানিয়া। শুক্রবার মধ্যরাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হন বলিউডের এই জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা। পরিবার সূত্রে খবর, ওই দিন একটি সিনেমা দেখার পর থেকেই অসুস্থ বোধ করতে থাকেন অভিনেতা। বমি করতে শুরু করেন। এরপরই তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে মুম্বইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউ-তে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক। প্রসঙ্গত, গুজরাটি থিয়েটার থেকেই অভিনয় শুরু করেন টিকু তালসানিয়া। এরপর বলিউডে পা। কমেডি চরিত্রে অভিনয় করেই দর্শকদের মন জয় করে নেন তিনি। রাজীব মেহরার 'প্যায়ার কে দো পল' ছবির মাধ্যমে বি-টাউনে যাত্রা শুরু করেন। এরপর 'দিল হ্যায় কে মানতা নেহি', 'আন্দাজ আপনা আপনা', 'বোল রাধা বোল', 'হাম হ্যায় রাহি পেয়ার কে', 'কুলি নম্বর ১', 'জোড়ি নাম্বার ১', 'হাঙ্গামা', 'দেবদাস', 'বড়ে মিঞা ছোটে মিঞা'-এ কৌতুক চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের মন জিতে নিয়েছিলেন অভিনেতা।

গলায় ক্ষত নিয়ে আবর্জনায় নবজাতক, তদন্ত শুরু

রাজগড়, ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : এক হৃদয় বিদারক ঘটনা সামনে এসেছে মধ্যপ্রদেশের রাজগড় জেলার পচোর থানার অন্তর্গত মেলা প্রাঙ্গণ এলাকায়। শনিবার সকালে আবর্জনার স্তুপের মধ্যে থেকে দিনদুয়েক বয়সের এক শিশুকন্যার কান্নার শব্দে স্থানীয় মানুষ হতবাক হয়ে যান। শিশুটির গলায় গভীর ক্ষতের দাগ ছিল। খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং শিশুটিকে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর নবজাতককে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজগড়ের এনআইসিইউ-তে স্থানান্তর করা হয়।
চিকিৎসকদের মতে, শিশুকন্যার গলায় ছুরির আঘাতের গভীর ক্ষত রয়েছে। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

যুবশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তীতে তরুণদের সঙ্গে দিন কাটাবেন মোদী

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): রবিবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী। এই উপলক্ষ্যে গোটা দিন তরুণ বন্ধুদের সঙ্গে কাটাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী শনিবার নিজেই জানিয়েছেন, 'আমি বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়লগ ২০২৫-এ আমার তরুণ বন্ধুদের সঙ্গে গোটা দিন কাটাব। কথোপকথন এবং মধ্যাহ্নভোজনের মাধ্যমে আমরা বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।'
প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স হ্যান্ডেলে আরও জানিয়েছেন, 'ভারতের যুবশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা। আগামীকাল, ১২ জানুয়ারি, খুবই বিশেষ একটি দিন, কারণ এটি স্বামী বিবেকানন্দের জয়ন্তী। এই উপলক্ষ্যে আমি বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়লগ ২০২৫-এ আমার তরুণ বন্ধুদের সঙ্গে গোটা দিন কাটাব।'

পরাস্ত বিজেপি, নন্দীগ্রামে সমবায় সমিতির ভোটে জয়ী তৃণমূল

নন্দীগ্রাম, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামে সমবায় সমিতির ডিরেক্টর নির্বাচনে ক্রস ভোটিংয়ে পরাস্ত হল বিজেপি। গত ৮ ডিসেম্বর নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের টাকাপুরা সমবায় সমিতির প্রতিনিধি (ডেলিগেট) নির্বাচন ছিল। সেখানে তৃণমূল ও বিজেপি দুই দলই ২২টি করে আসনে জয়ী হয়।
শনিবার সমবায় সমিতির ডিরেক্টর পদে নির্বাচন ছিল। মোট আসন ১২টি। তার মধ্যে ১১টি আসনে ভোটাভুটি ছাড়াই তৃণমূল ৬ এবং বিজেপি ৫টি আসন জয়লাভ করেছিল। এদিন শুধুমাত্র একটি আসনে ভোট ছিল। সেখানে নির্বাচিত ৪৪ জন প্রতিনিধি ভোট দেন। তার মধ্যে তৃণমূলের ভূদেব খাটুয়া ২৫টি এবং বিজেপির তারাপদ খাটুয়া ১৯টি ভোট পান। অর্থাৎ প্রতিনিধি (ডেলিগেট) নির্বাচনে জয়ী বিজেপির ২২ জনের প্রত্যেকে এই নির্বাচনে তাঁদের প্রার্থী তারাপদ খাটুয়াকে ভোট দেননি। ক্রস ভোটিংয়ে জয়ী হন তৃণমূলের ভূদেব খাটুয়া। সমবায়ে সমিতির এই জয়ে নন্দীগ্রামে উচ্ছ্বাসিত তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা।

কংগ্রেসকে কিছু গুরুতর আত্মদর্শন করতে হবে : ডি রাজা

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): ইন্ডি জোটের অস্তিত্ব এখন প্রশ্ন উঠছে, বিরোধীরাই কংগ্রেসকে দুষছে। এমতাবস্থায় সিপিআই-এর সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা বলেছেন, কংগ্রেসকে কিছু গুরুতর আত্মদর্শন করতে হবে। ডি রাজা শনিবার বলেছেন, কংগ্রেস ভারতের বৃহত্তম ধর্মনিরপেক্ষ দল। যখন ইন্ডি জোট গঠিত হয়, আমরা চেয়ারপার্সনের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং এটা সম্মত হয়েছিল যে মল্লিকার্জুন খাড়গে ইন্ডি জোটের চেয়ারপার্সন হবেন।
ডি রাজা আরও বলেছেন, লোকসভা নির্বাচনের পর, যখন বুথ ফেরত সমীক্ষা বেরোয়, ঠিক সেই দিনই মল্লিকার্জুন খাড়গের বাড়িতে বৈঠক হয়েছিল। এরপর আর কোনও বৈঠক হয়নি। বেশ কয়েকটি বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে, কিন্তু আসন ভাগাভাগির কোনও উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না। দিল্লি নির্বাচনে সবাই ঘোষণা করেছে যে তারা স্বাধীনভাবে লড়বে। তাই কংগ্রেসকে কিছু গুরুতর আত্মদর্শন করতে হবে।

মহারাষ্ট্রকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়াই প্রধান লক্ষ্য : দেবেন্দ্র ফড়নবিস

নাগপুর, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): মহারাষ্ট্রকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়াই তাঁর প্রধান লক্ষ্য, ফের একবার তা জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস। শনিবার নাগপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দেবেন্দ্র ফড়নবিস বলেন, 'মহা বিকাশ আঘাড়ি একত্রে লড়বে নাকি আলাদাভাবে লড়বে, তাদের জোট ভাঙবে নাকি থাকবে, তা নিয়ে আমরা আগ্রহী নই। আমাদের প্রচেষ্টা মহারাষ্ট্রকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া, আসন্ন (পৌর কর্পোরেশন) নির্বাচনে জনগণের আশীর্বাদ আমাদের সঙ্গে থাকবে।'
মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী নীতেশ রানের মন্তব্য "ইভিএম মানে, মোল্লার বিরুদ্ধে প্রতিটি ভোট", এ প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস বলেছেন, 'তিনি (নীতেশ রানে) কী বলেছিলেন, আমি তা শুনিনি, তাই আমি এর প্রতিক্রিয়া জানাব না।' উল্লেখ্য, এদিন নাগপুরের ইন্দিরা গান্ধী সরকারি মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন করেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস।

প্রয়াগরাজ এসে পৌঁছলেন "পরিবেশ বাবা", বৃক্ষরোপণে দিলেন জোর

প্রয়াগরাজ, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ মেলা শুরু হওয়ার আগে, শনিবার প্রয়াগরাজ এসে পৌঁছলেন মহামণ্ডলেশ্বর অবধূত বাবা ওরফে "পরিবেশ বাবা"। প্রয়াগরাজে পৌঁছেও জোর দিলেন পরিবেশ রক্ষায়। মহামণ্ডলেশ্বর অবধূত বাবা ওরফে "পরিবেশ বাবা" বলেছেন, 'প্রায় ৩০টি দেশে আমার ভক্তরা আমাদের দেশে এক কোটিরও বেশি গাছ লাগানোর সংকল্প করেছেন।'
পরিবেশ বাবা আরও বলেছেন, '২০১৬ সালে বৈষ্ণোদেবী থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত একটি পদযাত্রার সময়, আমরা প্রায় ২৭টি রাজ্যে গাছ লাগিয়েছিলাম। এরপরে ভক্তরা আমাকে পরিবেশ বাবা বলা শুরু করেন। আমি ২০১০ সাল থেকে এটি নিয়ে কাজ করছি। সনাতন ধর্ম শেখায়, প্রত্যেককে ২টি গাছ লাগাতে হবে, যার মধ্যে ১টি আমাদের শেষকৃত্যের জন্য এবং ১টি পিপল গাছ অক্সিজেনের জন্য প্রয়োজন।'

আরও অস্বস্তিতে আরাবুল, এবার খুনের চেষ্টার মামলা রুজু পুলিশের

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): আরাবুল ইসলামের অস্বস্তি আরও বাড়ল। এবার সাসপেন্ড হওয়া আরাবুলের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার মামলা রুজু করেছে পুলিশ। জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হয়েছে আরাবুল ও তার ছেলে হাকিমুলের বিরুদ্ধে। বিজয়গঞ্জ থানায় দুই জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে।
গত বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েত অফিসে আরাবুল ও সওকত অনুগামীদের মধ্যে মারপিটের ঘটনা ঘটে। আরাবুল ও তাঁর ছেলের নির্দেশেই হামলা, এই অভিযোগে থানার দ্বারস্থ হয় তিন স্থানীয় বাসিন্দা। আরও ৯ আরাবুল অনুগামীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে, ১ জন ইতিমধ্যেই গ্রেফতার।

কনৌজ স্টেশনে ভেঙে পড়ল নির্মীয়মান কাঠামো, আহত কমপক্ষে ২৩ জন

কনৌজ, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের কনৌজ রেল স্টেশনে নির্মীয়মান কাঠামো ভেঙে বড়সড় বিপত্তি! শনিবার কনৌজ রেল স্টেশনের নির্মীয়মান লিন্টন-সহ লোহার রড ও কাঠামো ভেঙে পড়ে। নীচে চাপা পড়ে যান অনেকজন শ্রমিক। মোট ২৩ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা সঙ্কটজনক। সবাইকে অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী অসীম অরুণ বলেছেন, 'কনৌজ রেলওয়ে স্টেশনে নতুন টার্মিনালের কাজ চলছিল, শনিবার নির্মীয়মান কাঠামো ভেঙে পড়ে। ২৩ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে, ২০ জন সামান্য আহত হয়েছেন, তাঁদের চিকিৎসা চলছে। ৩ জনের অবস্থা গুরুতর, তাঁদের লখনউতে রেফার করা হয়েছে। আরও কয়েকজন আটকে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। উদ্ধার অভিযান চলছে।রেলওয়ে বোর্ডের সদস্য সত্যেন্দ্র প্রতাপ সিং বলেছেন, 'রেলের অমৃত ভারত যোজনার অধীনে তিনটি স্টেশন নির্বাচন করা হয়েছিল, যার মধ্যে কনৌজকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এখানে একটি নির্মীয়মান লিন্টন ভেঙে পড়েছে। প্রশাসন অবিলম্বে ব্যবস্থা নিয়েছে, স্থানীয় জনগণও উদ্ধার কাজে সহায়তা করেছে। তদন্ত করা হবে।'

কংগ্রেস নিজস্ব অস্তিত্ব হারাচ্ছে : প্রহ্লাদ যোশী

হুব্বালি, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা প্রহ্লাদ যোশী। তাঁর মতে, কংগ্রেস নিজস্ব অস্তিত্ব হারাচ্ছে। ইন্ডি জোটের অস্বিস্ত প্রসঙ্গে শনিবার প্রহ্লাদ যোশীকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন। কর্ণাটকের হুব্বালিতে সাংবাদিকদের সেই প্রশ্নের উত্তরে প্রহ্লাদ যোশী বলেছেন, 'আমি বলতে পারি, কংগ্রেস এখন (ইন্ডি জোটের) বাইরে। ইন্ডি জোট, যার সম্পর্কে রাহুল গান্ধীর খুব উচ্চ মতামত ছিল। এতে কংগ্রেসের কোনও স্থান নেই... এতেকংগ্রেসের কোনও ভূমিকা নেই... সামগ্রিকভাবে আমার মনে হয় কংগ্রেস নিজস্ব অস্তিত্ব হারাচ্ছে। কংগ্রেসের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত।'

দিল্লির জনগণ এখন "আপ-দা" থেকে মুক্তি চায় : অনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): আম আদমি পার্টির তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। শনিবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, দিল্লির জনগণ এখন "আপ-দা" থেকে মুক্তি চায়। আম আদমি পার্টির সমালোচনা করে অনুরাগ ঠাকুর আরও বলেছেন, 'যদি তাঁদের (এএপি) নীতি এতই ভাল ছিল, তবে কেন ফিরিয়ে নিল?।' অনুরাগ সিং ঠাকুর আরও বলেছেন, 'এখন দিল্লির ভাঙা রাস্তা, ঘরে নোংরা জল, বিদ্যুতের বিল, আবর্জনার পাহাড় এবং দূষণ নিয়ে কোনও উত্তর এএপি-র কাছে নেই।'

সুকমায় অস্ত্র ছেড়ে মূলস্রোতে ৯ মাওবাদী, পুরস্কৃতও করা হল

সুকমা, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): ছত্তিশগড়ের সুকমায় অস্ত্র ছেড়ে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিল ৯ কুখ্যাত মাওবাদী। এই ৯ জন মাওবাদীর মধ্যে দুই মহিলা মাওবাদীও রয়েছে। ছত্তিশগড় পুলিশের শীর্ষ অধিকারিকদের উপস্থিতিতে অস্ত্র ছেড়ে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই ৯ জন মাওবাদী।
দুই মহিলা-সহ ৯ জন মাওবাদী পুলিশ সুপার কিরণ চাভনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আত্মসমর্পণ করা দুই মাওবাদীর মাথার দাম ছিল ৮ লক্ষ টাকা এবং ৪ নকশালের মাথার দাম ছিল ৫ লক্ষ টাকা। আত্মসমর্পণের পর মাওবাদীদের হাতে ৪৩ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি তাঁদের খাবারও খাওয়ানো হয়।

জোরকদমে চলছে ঋষিকেশ-কর্ণপ্রয়াগ রেল প্রকল্পের কাজ, খতিয়ে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি

চামোলি, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি শনিবার চামোলিতে ঋষিকেশ-কর্ণপ্রয়াগ রেল প্রকল্প সম্পর্কিত কাজ পরিদর্শন করেছেন। কতটা কাজ এগিয়েছে, কেমন কাজ চলছে তা খতিয়ে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। ঋষিকেশ-কর্ণপ্রয়াগ রেল প্রকল্পের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেছেন, 'উত্তরাখণ্ডের জনগণের পক্ষ থেকে আমি এই প্রকল্পটি অনুমোদন করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। আমরা আশা করি, ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ প্রথম পর্যায় শুরু হবে। এটি এই অঞ্চলে অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।'

বিহারে ২১৬ লিটার নেপালি দেশি মদ উদ্ধার, গ্রেফতার দুই পাচারকারী

আরারিয়া, ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : বিহারের আরারিয়ায় ২১৬ লিটার নেপালি মদ এবং ৩ টি চুরি যাওয়া বাইকের সঙ্গে দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকায় টহলদারি চালিয়ে সেখানে অভিযান চালানো হয়। শনিবার পুলিশকে দেখে পালানোর চেষ্টা করে তারা। গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় দুই জনকে ধরে ফেলে পুলিশ। এক পাচারকারী পালিয়ে নেপালের এলাকায় ঢুকে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ২১৬ লিটার নেপালি দেশি মদ এবং ৩টি চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করেছে। দুই মদ পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ছত্তিশগড়ে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ

কোরবা, ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার করা হল এক চালককে। জানা যাচ্ছে, রায়পুরে দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীকে অপহরণ করে ধর্ষণ করা হয়েছে। শনিবার পুলিশ অভিযুক্ত চালক ঘনশ্যাম কেভাতকে রায়পুর থেকে গ্রেফতার করেছে এবং নাবালিকাকেও উদ্ধার করেছে।
এক পুলিশ আধিকারিক জানান, অভিযুক্ত চালক স্কুলে বিভিন্ন কাজে আসতো। সেখানেই নির্যাতিতার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। এরপর তিনি নির্যাতিতাকে প্ররোচিত করে রায়পুরে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

Short Notice Inviting Quotation (SNIQ)
An SNIQ has been invited by the Medical Superintendent, AGMC & GBP Hospital, Agartala, from reputed manufacturing firms/authorized distributors/suppliers/dealers/retailers for **Supply of Reagent/consumables items** of the AGMC & GBP Hospital, Agartala.
The last date of submission of quotations is up to 05.00 Pm on 21/01/2025.The specifics of the SNIQ may be seen at the AGMC website **www.agmc.gov.in** and can also be collected in person from the office of the Medical Superintendent, AGMC& GBP Hospital, Agartala **(S&P Section)** on any working days from **10/01/2025** to **20/01/2025** between 11.00 am and 4:00 pm.
Medical Superintendent & HOD
AGMC & GBP Hospital, Agartala
ICA/C-3232/25

Short Notice Inviting Tender
Short Notice Inviting Tender in plain paper is hereby invited for "Procurement of Digital Hot Air Oven for use in the AGMC & GBPH, Agartala". Subject to certain terms & conditions vide file No.F.3(24)- AGMC & GBPH/S&P/General Articles/ 21-22(Sub-I)
Last date of submission of offer to the Medical Superintendent & Head of Department, Agartala Government Medical College & G.B.P. Hospital, Agartala on or **before 4:00 pm of 18/01/2025 by Speed post/courier/registered post only.**
The Terms & conditions for the same may be collected free of cost from **www.agmc.nic.in**, A.G.M.C. Agartala prior to the last date of submission of the NIT.
Medical Superintendent & Head of Department
A.G.M.C. & G.B.P. Hospital, Agartala.
ICA-C/3233/25

Notice Inviting e-Tender
Tripura Tourism Development Corporation Ltd.
(A Government of Tripura undertaking)
Head Office:- Swetmahal, Palace Compound, Agartala-799001, Tripura (W)
Website: www.tripuratourism.gov.in Email: tripuratourism09@rediffmail.com
The Managing Director, (TTDCL) invites online item rate e-tender for Operation and Maintenance of 10(ten) nos. Loghuts on Manage Operate Maintain and Transfer (MOMT) Mode at Chabimura under Amarpur Sub Division of Gomati District of Tripura vide Tender ID No:- 2025_TTDC_56745_1 , dated 09-01-2025 and DNIT No- 120/MD/TTDCL/LH-CMURA/2024-25/ dated 03-01-2025.
For more details, kindly visit https://tripuratenders.gov.in or contact to this office through e-mail: tripuratourism09@rediffmail.com
ICA-C-3237/25
Sd/-
Managing Director

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

ত্রিশের পরে নারীদের যেভাবে সময় কাটানো প্রয়োজন

জীবনের এই পর্যায়ে এসে নিজের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কথায় বলে 'তিরিশে ফিনিশ'। তবে বর্তমান সময়ে সে কথা একেবারেই খাটে না। তরুণ বয়স থেকেই আয় উপার্যনের চিন্তা করে এখন নারীরা। জীবন গড়ার মাঝে সময় গড়িয়ে বয়স চলে আসে ত্রিশের কোঠায়। আর তাই এখন সময় নিজেকে একটু সময় দেওয়ার। ব্যস্ত জীবন তা চাকরি বা ঘরের কাজ যেটাই হোক- সময় বের করে নিজের খেয়াল দেওয়া উচিত। ত্রিশের পরে নারীদের জীবনে যে সকল বিষয়ের প্রতি মনযোগ দেওয়া উচিত তা তুলে ধরা হল জীবনযাপক-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে। বেড়াতে যাওয়া: সফলতার জন্য হয়ত দিন রাত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, বাড়ছে কাজের চাপ। এই চাপ থেকে মুক্তি পেতে কিছুটা সময় নিয়ে বেড়িয়ে আসা প্রয়োজন। এতে কাজে নতুন উদ্দীপনা পাওয়া যায় ও একঘেয়ে ভাব দূর হয়। এছাড়াও, সুন্দর জায়গায় তোলা ছবিগুলো পরে মন ভালো রাখতে সহায়তা করে।

উচ্চ শিক্ষার প্রচেষ্টা: পেশাগত দিক দিয়ে দক্ষ হতে বর্তমান প্রযুক্তি ও সাম্প্রতিক বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাই সেমিনার, পেশাদার কোর্স, কার্যনির্বাহী শিক্ষা ডিগ্রি ও অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করা ভালো। এতে সফলতার পথ সুগম হবে।

শখ ও আবেগ: এটা স্বীকার করতে সবাই বাধ্য যে, পেশা জীবন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে শখকে বিসর্জন দিতে হয়। তাই কাজের ফাঁকে সময় বের করে পছন্দের কাজ করা উচিত। যা একঘেয়ে ভাব দূর করবে। ত্বকের সঠিক পরিচর্যা: প্রসাধনী ও সঠিক রূপচর্চার সামগ্রী কখনও ত্বকের ক্ষতি করে না। বয়স ত্রিশের পরে নিয়মিত ত্বক পরিচর্যা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বক আক্রান্ত হতে থাকে, বিবর্ণতা, ত্বকের মৃত কোষ দেখা দেয়। এতে ত্বকের উজ্জ্বলতা হারাতে থাকে। ত্বকের সার্বিক পরিচর্যা আর্দতা ধরে রাখে ও ত্বকের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করে।

সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবত করা: ব্যস্ত জীবনে অবসর বের করে বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর কথা অনেকেই প্রায় ভুলতে বসেন। এতে জীবন আরও একঘেয়ে হয়ে ওঠে। তাই সময় বের করে সন্ধ্যায় পরিবার পরিজন ও বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান বা রাতে বাইরে খাবারের আয়োজন করুন। এতে সময় ভালো কাটবে, জীবনে ভালো স্মৃতি যোগ হবে। মনে রাখবেন যে সময় চলে যাচ্ছে তা আর ফিরে আসবে না। তাই সময়কে আনন্দঘন ও স্মৃতিবহুল করে তুলুন। ব্ল্যাক হোল সন্ধানী তিন পদার্থবিদের নোবেল জয় এই মহাবিশ্বের অন্যতম বিস্ময় ঘেরা প্রপঞ্চ ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে গবেষণার স্বীকৃতিতে চলতি বছর পদার্থবিদ্যায় নোবেল পেয়েছেন তিন গবেষক।

আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তরঙ্গের গবেষণায় ৩ বিজ্ঞানীর নোবেল

এমনকি আইনস্টাইনেরও সন্দেহ ছিল রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস মঙ্গলবার এই পুরস্কারের জন্য যুক্তরাজ্যের স্যার রজার পেনরোজ এবং জার্মানির রাইনার্ড গেনসেল ও যুক্তরাষ্ট্রের আন্দ্রেয়া গেজের নাম ঘোষণা করে। ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর হল মহাকাশের এমন এলাকা যেখানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এতটাই প্রচণ্ড যে সেখান থেকে কোনো কণা, এমনকি আলোর মত বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গও বেরিয়ে আসতে পারে না। বিরাট আকৃতির কোনো নক্ষত্র যখন তার আয়ুষ্কাল শেষে চুপসে যায়, এর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রচণ্ড মাত্রা পায়, বিপুল পরিমাণ ভর সন্নিবেশিত হয় তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র আয়তনের ভেতরে, তখনই তা পরিণত হয় কৃষ্ণগহ্বরে। আলো বেরিয়ে আসতে পারে না বলে ব্ল্যাক হোল দেখাও যায় না। চারপাশে যে জায়গা পর্যন্ত ওই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কার্যকর থাকে, তাকে বলা হয় ইভেন্ট হরাইজন। এর বাইরের কোনো পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হতে পারে, ইভেন্ট হরাইজনে গিয়ে সময় বুঝি স্থির হয়ে আছে। স্যার রজার পেনরোজস্যার রজার পেনরোজজার্মান পদার্থবিদ আলবার্ট আইনস্টাইন ১৯১৫ সালে তার সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের ধারণা দেন, যা স্থান-কালকে বাঁকিয়ে দেয়। তার ওই তত্ত্বেই ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্বের ধারণা আরো জোর পায়, যদিও আইনস্টাইন নিজেও এক সময় ওই তত্ত্ব 'ভুল' বলে ভাবতে শুরু করেন। তার মনে হয়েছিল, বাস্তবে ব্ল্যাক হোলের মত কিছু থাকা সম্ভব না। আইনস্টাইনের মৃত্যুর ১০ বছর পর ১৯৬৫ সালে তার সেই সংশয় দূর করেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গাণিতিক পদার্থবিদ রজার পেনরোজ।

গাণিতিকভাবে তিনি দেখিয়ে দেন ব্ল্যাক হোল সত্যিই থাকা সম্ভব। আর কীভাবে তা তৈরি হয়, তাও তিনি গাণিতিক সমাধানে দেখিয়ে দেন আইনস্টাইনের সেই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের পথ ধরেই।

আইনস্টাইনের তত্ত্বের পর পেনরোজের ওই গাণিতিক সমাধানকেই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কাজ বলে বিবেচনা করা হয়। রাইনার্ড গেনসেলরাইনার্ড গেনসেলআন্দ্রেয়া গেজআন্দ্রেয়া গেজজার্মানির ম্যাক্স প্লাংক ইনস্টিটিউট ফর এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল ফিজিক্সের গবেষক রাইনার্ড গেনসেল এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার আন্দ্রেয়া গেজ ১৯৯০ এর দশকে আলাদা দুই দল জ্যোতির্বিদকে নিয়ে নজর রাখছিলেন আমাদের ছায়াপথের ঠিক মাঝামাঝি এলাকার একটি অংশে, যাকে বলা হয় 'স্যাগিটেরিয়াস ।

ত্বকের ধরন অনুযায়ী ব্লাশ নির্বাচন

ব্লাশ যদি ত্বক উপযোগী না হয় তাহলে তা চেহারার সৌন্দর্য নষ্ট করে। ব্লাশ মেইকআপের এমন একটা অংশ যা চেহারার মলিনভাব দূর করে ও তাৎক্ষনিকভাবে তারুণ্য ফুটিয়ে তোলে। তাই ত্বকের ধরন বুঝে ব্লাশ ব্যবহার করা প্রয়োজন।

সাজসজ্জা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে ত্বকের ধরন অনুযায়ী ব্লাশ নির্বাচন করার উপায় সম্পর্কে জানানো হল। ফ্যাকাশে ত্বক: যাদের ত্বক ফ্যাকাশে সাদা তাদের জন্য পিচ ধর্মী ব্লাশ উপযোগী। কোমল আভা তৈরি করতে পাউডার-জাতীয় ব্লাশ ব্যবহার করা উচিত। হাইলাইটার ব্যবহার করতে না চাইলে শিমারযুক্ত ব্লাশ ব্যবহার করা ভালো। ফর্সা থেকে মাঝারি ত্বক (গোলাপিভাব): এই ধরনের ত্বকে হালকা গোলাপি রংয়ের ব্লাশ ভালো মানায়। এতে ত্বকের গোলাপিভাব আরও ফুটে ওঠে। ত্বকে ব্রোঞ্জার ব্যবহার করলে বা মাঝারি বর্ণের হলে অপেক্ষাকৃত গাঢ় গোলাপি ব্লাশ ব্যবহার করুন। ফর্সা থেকে মাঝারি ত্বক (জলপাইভাব): জলপাইভাব বর্ণে অ্যাপ্রিকট রংয়ের ব্লাশ বেশ চমৎকার লাগে। এটা মুহূর্তেই ত্বকে উজ্জ্বলভাব বাড়ায় ও ত্বকের রং আরও ফুটিয়ে তোলে। প্রাকৃতিক বর্ণ (গোলাপি ও জলপাইভাব): এই ধরনের ত্বকে প্রায় যেকোনো রংয়ের ব্লাশ দেখতেই ভালো লাগে। কারণ এতে গোলাপি ও জলপাইভাব দুটাই রয়েছে। উজ্জ্বল রং যেমন গোলাপি ও অ্যাপ্রিকট রংয়ের ব্লাশ এই ধরনের ত্বকে দেখতে ভালো লাগে। মাঝারি বর্ণ: বাদামি ধর্মী লালচে রংয়ের ব্লাশ এই ধরনের ত্বকে ভালো মানায়। কোরাল বর্ণের ব্লাশ এই ধরনের ত্বকের জন্য মানানসই। গাঢ় বর্ণ: লাল ও পাম বর্ণের ব্লাশ এই ধরনের ত্বকে দেখতে ভালো লাগে। গায়ের রং গাঢ় হওয়ায় ত্বকে গাঢ় রংয়ের ব্লাশ ব্যবহার দেখতে বেশি প্রাকৃতিক লাগে। বেরি ও ফিউশা বর্ণের ব্লাশ এই ধরনের ত্বকে মানায় ভালো।চোখের কালিমা ও বলিরেখা দূর করার ঘরোয়া উপায়

বলিরেখা দেখা দেওয়ার কারণ

বয়স ত্রিশের মাঝামাঝি বা এরপর থেকে চোখের নিচের বলিরেখা দৃশ্যমান হওয়া শুরু করে। বাইরে খুব বেশি সময় কাটানো হলে ত্রিশের আগেই তা ত্বকে ফুটে ওঠে। এই সমস্যা দূর করতে প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করা নিরাপদ।

অতিবেগুনি রশ্মি: সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে চোখকে বাঁচানোর জন্য কোনো সুরক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া না হলে এই অংশের কোলাজেন হ্রাস পেতে থাকে। এরফলে বলিরেখা ও বয়সের ছাপ দৃশ্যমান হয়। পরিবেশগত দূষণ বলিরেখা দেখা দেওয়ার অন্যতম কারণ। ধূমপান: ত্বকে অতিরিক্ত জারণের ফলে কোলাজেন ভেঙে যায় ও স্থিতিস্থাপকতা হারায়। তাই বলিরেখা দেখা দেয়। ধূমপান রক্তনালীকে সংকুচিত করে ফেলে ও রক্ত সঞ্চালনে বাধা দেয়। ফলে বলিরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উচ্চ শর্করা গ্রহণ: উচ্চ শর্করা ধরনের নিম্ন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া ত্বকে দ্রুত বলিরেখা ও বয়সের ছাপ ফেলে। তাই খাবার গ্রহণে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। বলিরেখা কমাতে

অ্যালো ভেরা: অ্যালো ভেরা প্রাকৃতিক আরামদায়ক উপাদান সমৃদ্ধ। ত্বকে পাঁচ মিনিট অ্যালো ভেরা মালিশ করে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। গবেষণা থেকে দেখা যায় এটা বলিরেখা কমায়, কোলাজেন বাড়ায় ও ত্বককে আর্দ্র রাখতে সহায়তা করে। কলার মাস্ক: একটা কলার চারভাগের এক অংশ মিহি পেস্ট করে নিন। এটা ত্বকে মেখে ১৫ থেকে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন ও পরে কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। কলাতে আছে প্রাকৃতিক তেল ও ভিটামিন যা ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়াত করে।

ডিমের সাদা অংশ: একটা পাত্রে ডিমের সাদা অংশ নিয়ে তা ফেটে নিন। এটা ত্বকের বলিরেখা কমাতে সহায়তা করে। ত্বকে ডিমের সাদা অংশ ব্যবহার করে শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এরপর ঠাণ্ডা পানি দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন। এটা কোলাজেন বাড়ায় ও বলিরেখা কমাতে সাহায্য করে। তবে অ্যালার্জির সমস্যা থাকলে এর ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

ভিটামিন সি: অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ, এটা ত্বকে কোলাজেন সৃষ্টিতেও সহায়তা করে। ত্বকে ভিটামিন সি সিরাম ব্যবহার বলিরেখা কমায়। এটা ত্বককে আর্দ রাখতে ও প্রদাহ কমাতে সহায়তা করে। হলুদ ও নারিকেল তেল: এক চিমটি হলুদ ও এক চামচ নারিকেল তেল মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। মিশ্রণটি চোখের চারপাশে মেখে ১৫ থেকে ২০ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন। চাইলে ত্বকে কয়েক ফোঁটা কাঠ বাদামের তেল যোগ করতে পারেন। টক দই: আধা টেবিল-চামচ দইয়ের সঙ্গে গোলাপ জল ও মধু মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে মুখ ও চোখের চারপাশে মেখে ১৫ থেকে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর কুসুম গরম পানি দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন।

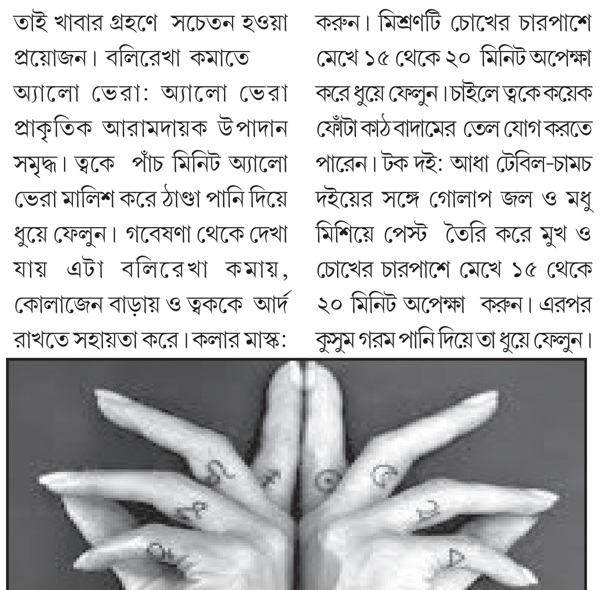

বইমেলা মুক্তমঞ্চে ঘরানা পাবলিকেশনের বই প্রকাশ

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি শুক্রবার ।। ত্রিপুরার ঐতিহ্যমণ্ডিত সাহিত্য সংস্কৃতির এক অনন্য মিলনমেলা হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণের এই বছরের ৪৩তম আগরতলা বইমেলা ২০২৫ এর মুক্ত-মঞ্চে "ঘরানা পাবলিকেশন" এর সাতটি বই বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান হয়ে গেলো গত ১০ জানুয়ারি। এই বই প্রকাশ অনুষ্ঠানের অতিথি তালিকাতে ছিলেন, আই সি ডিপার্টমেন্টের বিম্বিসার ভট্টাচার্য , স্টেট কালচারাল কমিটির চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী মহোদয়, রাজ্যের বিশিষ্ট সাহিত্যিক অধ্যাপক রামেশ্বর ভট্টাচার্য মহোদয়, বিশিষ্ট গবেষক ও প্রাবন্ধিক ড.আশিস কুমার বৈদ্য মহোদয়, রাজ্যের বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও সাহিত্যিক নকুল দাস মহোদয় ও রাজ্যের অন্যতম মহিলা শিক্ষাবিদ তথা বিশিষ্ট সাহিত্যিক ড. বিথীকা চৌধুরী এবং কবি ও সাহিত্যিক মাননীয়া কামনা দেব। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেছেন, রাজ্যের কথাশিল্পী নন্দিতা ভট্টাচার্য। বইপ্রকাশের শুভক্ষণে বইয়ের কবি লেখক-লেখিকা সহ সাহিত্যপ্রেমীদের উপস্থিতি ছিল। স্বাগত ভাষণে শুভেচ্ছা জানান উপস্থিত সকল সাহিত্যপ্রেমীদের "ঘরানা পাবলিকেশন" এর কর্ণধার কামনা দেব মহোদয়া। আজকের প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বইগুলোর মধ্যে ছিল, জীবনীমূলক গ্রন্থ "ভারত কেশরী ড.শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়", প্রতিবাদী আবৃত্তিযোগ্য কবিতা সমগ্র কামনা দেবের কাব্যগ্রন্থ "প্রাণহীণ সমাজের ইতিকথা" ও 'বিষাদময় যখন রবিঠাকুর', ছিল প্রবন্ধ মূলক যৌথগ্রন্থ 'ত্রিপুরার ক্যানভাসে', যৌথ গল্পগ্রন্থ 'হৃদিকথার গল্প কবিতা' ও অন্য দুটি বইয়ের পুনঃসংস্করণ। উপস্থিত সম্মানীয় অতিথি বৃন্দদের হাত ধরেই বইগুলি উন্মোচিত হয় এ বইমেলা মুক্তমঞ্চে। সম্মানীয় অতিথিবৃন্দগণ একে একে উনাদের আলোচনায় বইগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মূল্যবান আলোচনা রাখেন এবং ছাত্র যুবক সমাজ পাঠকদের কাছে বইগুলির গুরুত্ব আলোচনা করেন এবং বইগুলি পড়ার জন্য বিশেষ আহ্বান রাখেন। মঞ্চে ঘরানা পাবলিকেশনের পক্ষ থেকে অতিথি সহ সকল কবি লেখকদের হাতে সম্মাননা সনদ তুলে দিয়ে অনুষ্ঠানের সভাপতি কামনা দেব অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শীতে খেজুরের গুড় খাওয়া ভালো

খেজুরে গুড় বা পাটালি গুড় কেবল খেতেই মজার নয় বরং স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো। পুষ্টিবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে শীতকালে খেজুরের গুড় খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হল। ঠাণ্ডা কাশির সমস্যা দূর করে: খেজুরের গুড় শুষ্ক কাশি ও ঠাণ্ডা দূর করতে সহায়তা করে, মিউকাস পরিষ্কার করে। এটা হাঁপানির মতো শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভোগা লোকদের জন্য ভালো ঘরোয়া প্রতিকার। পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ: খেজুরের গুড়ে থাকা পুষ্টি উপাদান শরীরের কার্যক্রিয়া সঠিকভাবে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। যা শীতকালের জন্য বিশেষ উপকারী। এতে থাকা খনিজ উপাদান লৌহ ও ম্যাগনেসিয়াম রক্ত উৎপাদনে ও স্নায়ুক্রিয়া সক্রিয় রাখতে ভূমিকা রাখে।

ওজন কমায়: খেজুরের গুড় উচ্চ পটাশিয়াম সমৃদ্ধ যা শরীর থেকে পানিভাব কমিয়ে ওজন কমাতে সাহায্য করে। শক্তিবর্ধক: শীতকালে ক্লান্তি দেখা দিলে বা শরীর দুর্বল লাগলে গুড় খাওয়া উপকারী। এর কার্বোহাইড্রেইট যৌগ যা সাধারণ চিনির তুলনায় খাবার দ্রুত হজম হতে সহায়তা করে। নিয়মিত এক টুকরা গুড় খাওয়া শক্তি বাড়ায়। এটা দেহে এন্ডোরফিন্স নিঃসরণ করে যা শরীর ভালো রাখে ও পেটের ব্যথা কমায়। হজম শক্তি বাড়ায়: শীতকালীন অসুস্থতা ও মসলাদার খাবারের কারণে নানা রকমের পেটের সমস্যা দেখা দেয়।

খেজুরের গুড় হজমে সাহায্য করে ও পেটের ব্যথা কমায়।

এটা হজম রস সক্রিয় করে এবং পেট পরিষ্কার রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সংযোগস্থলের ব্যথা কমায়: খেজুরের গুড় হাড় দৃঢ় করতে সহায়তা করে ও হাড়ের সংযোগস্থলের ব্যথা কমায়। এটা ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ তাই হাড় শক্ত ও সুস্থ রাখতে সহায়তা করে।

হিম বাতাস থেকে ত্বক রক্ষার পন্থা

কালেভদ্রে মুখে শীতল হাওয়ার পরশ ভালো লাগলেও ত্বকের জন্য তা মোটেই ভালো নয়।

বিশেষ করে যারা দুই চাকার বাহন চালান তাদের জন্য এই বাতাস অত্যন্ত ক্ষতিকর। ঠাণ্ডা লাগার প্রবল সম্ভাবনা তো আছেই। সঙ্গে আছে ত্বকের ক্ষতি। ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস হিউস্টন'য়ের ম্যাকগোভেন মেডিকাল স্কুল এবং বেইলর কলেজ অফ মেডিসিন'য়ের অধ্যাপক এবং স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ত্বক বিশেষজ্ঞ রজনি কান্তা স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, "প্রবহমান হিম শীতল বাতাসে সাইকেল কিংবা মোটরসাইকেল চালানো, পাহাড়ে চড়া, দৌঁড়ানো, হাঁটাহাঁটি ইত্যাদির সময় দেখা দিতে 'উইন্ড বার্ন।"

কী এই উইন্ড বার্ন?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের ত্বক বিশেষজ্ঞ মেলিসা পিলিয়াঙ্গ বলেন, "ত্বকের বাহ্যিক অংশে বাতাসের কারণে হওয়া ক্ষতিকে আমরা 'উইন্ড বার্ন' বলি। ত্বকের বাইরের অংশটি আসলে পুরো ত্বকের সুরক্ষা আস্তর হিসেবে কাজ করে। হিম শীতল বাতাসের সংস্পর্শে আসলে এই আস্তরে থাকা 'ফ্যাটি লিপিড' ক্ষয়ে যায়, ফলে ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।"

ডা. কান্তা বলেন, "এই অবস্থায় ত্বকে লালচেভাব, স্পর্শকাতরতা, চামড়া ওঠা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। নাক ও গালের ত্বক সবচাইতে বেশি ক্ষতির শিকার হয় এই পরিস্থিতিতে।" রোদে পোড়ার সঙ্গে এর তফাৎটা অনুভবে। রোদে পোড়া হয় গরম, ফোলাভাব অনুভূত হয়। অন্যদিকে হিম বাতাসে ত্বকে সুঁচ ফোটানো বা টানটান ভাব অনুভূত হয়। সুবিধার দিক হল হিম বাতাসের এই ক্ষতি নিজ থেকেই সেরে যায় কয়েক দিনের মধ্যেই। তবে কোষ পর্যায়ে হওয়া ক্ষতিটা থেকে যেতে পারে স্থায়ীভাবে। ক্ষতি এড়ানোর উপায় নিউ ইয়র্ক'য়ের মাউন্ট সিনাই হাসপাতালের 'ডার্মাটোলজি' বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জশুয়া জেইকনার বলেন, "শীতকালে ত্বকে যথাসম্ভব মৃদুমাত্রার সাবান বা অন্যান্য প্রসাধনী ব্যবহার করা উচিত। 'এক্সফোলিয়েশন' কমিয়ে আনতে হবে অনেকটা, বন্ধ রাখতে পারলে ভালো, কারণ এতে ত্বক আরও বেশি সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। এমন 'ময়েশ্চরাইজার' ব্যবহার করতে হবে যাতে আছে 'সেরামাইডস'। এটি ত্বকের কোষ পর্যায়ে সৃষ্টি হওয়া ফাটলগুলো পূরণ করে বাইরের সুরক্ষা আস্তরকে শক্তিশালী করবে।" তিনি আরও বলেন, "ভালোমানের 'পেট্রোলিয়াম' ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার করতে হবে ঠোঁটের জন্য। ত্বকের এই অংশের জৈবিক সুরক্ষা সবচাইতে কম। ফলে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। এই প্রসাধনী সবসময়ই হাতের কাছে থাকা উচিত।" "শীতের 'সান প্রটেকশন' জরুরি। 'মিনারেল সানস্ক্রিন' ব্যবহার করতে পারেন। এতে থাকবে 'জিঙ্ক অক্সাইড' কিংবা 'টাইটেনিয়াম ডাই-অক্সাইড' যা ত্বকের জন্য অন্যান্য রাসায়নিক উপাদানের তুলনায় কোমল", বলেন জেইকনার। ত্বকের ক্ষয় সারানোর উপায় ডা. জেইকনার বলেন, "ভালোমানের একটি 'ময়েশ্চারাইজার' হবে আপনার পরম বন্ধু। ঘন ক্রিম বা মলম ত্বকের ক্ষয়পূরণ করবে। নারিকেল তেল কিংবা 'করোডিয়াল ওটমিল' সমৃদ্ধ প্রসাধনী ত্বকের অস্বস্তি দূর করতে বেশ উপকারী হবে। তবে যেকোনো নতুন প্রসাধনী ব্যবহারের আগে তা সামান্য ব্যবহার করে পরীক্ষা করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।" "গরম জলে গোসল আরামের হলেও তা অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করে ফেলতে হবে। গরম পানিতে লম্বা গোসল ত্বকের আর্দতা দূর করে।" বলেন ডা. কান্তা। গা মুছেই শরীরের ময়েশ্চারাইজার মেখে নিতে হবে। হালকা ভেজা ত্বকের ময়েশ্চারাইজার মাখলে ত্বকের আর্দতা আটকে থাকে। ডা কান্তা আরও বলেন, "নিয়মিত কোন প্রসাধনী ব্যবহার করছেন সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। 'অ্যান্টি-এইজিং ক্রিম' যাতে আছে 'রেটিনয়েড' কিংবা ব্রণের চিকিৎসার প্রসাধনী যাতে আছে 'বেনজয়েল পেরোক্সাইড' কিংবা 'স্যালিসাইলিক অ্যাসিড', এগুলো সবই ত্বকে অস্বস্তি বাড়াবে শীতকালে।"

মনুষ্যত্ব আজ কোথায় দাঁড়িয়ে

রতন দাস

আমি দেখে ছিলাম দাঁড়িয়ে
চলছিলাম, যখন রাস্তায়,
শুয়ে আছে এক দুঃখী অনাথী,
নিজে কেঢে কেরে খেছে,
একটি ছেঁড়া বস্তায় ।
সে কত অসহায়,
সে কত দুর্বল !
অথচ যে খানে
থাকার কথা ছিল,
একটা ভালো কাঁথা,
কিংবা কম্বল ।
এই শীতে নিজেকে
বাঁচাবার জন্যেও
নেইসামর্থ্য,
কি ভাবে হবে ?
কেউ কি করে কোনো সহায়তা,
না কি তার কাছে আছে,
সেইপরিমাণঅর্থ ।
সেকিগৃহহীন ?
নাকি কেউ ঘর
থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে ?
কেউ কি করেছে সেই প্রশ্ন,
যেটা শুনেই,তাব শরীর হয়ে
যাবে উষ্ণ ।
কেউ করেনি,জানা আছে,
কারণ, সবাই নিজেকে
নিয়েই ব্যস্ত,
দুনিয়ার কোথায়
কি হয়ে গেল,
সেই খবর রাখাব দরকার কি !
প্রচেষ্টা শুধু,কিভাবে নিজেকে
করা যাবে শ্রেষ্ঠ ।
মানুষ যে আজ আর,
মানুষনেই,
তবে সেটা কি,
এই কথা বলবো না,
যা কিছু হয়ে যাক, আমিও
তো তাদেরই দলে,
তাই আমিও, এই মুখ আর
খুলবো না ।
জানি,তুমিবুঝে গেছো,
আমার মনের সেই ভাষা,
হও তুমি কোনো ডক্টর
-বিজ্ঞানী,
কিংবা সবুজ মাঠের,
কোদাল হাতের চাষা ।

উমরাংসো কয়লা খাদান বিপর্যয় : ষষ্ঠ দিন উদ্ধার স্থানীয় বাসিন্দা দ্বিতীয় শ্রমিকের মৃতদেহ

উমরাংসো (অসম), ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ের অন্তর্গত উমরাংসোর তিন কিলো কালামাটির প্লাবিত '১৯ নম্বর আসাম কয়লা কোয়ারি' থেকে আজ শনিবার সকালে দ্বিতীয় শ্রমিক, স্থানীয় (উমরাংসো) বাসিন্দা বছর ২৭-এর লিগেন মগরের মৃতদেহ উদ্ধার করেছেন ভারতীয় সেনা এবং এনডিআরএফ-এর অভিযানকারীরা।

খাদান বিপর্যয়ের ষষ্ঠ দিন আজ (শনিবার) সকাল প্রায় ৭.৩৬ মিনিট নাগাদ ভারতীয় সেনা এবং এনডিআরএফ-এর ১ নম্বর ব্যাটালিয়নের ডুবুরি লিগেন মগরের মৃতদেহ উদ্ধার করেছেন। নিহত শ্রমিককে ২৭ নম্বর উমরাংসোর কালাপানি বস্তির বাসিন্দা ২৭ বছর বয়সি লিগেন মগর বলে শনাক্ত করা হয়েছে। লিগেনের মৃতদেহটি পরবর্তী আইনি ব্যবস্থার জন্য উমরাংসো থানার পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেছেন অভিযানকারীরা।

এনডিআরএফ-এর টিম কামান্ডার ইন্সপেক্টর রোশন কুমার সিং জানান, আজ সকালে প্লাবিত খাদানের গহ্বরে প্রবেশ করে জলে ভাসমান একটি মানবদেহ দেখে তাকে উদ্ধার করে উপরে নিয়ে আসেন ডুবুরিরা। পারে নিয়ে আসার পর তাঁকে লিগেন মগর বলে শনাক্ত করা হয়।

প্রসঙ্গত, দুর্ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা খাদানে আবদ্ধ শ্রমিকদের যে তালিকা প্রকাশ করেছিলেন, তাতে মোট নয় (৯) জন শ্রমিকের নাম ছিল। এই নয়জনের মধ্যে এখন পর্যন্ত দুই শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী অভিশপ্ত খাদানে এখনও আবদ্ধ রয়েছেন বাকি সাত (৭) শ্রমিক।

এর আগে দুর্ঘটনার তৃতীয় দিন (৮ জানুয়ারি) সকাল প্রায় পৌনে নয়টা নাগাদ ১ নম্বর ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স এবং ২১ নম্বর আর্মি প্যারা ডাইভার্স-এর জওয়ানরা জলে ভরতি গভীর খাদান থেকে প্রায় ৪২ বছর বয়সি নেপালের উদয়পুর জেলার অন্তর্গত তক্ষশিলা থানাধীন রামপুর (দুমন্না-২ ভিজপুর)-এর বাসিন্দা জনৈক মান হরভজন শেরচের ছেলে রাজেন শেরচ (গঙ্গাবাহাদুর শ্রেষ্ঠা)-এর মৃতদেহ উদ্ধার করেছিলেন। ৮ জানুয়ারির পর ৯ এবং ১০ জানুয়ারির অভিযানে কোনও সাফল্য আসেনি।

প্রসঙ্গত, গতকাল সারাদিন উদ্ধার অভিযান চালানোর পর রাতে তা বন্ধ করে দেওয়া হলেও আজ ভোর থেকে ফের অভিযান শুরু হয়েছে। তবে গোটা রাত কোল ইন্ডিয়া, নৌ-সেনা এবং ওএনজিসির পাঁচটি পাম্পের সাহায্যে খাদান থেকে জল নিষ্কাশনের কাজ চলছে। এতটা পাম্পের সাহায্যে প্রতি ঘণ্টায় ১,৯৩,৬০০ লিটার জল নিষ্কশন হচ্ছে। এখন পর্যন্ত জলস্তর কমেছে ৬ মিটার, জানিয়ে এনডিআরএফ-এর ইন্সপেক্টর রোশন কুমার বলেন, দিনরাত ২৪ ঘণ্টা অপারেশন চলছে।

উল্লেখ্য, গত সোমবার (৬ ডিসেম্বর) সকাল প্রায় ৯.০০টা নাগাদ অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাও-এর অন্তর্গত অসম-মেঘালয় আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী উমরাংসো থানা থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে প্রত্যন্ত তিন কিলোর কালাপানি বস্তির জঙ্গলে প্রায় ৩০০ ফুট গভীর '১৯ নম্বর আসাম কয়লা কোয়ারি' (কয়লা খাদান)-তে আচমকা বাইরে থেকে হড়কা বানের জল হু হু করে দ্রুতগতিতে ঢুকে পড়লে বেশ কয়েকজন শ্রমিক আবদ্ধ হয়ে পড়েন। সরকারিভাবে আবদ্ধদের সংখ্যা নয় (৯) বলে জানানো হয়েছে।

৭ জানুয়ারি থেকে আবদ্ধ শ্রমিকদের উদ্ধার অভিযানে নামে ভারতীয় সেনা, আসাম রাইফেলস, এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ-এর ডুবুরিরা। উদ্ধার অভিযানে সাফল্য আসছে না দেখে নামানো হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর স্পেশাল রিলিফ টাস্ক ফোর্স ও ২১ প্যারা ডাইভার্স, বায়ুসেনা, নৌ-সেনা, কোল ইন্ডিয়া, ৩১ নম্বর আসাম রাইফেলস পাথফাইন্ডার ইউনিটকে।

গত কয়দিন প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে খাদানে আবদ্ধ সবাইকে উদ্ধার করতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সম্মিলিতভাবে অত্যাধুনিক সরঞ্জাম এবং অভিজ্ঞ ডুবুরির দল নিয়ে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর স্পেশাল রিলিফ টাস্ক ফোর্স ও প্যারা ডাইভার্স, বায়ুসেনা, নৌ-সেনা, ওএনজিসি, ৩১ নম্বর আসাম রাইফেলস পাথফাইন্ডার ইউনিট, এনডিআরএফ এবং এসডিআরফ-এর বিশেজ্ঞরা।

এদিকে খাদানের জলে আর্সেনিক, বিষাক্ত পারদ, ম্যাঙ্গানিজ, নিক্যাল, শিষা, তামা এবং লোহার মিশ্রণ পাওয়া গেছে গুয়াহাটির জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি (পিএইচই) বিভাগের পরীক্ষায়।

উল্লেখ্য, শ্রমিকদের উদ্ধার অভিযানে সব থেকে বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে কয়লা খাদানে জল জমা হওয়ার ঘটনায়। বর্তমানে খাদানে জলস্তর প্রায় ৩০০ ফুটের কাছাকাছি। একদিকে পাঁচটি পাম্প দিয়ে জল নিষ্কাশন করা হচ্ছে, অন্যদিকে পুনরায় ভূগর্ভের জল এসে ভরতি হয়ে যাচ্ছে। সাইক্লিং পদ্ধতি চলছে নিষ্কাষণ ও জমায়েত হওয়ার ঘটনা। ড্রোন ক্যামেরার সাহায্যে সার্ভে করে ধরা পড়েছে, এই কয়লা খাদানের আশপাশ এলাকায় আরও ১০টি কয়লা খনি রয়েছে।

আর ভূগর্ভ দিয়ে এ সব খনির সঙ্গে অভিশপ্ত খাদানের লিংক রয়েছে। যার দরুন জল নিষ্কাশন করার পর সঙ্গে সঙ্গে লাগোয়া খনি থেকে এই খনিতে এসে জল ভরে যাচ্ছে। তাছাড়া খানডং ড্যাম এবং কপিলি নদীর জলও ভিতর দিয়ে আসাম কয়লা খাদানে ঢুকছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

দিল্লিতে দু"টি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ; চালকের মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে দু"টি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন একটি গাড়ির চালক। দুর্ঘটনার পর সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায় ওপর একটি গাড়ির চালক। শনিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ভিকাজি কামা প্লেসের কাছে একটি উড়ালপুলের ওপর। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির সফদরজং এনক্লেভ এলাকায় দু"টি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একটি গাড়ির চালকের। অপর গাড়ির চালক পলাতক। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, গাড়ি দু"টিতে দুই চালক ছাড়া আর কেউ ছিল না।

শীতের মধ্যেই অতি ঘন কুয়াশা

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় কাঁপছে রাজধানী দিল্লি, মাত্রাতিরিক্ত ঠান্ডায় জবুথবু অবস্থা। এরইমধ্যে বিগত কয়েকদিন ধরে কুয়াশার দাপট ক্রমশই বাড়ছে। শনিবারও কুয়াশার দাপটে দিল্লিতে শূন্যে নামল দৃশ্যমানতা। এতটাই কুয়াশা ছিল যে ট্রেন চলাচল প্রভাবিত হয়েছে। দৃশ্যমানতার অভাবে ভোরের দিকে গাড়িও চলেছে অত্যন্ত মন্থর গতিতে। দৃশ্যমানতার অভাবে নতুন দিল্লি রেল স্টেশনে ট্রেন পরিষেবা প্রভাবিত হয়েছে। শুধুমাত্র দিল্লি নয়, হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় কাঁপছে উত্তর প্রদেশও। শনিবার শৈত্যপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি ছিল কানপুরে, সেখানে হালকা কুয়াশা ছিল। উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজ, বারাণসী সর্বত্রই শীতে কাঁপছে।

গ্রাম বাংলায় কনকনে ঠান্ডা, শীতের আমেজ মহানগরীতে

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): শহর থেকে শহরতলি, সর্বত্রই জমজমাট ঠান্ডা। পৌষ সংক্রান্তির আগে কনকনে শীতের আমেজ গ্রাম বাংলাতেও। পারদ-পতনে কাঁপছে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলি। শনিবার সকালে মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ১.২ ডিগ্রি কম। শনিবার সকালে কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গেই কনকনে শীতের আমেজ অনুভূত হয়েছে। কলকাতার তুলনায় শীত অনেকটাই বেশি গ্রামাঞ্চলে। তবে রবিবার থেকেই তাপমাত্রা আবার বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। পশ্চিমি ঝঞ্ঝার কারণে জাঁকিয়ে শীত পড়বে না পৌষ সংক্রান্তিতেও। শনিবার পুরুলিয়ার তাপমাত্রা অনেকটাই কম ছিল। ঠান্ডায় দার্জিলিংকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে পশ্চিমের এই জেলা। পুরুলিয়ার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬.৫ ডিগ্রি। দার্জিলিঙের (৫ ডিগ্রি) সঙ্গে ব্যবধান মাত্র দেড় ডিগ্রির। পশ্চিমের অন্য জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা অনেকটা কম।

গত ১০ বছরে মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েছে : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): গত ১০ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েছে। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার দিল্লিতে মাদক পাচার ও জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত আঞ্চলিক সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই সম্মেলনে তিনি বলেন, আমরা যদি পরিসংখ্যান দেখি, আমরা জানতে পারি এই লড়াইয়ে আমরা সাফল্যের খুব কাছাকাছি এবং সঠিক পথে এগোচ্ছি। ২০০৪ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার কেজি মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

অমিত শাহ আরও বলেন, 'আমরা ১০ বছরে ২৪ লক্ষ কেজি বাজেয়াপ্ত করেছি। এটি ৭ গুণ বৃদ্ধি। এটি একটি খুব বড় অর্জন এবং আমাদের প্রচেষ্টা জনগণ, আদালত এর কাছ থেকে একটি ভাল সাড়া পাচ্ছে।' অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'এটি একটি আনন্দের বিষয় যে ২০২৪ সালে পুলিশ এবং এনসিবি ১৬,৯১৪ কোটি টাকার মাদক আটক করতে সফল হয়েছে। স্বাধীনতার পর এটাই সবচেয়ে বড় পরিসংখ্যান।'

সমস্ত তীর্থস্থানের সঙ্গম গঙ্গাসাগর : অজয়েন্দ্রনাথ ত্রিবেদী

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): সমস্ত তীর্থস্থানের সঙ্গম হল গঙ্গাসাগর এবং সে জন্যই সমগ্র ভারত থেকে ভক্তরা এখানে আসেন পুণ্যস্নান করতে, এই ভাবনা ব্যক্ত করেছেন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ শ্রী অজয়েন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, যিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে আয়োজিত ৪৮-তম গঙ্গাসাগর মেলা সেবা শিবির সমারোহের সভাপতিত্ব করেছেন। প্রধান বক্তা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ প্রান্ত প্রচারক শ্রী প্রশান্ত ভট্ট মা গঙ্গার অবতারণের কাহিনী বর্ণনা করার সময় গঙ্গাসাগরে স্নানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রধান অতিথি ধর্মপ্রাণ সমাজসেবক শ্রী ভগীরথ কাঙ্কানি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে ৪৭-বছর ধরে সেবামূলক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বিশিষ্ট সমাজসেবক ভগীরথ চান্ডক বলেন, রাজা ভগীরথের মতো এখন দেশের অবস্থা ও দিক পরিবর্তনে ভগীরথের মতো প্রয়াসের প্রয়োজন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাষ্ট্রীয় সহ-মন্ত্রী শ্রী স্বপন মুখোপাধ্যায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে সমগ্র ভারতে চলা সেবামূলক কাজের উল্লেখ করেছেন। রাম দরবারের পূজা দিয়ে শুরু হয় সেবা শিবিরের সূচনা। অনুষ্ঠানটি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ পশ্চিম কলকাতার অধ্যক্ষ মহেন্দ্র কুমার শর্মা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মন্ত্রী ড. বিজয় হরভজনকা। এই শিবিরে পারীক সভা, খন্ডাল বিপ্র সেবা সংঘ এবং বিশুধানন্দ হাসপাতালের কর্মীদের সেবার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। এই অনুষ্ঠানকে সফল উন্নীত করতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন রাম গোপাল সুঙ্ঘা, মহাবীর বাজাজ, প্রবীণ শর্মা, অশোক আগরওয়াল, বিজয় পিপলওয়া বংশীধর শর্মা, মুলতান পারেক, চম্পালাল পারীক, সত্যনারায়ণ মরিজাওয়ালা, অরুণ মাল্লাওয়াত, বাবুলাল পারেক, সজ্জন সিংহল, উদয় সাও, অনির্বাণ দা, হরিশঙ্কর মরিজাওয়ালা, প্রমোদ পুষ্টি, অশোক দুবে প্রমুখ। মহেন্দ্র শর্মা বলেছেন, এই শিবির ১০ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত চলবে এবং ১২ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত সাগরেও চলবে, যেখানে হাজার হাজার তীর্থযাত্রীকে বিনামূল্যে থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

অসমে এইচএমপিভি, ডিব্রুগড়ে আসাম মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন ১০ মাসের শিশু

ডিব্রুগড় (অসম), ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : অসমে হানা দিয়েছে 'হিউম্যান মেটাপনিউমো ভাইরাস (এইচএমপিভি)। ডিব্রুগড়ে অবস্থিত আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (এএমসিএইচ)-এ চিকিৎসাধীন ১০ মাসের এক শিশুর শরীরে ধরা পড়েছে এইচএমপি ভাইরাস। অসমে এটাই প্রথম এইচএমপিভি আক্রান্তের ঘটনা। গেছে, আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এইচএমপিভি-আক্রান্ত শিশুর বাড়ি লখিমপুরে। অসমের লখিমপুরের এই শিশুর শরীরে কীভাবে এই ভাইরাসের সংক্রমণ হয়েছে সে ব্যাপারে শুরু হয়েছে অনুসন্ধান। এএমসিএইচ-এর সুপারিনটেনডেন্ট ডা. ধ্রুবজ্যোতি ভুইয়াঁ জানিয়েছেন, 'চারদিন আগে শিশুটিকে সাধারণ সর্দির জন্য ভরতি করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এইচএমপিভি-র জন্য পরীক্ষা করতে পাঠানো হলে পজিটিভ ধরা পড়েছে। তবে শিশুটির শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই', আশ্বস্ত করেছেন ডা. ভুইয়াঁ। তিনি জানান, ডিব্রুগড়ের আসাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রিজিওনাল ভিআরডিএল পরীক্ষাগার, আইসিএমআর-আরএমআরসি-তে রুটিন স্ক্রিনিঙে কেসটি শনাক্ত করা হয়েছে। ল্যাবটি ২০১৪ সাল থেকে ১০০টির বেশি এই ভাইরাস নথিভুক্ত করলেও ২০২৫ সালের এটা প্রথম এইচএমপিভি কেস।

এদিকে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী অশোক সিংঘল জোর দিয়ে বলেন, এইচএমপিভি কোনও নতুন ভাইরাস নয়। তিনি আশ্বস্ত করে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শ অনুসরণ করে এই সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই পরিচালনা করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রাজ্য। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, কোভিড ভাইরাসের চেয়ে এইচএমপিভি কম বিপদজনক। তাই আতংকিত না হয়ে সাবধানতা অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

জানা গেছে, আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এইচএমপিভি-আক্রান্ত শিশুর বাড়ি লখিমপুরে। অসমের লখিমপুরের এই শিশুর শরীরে কীভাবে এই ভাইরাসের সংক্রমণ হয়েছে সে ব্যাপারে শুরু হয়েছে অনুসন্ধান।

উমরাংসোর অভিশপ্ত কয়লা খাদান থেকে উদ্ধার চতুর্থ শ্রমিকের মৃতদেহ, বাকি পাঁচজনের উদ্ধারে চলছে অভিযান

উমরাংসো (অসম), ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : শুক্রবার রাত থেকে পাঁচটি পাম্পের সাহায্যে ঘণ্টায় ২,৬৬,৬৭০ লিটার জল নিষ্কশনের ফলে জলস্তর কমায় এক এক করে উমরাংসোর তিন কিলো কালামাটির প্লাবিত '১৯ নম্বর আসাম কয়লা কোয়ারি' থেকে আবদ্ধ শ্রমিকদের উদ্ধার হচ্ছে। তবে জীবিত নয়, উদ্ধার হচ্ছে তাঁদের নিথর দেহ।

আজ শনিবার ভারতীয় সেনাবাহিনীর ২১ প্যারা ডাইভার্স এবং এনডিআরএফ-এর ১ নম্বর ব্যাটালিয়নের ডুবুরিরা চতুর্থ শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করেছেন। জানিয়েছেন এনডিআরএফ-এর টিম কামান্ডার ইন্সপেক্টর রোশন কুমার সিং। তিনি জানান, বাকি পাঁচজনকে উদ্ধার করতে চলছে অভিযান। এদিকে উদ্ধারকৃত চতুর্থ মৃতদেহের পরিচয়ও এ খবর লেখা পর্যন্ত শনাক্ত করা যায়নি। উল্লেখ্য, এর আগে খাদান বিপর্যয়ের আজ (শনিবার) ষষ্ঠ দিন সকাল প্রায় ৭.৩৬ মিনিট নাগাদ ২৭ নম্বর উমরাংসোর কালাপানি বস্তির বাসিন্দা ২৭ বছর বয়সি লিগেন মগর এবং এর পর তৃতীয় শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রমিকের পরিচয়ও এখনও শনাক্ত করা যায়নি।

স্বামী বিবেকানন্দ মিলন মেলা: শুরু হলো পাঁচদিনের মিলন উৎসব

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শুক্রবার থেকে শুরু হলো 'স্বামী বিবেকানন্দ মিলন মেলা'। কালী সিংহী পার্কে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই মেলার সূচনা করেন বিশিষ্ট অতিথিরা। বিবেকানন্দ পাঠচক্র ও সংস্কার ভারতীর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলা পাঁচদিন ধরে চলবে। সাধারণ মানুষের জন্য এখানে অবাধ প্রবেশের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সংঘাধ্যক্ষ গিরিশানন্দ মহারাজ, স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাসের সম্পাদক স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ মহারাজ, বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সভাপতি কর্নেল (প্রাক্তন) সব্যসাচী বাগচী এবং বিশিষ্ট আইনজীবী অনিন্দ্য কুমার মিত্র।

স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ মহারাজ তাঁর ভাষণে বলেন, "বিবেকানন্দ মিলন মেলা মানে সকলের মধ্যে মেলবন্ধনের এক উপলক্ষ। স্বামীজির জীবন ও ভাবধারা প্রতিটি মানুষের জীবনে নতুন দিশা দেখায়।" রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-সংঘাধ্যক্ষ গিরিশানন্দ মহারাজ জানান, "স্বামীজির জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক আদর্শ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।"

আইনজীবী অনিন্দ্য কুমার মিত্র বলেন, "স্বামীজির ভাবধারা ও আদর্শকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি অনন্য মাধ্যম এই মিলন মেলা।" কর্নেল সব্যসাচী বাগচী বলেন, "স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভূমি আমাদের কর্মভূমি। তাঁর আদর্শকে সকলের সামনে তুলে ধরাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।" বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সাধারণ সম্পাদক সুদীপ দত্ত জানান, "এই মেলার মূল উদ্দেশ্য হল স্বামীজির নামে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে একত্রিত করা।" সহ-সভাপতি এবং সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের কার্যকরী সভাপতি সুভাষ ভট্টাচার্য বলেন, "১৯৭০ সাল থেকে আমরা এই জন্মজয়ন্তী পালন করে আসছি। গত ১৫ বছর ধরে একে মেলার রূপ দেওয়া হয়েছে যাতে স্বামীজীর ভাবধারা আরও বৃহৎ পরিসরে ছড়িয়ে পড়ে।"

পাঁচদিনব্যাপী এই মিলন মেলায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বক্তৃতা, এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও দর্শনকে তুলে ধরা হবে। সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে এই মেলা এক মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দাম্পত্য জীবনে অশান্তি ! গাজিয়াবাদে স্বামীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, পরে আত্মঘাতী স্ত্রীও

গাজিয়াবাদ, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): দীর্ঘদিনের বৈবাহিক সম্পর্ক। কিন্তু ঝগড়া লেগেই থাকত, অশান্তি সহ্য করতে না পেরে নিজের বাড়িতেই আত্মঘাতী হলেন স্বামী। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে একইদিনে নিজেকে শেষ করে দিলেন স্ত্রীও।

উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদের জওহর নগর এলাকার ঘটনা। বিজয় প্রতাপ চৌহান (৩২) এবং শিবানীর (২৮) দীর্ঘদিনের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তা কোনওদিনই মধুর ছিল না। অশান্তি তাঁদের জীবনের নিত্যদিনের সঙ্গী ছিল। তাঁদের এক বছরের কন্যা সন্তানও রয়েছে।

শুক্রবার বিকেলে তাঁদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়। রাগে শিবানী বাড়ি ছেড়ে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেন। এরপরই বিজয় তাঁকে ফোন করে জানান, আর কোনওদিন তাঁদের দেখা হবে না। ওই দিনই সন্ধ্যা নাগাদ বিজয়ের কাকিমা মীরা বিজয়কে ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন। ভয় পেয়ে তড়িঘড়ি তিনি শিবানীকে ফোন করে গোটা ঘটনাটি জানান। কিন্তু বিজয়ের এই চূড়ান্ত পদক্ষেপ কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি শিবানী।

উত্তর-পূর্ব দিল্লির লোনি রাউন্দাবাউদ এলাকায় একটি বৈদ্যুতিক পোলে গলায় দড়ি দিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। গাজিয়াবাদ পুলিশ এবং দিল্লি পুলিস গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দেহ দুটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তবে তাঁদের কাছ থেকে কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি।

লুধিয়ানায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু এএপি বিধায়কের, পুলিশি তদন্ত শুরু

লুধিয়ানা, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): পঞ্জাবের লুধিয়ানায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল আম আদমি পার্টি (এএপি)-র বিধায়ক গুরপ্রীত গোগীর। ডিসিপি জসকরণ সিং তেজা বলেছেন, শুক্রবার রাত ১২টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে ডিএমসি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে দেহ ময়নাতদন্ত করা হবে।

পঞ্জাবের লুধিয়ানা পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন ৫৮ বছরের গুরপ্রীত। শুক্রবার রাতে পরিবারের সদস্যেরাই সুইমিং পুলের ধারে তাঁর রক্তাক্ত দেহ দেখতে পান। তাঁকে উদ্ধার করে দয়ানন্দ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

২০২২ সালে এএপি-তে যোগ দিয়েছিলেন গুরপ্রীত। বিধানসভা নির্বাচনে লুধিয়ানা পশ্চিম থেকে তিনি দু'বারের বিধায়ক ভারতভূষণ আশুকে হারিয়ে দেন। তাঁর স্ত্রীও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। পুরসভার ভোটে তাঁকে আপ প্রার্থীও করেছিল। কিন্তু কংগ্রেসের প্রার্থীর কাছে তিনি হেরে গিয়েছিলেন। গুরপ্রীতের মৃত্যু প্রসঙ্গে পঞ্জাবের মন্ত্রী অমন আমান অরোরা বলেছেন, 'এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক সংবাদ। আমি শোকাহত পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছি।'

রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার এক বছর, বিপুল ভক্ত সমাগম অযোধ্যায়

অযোধ্যা, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): দেখতে দেখতে উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার এক বছর হয়ে গেল। এই উপলক্ষ্যে শনিবার সকাল থেকেই বিপুল সংখ্যক ভক্তদের সমাগম হয়েছে অযোধ্যায়। সকাল সকাল অনেক ভক্ত রাম মন্দিরে পূজার্চনা করেছেন। রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার এক বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সমগ্র দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার এক বছর পূর্তিতে পুণ্যার্থীদের 'রাম ভজন' করতে শোনা যায়। অপরূপ সৌন্দর্য্যে সাজিয়ে তোলা হয়েছে রাম মন্দির। শ্রী রামজন্মভূমি মন্দিরের প্রধান পুরোহিত আচার্য সত্যেন্দ্র দাস বলেছেন, প্রথম বর্ষপূর্তি সুন্দরভাবে উদযাপন করা হচ্ছে। মন্দিরের পাশাপাশি অযোধ্যা শহরকেও সাজিয়ে তোলা হয়েছে। বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থী ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছেছেন।'

মালদায় ঘুমন্ত অবস্থায় বৃদ্ধকে কুপিয়ে খুন ! তদন্তে পুলিশ

মালদা, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): এক বৃদ্ধকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের কুশলপুর গ্রামে। শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম জসিমুদ্দিন (৭৫)। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন তাঁর স্ত্রী সাহেনা বিবি (৪৫)। গোটা ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রের খবর, শুক্রবার রাতে বাড়ির বারান্দায় জসিমুদ্দিন এবং সাহেনা একসঙ্গে ঘুমাচ্ছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় কয়েকজন দুষ্কৃতী আচমকা তাঁদের উপর ধারাল অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়। তাঁদের আর্তনাদে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রক্তাক্ত অবস্থায় জসিমুদ্দিন এবং সাহেনাকে উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। কিন্তু পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁদের চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। শুক্রবার রাতে সেখানেই মৃত্যু হয় জসিমুদ্দিনের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁর স্ত্রী সাহেনা মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ এই খুনের ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

মহাকুম্ভের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত পুলিশ, আশ্বাস ডিআইজি-র

প্রয়াগরাজ, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশে ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে মহাকুম্ভ মেলা, চলবে আগামী ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। এই মহাকুম্ভের জন্য পুলিশ সম্পূর্ণ প্রস্তুত বলে জানালেন মহাকুম্ভ মেলা ডিআইজি বৈভব কৃষ্ণ। শনিবার ডিআইজি বলেছেন, 'সমস্ত সংবেদনশীল স্থানে নিয়োজিত পুলিশ কর্মীদের ব্রিফ করা হচ্ছে। আগামীকাল সকাল ৮টায় আমাদের দায়িত্ব শুরু হবে, আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত।'

ডিআইজি আরও জানিয়েছেন, 'আগামীকাল সন্ধ্যা থেকে শুরু হবে যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা। আমরা মেলা-ক্ষেত্রকে একটি নো-ভেহিক্যাল জোন ঘোষণা করেছি, মূল "স্নানের" একদিন আগে এবং একদিন পরে। মেলাক্ষেত্রে কোনও ভিআইপি প্রোটোকল নেই, কোনও ২-হুইলার বা ৪-হুইলার অনুমতি দেওয়া হবে না। বিশেষ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।'

শীতকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, মহাকুম্ভের আগেই প্রয়াগে পুণ্যস্নান ভক্তদের

প্রয়াগরাজ, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): এই মুহূর্তে ঠান্ডায় কাঁপছে উত্তর প্রদেশ, প্রয়াগরাজে জমজমাট ঠান্ডা। এই ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেই প্রয়াগরাজে সঙ্গমে ডুব দিলেন পুণ্যার্থীরা। আগামী ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে মহাকুম্ভ মেলা ২০২৫। ইতিমধ্যেই অনেক পুণ্যার্থী প্রয়াগে এসে পৌঁছেছেন।

শনিবার সকালে কনকনে ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেই সঙ্গমে ডুব দেন ভক্তরা। এক ভক্ত বলেছেন, আমাদের শীত লাগছে না, প্রয়াগরাজে ডুব দিয়ে বরং ভালোই লাগছে। শীতের থেকে আমাদের বিশ্বাস ও আস্থা বেশি।

ইন্ডি জোটকে বাঁচানোর দায়িত্ব কংগ্রেসের : সঞ্জয় রাউত

নাগপুর, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): ইন্ডি জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় বিভিন্ন দলের নেতারা। এমতাবস্থায় উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের নেতা সঞ্জয় রাউত বলেছেন, ইন্ডি জোটকে টিকিয়ে রাখা কংগ্রেসের দায়িত্ব। শনিবার নাগপুরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'ইন্ডি জোটকে বাঁচানোর দায়িত্ব কংগ্রেসের। কংগ্রেসই সবচেয়ে বড় দল। এটা সত্য যে, লোকসভা নির্বাচনের জন্য ইন্ডি জোট গঠিত হয়েছিল এবং নির্বাচনের পরে ইন্ডি জোটের একটি বৈঠকও হয়নি।'

সঞ্জয় রাউত আরও বলেছেন, 'এই বৈঠক না ডাকার জন্য কংগ্রেসও দায়ী। আমরা এখনও পর্যন্ত ইন্ডি জোটের আহ্বায়ক ঘোষণা করতে পারিনি, যদি আমাদের একটি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়, তবে আমাদের এই সমস্ত বিষয় মাথায় রাখতে হবে।'

উমরাংসোর অভিশপ্ত কয়লা খাদান থেকে উদ্ধার তৃতীয় শ্রমিকের মৃতদেহ, বাকি ছয়জনের উদ্ধারে চলছে অভিযান

উমরাংসো (অসম), ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : উমরাংসোর তিন কিলো কালামাটির প্লাবিত '১৯ নম্বর আসাম কয়লা কোয়ারি' থেকে আজ শনিবার তৃতীয় শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। বাকি ছয়জনের উদ্ধারে চলছে অভিযান। তবে উদ্ধারকৃত মৃতদেহের পরিচয় এ খবর লেখা পর্যন্ত শনাক্ত করা যায়নি।

এর আগে আজ সকাল প্রায় ৭.৩৬ মিনিট নাগাদ ভারতীয় সেনা এবং এনডিআরএফ-এর ১ নম্বর ব্যাটালিয়নের ডুবুরিরা স্থানীয় বাসিন্দা ২৭ বছরের লিগেন মগরের মৃতদেহ উদ্ধার করেছিলেন।

ফের নকশালদের নাশকতা ! বিজাপুরে আইইডি ফেটে আহত এক জওয়ান

বিজাপুর, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): ছত্তিশগড়ে ফের নকশালদদের নাশকতা ! ফের ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় আইইডি বিস্ফোরণ, শনিবারের আইইডি বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন একজন জওয়ান। শনিবার সকালে পুলিশ জানিয়েছে, সিআরপিএফ-এর ১৯৬ নম্বর ব্যাটালিয়ন মহাদেব ঘাট থেকে সিআরপিএফ-এর একটি জঙ্গলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। অভিযান চলাকালীন নকশালদের পুঁতে রাখা আইইডি ফেটে বিস্ফোরণ হয়। এই বিস্ফোরণে একজন জওয়ান আহত হয়েছেন। আহত জওয়ানকে চিকিৎসার জন্য বিজাপুর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রাম মন্দির ভারতের সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার এক মহান ঐতিহ্য : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): অযোধ্যায় রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী শনিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ শুভেচ্ছা বার্তায় লিখেছেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ত্যাগ, তপস্যা ও সংগ্রামের পর নির্মিত এই মন্দির আমাদের সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার এক মহান ঐতিহ্য।

অযোধ্যায় রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে তিন দিন ব্যাপী বিরাট অনুষ্ঠান শনিবার শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত বছর ২২ জানুয়ারি শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দিরের উদ্বোধন করেন। হিন্দু চান্দ্র পঞ্জিকা অনুসারে প্রাণ প্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তি শনিবার পালিত হচ্ছে। এদিন সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, 'অযোধ্যায় রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তিতে সমস্ত দেশবাসীকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ত্যাগ, তপস্যা ও সংগ্রামের পর নির্মিত এই মন্দির আমাদের সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার এক মহান ঐতিহ্য। আমি আত্মবিশ্বাসী যে, এই দিব্য ও বিশাল রাম মন্দির একটি বিকশিত ভারতের সংকল্প অর্জনে মহান অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবে।

পিকনিক পার্টির সংঘর্ষে মাথা ফাটল পুলিশের, ধৃত ৯

পূর্ব বর্ধমান, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): শুক্রবার রাতে বর্ধমানে পুলিশের সঙ্গে পিকনিক পার্টির সংঘর্ষে মাথা ফাটে এক পুলিশ কনস্টেবলের। এই ঘটনায় ইতিমধ্যে ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
কুরমুন গ্রামে একটি দল পিকনিক থেকে ফেরার সময় রাস্তার পাশে মিউজিক সিস্টেম বসায়। যার ফলে ওই রাস্তায় গাড়ি চলাচলে সমস্যা তৈরি হয়। সন্ধ্যায় রাস্তায় যানজট তৈরির খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দেওয়ানদিঘি থানার মোবাইল ভ্যান। পিকনিক পার্টিকে রাস্তার পাশ থেকে মিউজিক সিস্টেম সরাতে অনুরোধ করে।
অভিযোগ, অনুরোধে কর্ণপাত না করে হঠাৎ তারা পুলিশকে আক্রমণ করে। ইটপাটকেল ছুড়তে শুরু করে। কনস্টেবল গঙ্গাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কপালে ইট লাগে। তাঁর মাথা ফাটে। সঙ্গে সঙ্গে ওই পুলিশ কর্মীকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
বিশাল পুলিশ বাহিনী কুরমুন গ্রামে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। এরপর ওই গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। চারটে ডিজে বক্স, ৪৫টি মাইক, একটি জেনারেটর এবং একটি ট্রাক্টর বাজেয়াপ্ত করা হয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে।

বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনালের কাজ দেখতে বাগডোগরায় বিস্তা

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনালের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা ৩০ মাস। শিলিগুড়ির বাগডোগরা বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনালের কাজ শুরু হয়েছে। শনিবার নতুন টার্মিনাল ভবনের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা। তিনি জানান, ২০২৭ সালের মার্চ মাসে নতুন টার্মিনাল ভবনের কাজ শেষ হয়ে যাবে।
এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরের আধিকারিক ও নতুন টার্মিনালের কাজে নিযুক্ত এজেন্সির সঙ্গে বৈঠকও করেন রাজু । বৈঠকের পর বিমানবন্দরের কাজকর্ম কেমন চলছে, তা দেখেন ।
কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতশৃঙ্গের মতো করে এই নতুন টার্মিনাল ভবনকে সাজিয়ে তোলা হবে। সাংসদ বলেন, 'ইতিমধ্যে নতুন টার্মিনাল ভবন ও বহুতল গাড়ি রাখার ব্যবস্থা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করছেন। ১০ শতাংশ কাজ হয়েছে। ২০২৭ সালের মার্চ মাসে নতুন টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের কাজ শেষ করে যাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। এর জেরে শিলিগুড়ি ও দার্জিলিংয়ের মানুষরা উপকৃত হবেন। ১ হাজার ৫২৮ কোটি টাকা অর্থানুকূল্যে নতুন টার্মিনালে কাজ গত আগস্ট মাস থেকে শুরু হয়েছে।'
নতুন টার্মিনাল ভবনটির আয়তন এক লক্ষ বর্গমিটার। এর মধ্যে ৭০ হাজার বর্গমিটারের কাজ প্রথম দফায় শেষ হবে। ফলে টার্মিনালে প্রতি ঘণ্টায় অন্ততপক্ষে ৩ হাজার ৮০০ যাত্রীর ধারণের স্থান থাকবে। শুধু তাই নয়, নতুন টার্মিনাল ভবনে বহুতল গাড়ি রাখার জায়গা, ১০টি এয়ারোব্রিজ থাকবে। এর মধ্যে ছ'টা এয়ারোব্রিজের কাজ প্রথম ধাপেই শেষ হবে। এ-৩২১, বি-৭৩৭-এর মতো ১৬টি ছোট বিমান রাখার ব্যবস্থা থাকবে।

জিতেন্দ্র চৌধুরী

● প্রথম পাতার পর
হাতছাড়া না হয় সেদিকেও নজর দিতে হবে। কারণ এখনো এসব কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত মূল অভিযুক্তদের ধরা হয়নি। তারা অবাধে নিজের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বাবা বৈদ্যনাথ মন্দির দর্শন ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপালের

দেওঘর, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): মন্দির দর্শন করলেন ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল। শনিবার দেওঘরের বাবা বৈদ্যনাথ মন্দিরে যান ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল সন্তোষ কুমার গাঙ্গওয়ার। মন্দির পরিচালনা কমিটির আধিকারিকরা রাজ্যপালকে স্বাগত জানান।
জানা গেছে, এদিন তিনি দেওঘরের বাবা বৈদ্যনাথ মন্দিরে আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে পুজো করেন। তিনি রাজ্যের মানুষের সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন।
যুবকদের স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে আত্মস্থ করার আহবান রাজ্যপালের
জয়পুর, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): রবিবার বিবেক জয়ন্তী। তার প্রাক্কালে রাজস্থানের রাজ্যপাল হরিভাউ বাগদে স্বামী বিবেকানন্দর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে অবলম্বন করে তিনি বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর সংকল্প পূরণে যুবকদের অংশীদার হওয়ার আহ্বান জানান।
রাজস্থানের রাজ্যপাল হরিভাউ বাগদে বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র জীবনই মহৎ মূল্যবোধের প্রতীক। তাঁর জীবনের মূল্যবোধ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে দেশের যুবরা বিকশিত ভারত গঠনে অংশগ্রহণ করুক।

২২ জানুয়ারি ছত্তিশগড়ে জেলাস্তরীয় সড়ক সুরক্ষা কমিটির বৈঠক

জগদলপুর, ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : ছত্তিশগড়ের বস্তার জেলার কালেক্টর এবং জেলা সড়ক সুরক্ষা কমিটির সভাপতি হরিশ এস-এর সভাপতিত্বে ২২ জানুয়ারি সকাল ১১টায় কালেক্টর কার্যালয়ের প্রেরণা হলে জেলা সড়ক সুরক্ষা কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে কমিটির সমস্ত সদস্যদের উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এই বৈঠকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। এছাড়াও জানা গেছে, সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। পথ দুর্ঘটনা কমানোর লক্ষ্যে এই বৈঠক থেকে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বলেও জানা গেছে।

মহাপুরুষদের জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকীতে পুষ্পার্ঘ অর্পণের নির্দেশ

কোরবা, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): মহাপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে বিশেষ নির্দেশিকা জারি কোরবা কর্পোরেশনের কমিশনার আশুতোষ পান্ডের। কর্পোরেশনের সমস্ত জোনের কমিশনার ও অন্যান্য আধিকারিকদের তিনি নির্দেশ দেন, মহাপুরুষদের জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁদের মূর্তিগুলি পরিষ্কার করতে হবে এবং মালা দিতে হবে।
জানা গেছে, তিনি আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়ার সময় জানান, দেখা গেছে কর্পোরেশন এলাকায় স্থাপিত মহাপুরুষদের মূর্তিতে তাঁদের জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকীতে ফুল দেওয়া হচ্ছে না, এমনকি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও করা হচ্ছে না।

হরিশ্চন্দ্রপুরে বাড়িতে ঢুকে কুপিয়ে খুন বৃদ্ধকে, আশঙ্কাজনক স্ত্রী

মালদা, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): হরিশ্চন্দ্রপুরে বাড়িতে ঢুকে ৬৮ বছর বয়সী এক বৃদ্ধকে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, কোপানো হয়েছে তাঁর স্ত্রীকেও। বর্তমানে তিনি মালদা মেডিক্যাল ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুরো ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি ।
নিহতের নাম জসিমুদ্দিন আহমেদ। তাঁর স্ত্রীর নাম সাহানা বিবি। তাঁদের বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুরের কুশলপুর গ্রামে। শুক্রবার রাতে বাড়ি বারান্দায় ঘুমিয়েছিলেন তাঁরা। অভিযোগ, ঘুমন্ত অবস্থাতেই তাঁদের উপর হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। ধারালো অস্ত্র দিয়ে দু'জনকে একাধিকবার কোপানো হয়। তাঁদের চিৎকারে গ্রামবাসীরা ঘুম থেকে উঠে ছুটে আসেন। তড়িঘড়ি দু'জনকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে।
পুলিশ রাতেই আহতদের সঙ্গে কথা বলে। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক পরিস্থিতি বুঝে রাতেই আহত দম্পতিকে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। সেখানে কিছুক্ষণ চিকিৎসার পর মৃত্যু হয় জসিমুদ্দিনের। সাবানাকে পাঠানো হয় মালদা মেডিক্যালে।
জসিমুদ্দিন আহমেদদের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার। সামান্য জমি রয়েছে। কৃষিকাজ করেই সংসার চলে। তাঁদের এক ছেলে মাঝেমধ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। এমন এক পরিবারে এভাবে দুষ্কৃতীদের হামলা কেন, সেটা ভাবাচ্ছে পুলিশ ও গ্রামবাসীদের।
যদিও এই ঘটনার পিছনে পারিবারিক ঝামেলার প্রসঙ্গও উঠে আসছে। তাঁদের এক মেয়েকে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিলেন এক যুবক। পরবর্তীতে ওই মেয়ে ফের বাবার বাড়িতে ফিরে আসেন। এনিয়ে সেই যুবকের সঙ্গে নাকি তাঁদের ঝামেলা চলছিল!

. যাত্রীদের

● প্রথম পাতার পর
এদিকে এবিষয়ে গণ্ডাছড়ার ভারপ্রাপ্ত এসডিএম ওঙ্কার দেব জানিয়েছেন, নারকেলকুঞ্জে শনিবার দুর্ঘটনাগ্রস্ত নৌকাটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। নারকেলকুঞ্জ সোসাইটিতে নথিভুক্ত নয় ওই বোটটি। নৌকায় পরিবহন করা পর্যটকরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন।   নৌকার শেডের উপর দাঁড়িয়েছিলেন পযটকরা। যার ফলে বোটটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। সানীয় প্রশাসন থেকে লাইফ জ্যাকেট রাখা সহ প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা থাকার পরও তা মানেনি সংশ্লিষ্ট বোটটি। নৌকাটি সিজ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

উদযাপন

● প্রথম পাতার পর
দুপুর ৩-৫টা পর্যন্ত চলে রাগসেবা। ৬টা থেকে শুরু হয় ভজন-কীর্তন অনুষ্ঠান। ভক্তদের জন্য ভোগের ব্যবস্থাও করা হয়।
গতবছর ২২ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অযোধ্যায় গিয়ে রামমন্দিরের উদ্বোধন ও রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। এবার শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট প্রথম বর্ষপূর্তি সমারোহ পালন করে এদিন হিন্দু তিথিনক্ষত্র মেনে। কারণ, গতবছর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী পৌষ মাসের শুক্ল দ্বাদশীতে। যাকে কূর্ম দ্বাদশীও বলে। এ বছর এই তিথি পড়েছে ১১ জানুয়ারি। সেই কারণে এদিনই অযোধ্যায় প্রাণপ্রতিষ্ঠার বার্ষিক উৎসব হয়।
অযোধ্যায় রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী শনিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ শুভেচ্ছা বার্তায় লিখেছেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ত্যাগ, তপস্যা ও সংগ্রামের পর নির্মিত এই মন্দির আমাদের সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার এক মহান ঐতিহ্য।
অযোধ্যায় রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে তিন দিন ব্যাপী বিরাট অনুষ্ঠান শনিবার শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত বছর ২২ জানুয়ারি শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দিরের উদ্বোধন করেন। হিন্দু চান্দ্র পঞ্জিকা অনুসারে প্রাণ প্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তি শনিবার পালিত হচ্ছে। এদিন সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, 'অযোধ্যায় রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তিতে সমস্ত দেশবাসীকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ত্যাগ, তপস্যা ও সংগ্রামের পর নির্মিত এই মন্দির আমাদের সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার এক মহান ঐতিহ্য। আমি আত্মবিশ্বাসী যে, এই দিব্য ও বিশাল রাম মন্দির একটি বিকশিত ভারতের সংকল্প অর্জনে মহান অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবে।

আদিবাসী মহিলার অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য নবগ্রামে

মুর্শিদাবাদ, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): ফাঁকা জমিতে আদিবাসী মহিলার অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধার ঘিরে শুক্রবার চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদের নবগ্রামে। পরিবারের দাবি, বধূকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে খবর, পরিবার জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ওই বধূ। রাতে তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন কি না, তা পরিবারের কেউ জানেন না। কারণ, বাড়িতে আর কেউ ছিলেন না। এর পর শুক্রবার সকালে ধানের জমি থেকে ওই মহিলার অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধার হয়। গ্রামবাসীরাই পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, জমিতে অর্ধনগ্ন অবস্থায় পড়ে ছিল মহিলার দেহ। দেহের একাধিক জায়গায় ক্ষতচিহ্ন ছিল। কেটে দেওয়া হয়েছিল গলার নলি। ডান হাতও কেটে ফেলা হয়েছিল। মৃতের দাদা বলেন, "প্রায় ১৫ বছর আগে বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছিল বোনের। তার পর থেকে মায়ের সঙ্গেই থাকত ও। যে অবস্থায় দেহ উদ্ধার হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট, ধর্ষণ করে নৃশংস ভাবে খুন করা হয়েছে। দোষীদের চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করুক পুলিশ।"

'কালীঘাটের কাকু'র কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহে সিবিআই-কে অনুমতি আদালতের

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): শিক্ষক নিয়োগ মামলায় এবার 'কালীঘাটের কাকু' ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর অনুমতিসাপেক্ষে তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহে সিবিআই-কে অনুমতি দিল বিশেষ আদালত।
আগামী ২১ জানুয়ারি তাঁকে আদালতে পেশ করে তা সংগ্রহ করতে পারবেন তদন্তকারীরা। শুক্রবার বিচারক জানিয়েছেন, সুজয়বাবু চাইলে তবেই তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা নিতে পারবে সিবিআই, তা নইলে নয়।
সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ইডির মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেও সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন। এই মুহূর্তে তিনি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। আদালত নিয়মিত তাঁর মেডিক্যাল রিপোর্ট চেয়েছে। গত সোমবার এই মামলায় চার্জ গঠনের জন্য সশরীরে নয়, তাঁকে ভার্চুয়াল আদালতে পেশ করা হয়। চার্জ গঠিত হয়েছে 'কালীঘাটের কাকু'-সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে।
শুক্রবার এই মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্য্যকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতিও দিয়েছে আদালত। ইতিমধ্যে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে চার্জ গঠিত হয়েছে।

অরক্ষিত সীমান্তে কাঁটাতার বসানো নিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে ফের ঝামেলা বিজিবির

কোচবিহার, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): ফের অরক্ষিত সীমান্তে কাঁটাতার বসানো নিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে ঝামেলা হল বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বা বিজিবির। মেখলিগঞ্জের এই ঘটনায় শেষে বিএসএফ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দেয়। এই জটিলতার জেরে আপাতত কাঁটাতার বসানোর কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। এই ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা দেখা দেয় তিন বিঘা করিডরের দহগ্রামে।
শুক্রবার দুপুরে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জের বাগডোকরা ফুলকাডারি গ্রাম পঞ্চায়েতের দহগ্রাম সীমান্তের অরক্ষিত অংশে কাঁটাতার লাগাচ্ছিলেন গ্রামবাসীরা। গুঞ্জন, বিএসএফ—ই গ্রামবাসীদের দিয়ে এই কাজ করাচ্ছিল। প্রায় দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ ফেন্সিংয়ের কাজ হয়ে গিয়েছিল। এরপরই ওপার থেকে বিজিবি তাঁদের কাজে বাধা দেয় বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। বিজিবি-র তরফে বলা হয়, এখানে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া যাবে না। গ্রামবাসীরা জানান, দু কিলোমিটার কাঁটাতার দিতে হবে, আরও কাজ বাকি। তাতে বাধা দেয় বিজিবি। এনিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিজিবি-র বচসা শুরু হয়। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে এগিয়ে আসে বিএসএফ। দুদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। শীঘ্রই দু'পক্ষের পতাকা বৈঠক হতে পারে।

গ্রেফতার হাসিনা-ঘনিষ্ঠ অভিনেত্রী নিপুন

ঢাকা, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): গ্রেফতার হলেন বাংলাদেশের অভিনেত্রী নিপুন আক্তারকে। শুক্রবার সকালে সিলেটে ওসমানি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তাঁকে ধরা হয়। লন্ডন যাচ্ছিলেন তিনি। সেই সময়েই তাঁকে গ্রেফতার করে ইমিগ্রেশন পুলিশ।
কী কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে তা জানা যায়নি। তবে, ইমিগ্রেশন পুলিশ জানিয়েছে, নিপুনের লন্ডন যাত্রা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই)।
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক নাসরিন আক্তার নিপুন। বাংলাদেশের সিনেমার এই নায়িকা আওয়ামি লিগের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। গত বছরের ৫ আগস্ট বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকেই প্রকাশ্যে দেখা যায়নি আওয়ামি লিগের অনেক নেতাকর্মীকে। গা-ঢাকা দিয়েছেন সাংসদ হয়ে নির্বাচিত হওয়া বাংলাদেশের সিনেমার নায়ক ফেরদৌসও। তখন থেকেই আওয়ামি লিগের রাজনীতিতে সক্রিয় নিপুণকেও আর সামনে আসতে দেখা যায়নি।
ইমিগ্রেশন পুলিশ জানিয়েছে, নিপুনের লন্ডন যাত্রা নিয়ে আপত্তি তুলেছিল বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা। যদিও কী কারণে এনএসআই আপত্তি জানিয়েছিল সেটা স্পষ্ট নয়। তাঁরা ওই সংস্থার নির্দেশ মেনে কাজ করেছেন বলেও সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন ইমিগ্রেশন পুলিশের এক আধিকারিক। জানা গিয়েছে, বাংলাদেশ বিমানের বিজি ২০১ ফ্লাইটের যাত্রী ছিলেন নিপুন। মুখে মাস্ক পরে গিয়েছিলেন তিনি। বোর্ডিং পাসও নিয়েছিলেন এই অভিনেত্রী। তাঁকে চিনে ফেলেন ইমিগ্রেশন বিভাগের আধিকারিকরা।

পবিত্র কর

● প্রথম পাতার পর
রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সাহায্য করা হবে। ওই সমস্ত তহবিল ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে কোনো আর্থিক সাহায্য করা হবে না। আশ্চর্য্যের বিষয়, গতকাল বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী তথ্য দিয়েছেন এখনো পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে ৭ হাজার কোটি টাকার সাহায্য পেয়েছে। তাই সারা ভারত কৃষক সভার তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট দাবি জানামো হচ্ছে কোন কোন খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা জানানো হোক।
এদিন তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বলেন অবিলম্বে ত্রাণ পুনরুদ্ধার এবং পুনর্গঠনের জন্য রাজ্য সরকার ৫৬৪ কোটি টাকার একটি বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। কিন্তু ওই টাকা এখনো পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে পৌঁছুয় নি। তাই সারা ভারত কৃষক সভার তরফ থেকে আগামী ১০ দিনের মধ্যে ৮ টি জেলার ডিএম নিকট ডেপুটেশন তুলে দেওয়া হবে।
এদিন তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি আইন বাতিল করার পরও ঘুরিয়ে আরেকটি পলিসি নিয়ে এসেছে। এর বিরোধীতা করছে সারা ভারত কৃষক সভা।

আহত ৮

● প্রথম পাতার পর
দুর্ঘটনাগ্রস্থ ই- রিক্সা নম্বার হল টিআর০৫ইআর২১০৬ এবং আহত ছাত্ররা হল নাসির উদ্দিন (২০), আলম উদ্দিন বয়স (১৪), আসাদুল রহমান (১৩), সেনাদ উদ্দিন(১৫), সইবার রহমান (১৪), মাজান আলী বয়স ১১, রাহুল উদ্দিন বয়স ১২ এবং জুহাজিত উদ্দিন বয়স ২৩।বর্তমানে তাদের চিকিৎসা চলছে জেলা হাসপাতালে।

অসুস্থ গ্যাংস্টার ছোটা রাজন দিল্লির এইমস-এ ভর্তি

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): শারীরিক অসুস্থতার জেরে কুখ্যাত গ্যাংস্টার ছোটা রাজনকে দিল্লির এইমসে ভর্তি করেছে পুলিশ। খুনের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ছোটা রাজন বর্তমানে দিল্লির তিহার জেলে বন্দি রয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, একদা দাউদের বিশ্বস্ত অনুচর রাজন সাইনাসের সমস্যায় ভুগছে। তার অস্ত্রোপচারও করা হতে পারে। এর আগে ২০২১ সালে পেটের সমস্যা নিয়েও এইমসে ভর্তি হয়েছিল সে। উল্লেখ্য, ২০০১ সালের মে মাসে হোটেল ব্যবসায়ী জয়া শেট্টিকে খুনের ঘটনায় গত বছরই মুম্বইয়ের বিশেষ আদালত যাবজ্জীবনের সাজা দিয়েছে রাজনকে। জয়ার হোটেলে ঢুকেই তাঁকে গুলি করে খুন করে দুই দুষ্কৃতী। তদন্তে জানা যায়, তোলার টাকা দিতে রাজি না হওয়ার ফলেই খুন হতে হয়েছে তাঁকে। পুলিশ জানতে পারে এই ঘটনায় সরাসরি যোগ রয়েছে রাজনের। এরপরই ২০১৫ সালে ইন্দোনেশিয়া থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ২০২৪ সালে এই মামলায় যাবজ্জীবন হয় তার। পাশাপাশি ২০১৮ সালে সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দে খুনের মামলাতেও যাবজ্জীবনের সাজা হয়েছে রাজনের।

অরবিন্দ কেজরিওয়াল মিথ্যার দোকান খুলেছেন নয়াব সিং সাইনি

পঞ্চকুলা, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালের তীব্র সমালোচনা করলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি। তাঁর কথায়, অরবিন্দ কেজরিওয়াল মিথ্যার দোকান খুলেছেন। শুক্রবার হরিয়ানার পঞ্চকুলায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাইনি বলেছেন, 'নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কেজরিওয়াল মিথ্যা বলেন। যে মানুষটি দিল্লির মানুষের সেবা করার সংকল্প নিয়েছিলেন, তিনি নিজের সেবাই করেছেন। তিনি অনুভব করতে শুরু করেছেন যে, দিল্লির মানুষ তাঁর কথা শুনবে না। তিনি কোনও প্রতিশ্রুতি পূরণ করেননি। বরং তিনি জনগণকে হয়রানি করেছেন এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট আদায় করেছেন। মানুষ এটা বুঝতে পেরেছে।' বিরোধীদের ইন্ডি জোটের সমালোচনা করে নয়াব সিং সাইনি বলেছেন, 'আপনি যদি ইন্ডি জোটের মুখের দিকে তাকান, তাঁরা সবাই দুর্নীতিতে লিপ্ত।

রঘুবর দাস ফের যোগ দিলেন বিজেপিতে

রাঁচি, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): ওড়িশার প্রাক্তন রাজ্যপাল এবং ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস ফের ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিলেন। শুক্রবার পুনরায় সক্রিয় রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করেছেন রঘুবর বাস। শপথ নিয়েছেন এবং রাঁচিতে দলের রাজ্য সদর দফতরে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। বিজেপিতে যোগদানের পরপরই রঘুবর দাস ঝাড়খণ্ডে প্রচলিত ব্যাপক ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী প্রচার শুরু করার ঘোষণা করেন। রঘুবর দাসকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বাবুলাল মারান্ডি, কার্যকরী সভাপতি ডঃ রবীন্দ্র কুমার রাই এবং রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কর্মবীর সিং-সহ অনেক রাজ্য বিজেপি নেতারা স্বাগত জানিয়েছেন।

মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর
কল্যাণপুর থানাধীন বাগানবাজার হাই স্কুল সংলগ্ন এলাকী স্থানূয় মানুষ একটি পুকুরে মৃতদেহ ভাসতে দেখেন। সাথে সাথে তাঁরা কল্যাণপুর থানায় খবর দিয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে ওসি তাপস মালাকার এবং সাব ইন্সপেক্টর অঞ্জন দেববর্মা। ল পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়।
এদিকে পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবক প্রায় সময়ই কাউকে না বলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেত। গত চার পাঁচ দিন ধরেও সে বাড়িতে ছিল না। যদিও তার বাড়ীর তরফে পুলিশের কাছে কোন নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়নি।

টিঙ্কু

● প্রথম পাতার পর
ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রোটেকশন অব চাইল্ড রাইটস"র চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা বলেন, সমাজে মহিলা ও শিশু কন্যাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করতে এই কনক্লেভ আগামীদিনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে বাল্যবিবাহ রোধে। এ বিষয়ে জনপ্রতিনিধিদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা বলেন, সমাজে মহিলাদের নানা ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলেও বিচ্ছিন্নভাবে শিশু কন্যা ও মহিলারা নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছেন। এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকেও এগিয়ে আসতে হবে। কনক্লেভে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা বিজন চক্রবর্তী।
কনক্লেভে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা রাজ্য পুলিশের এআইজি শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী, এমবিবি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. দীপান্বিতা চক্রবর্তী, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা ড. চন্দ্রানী বিশ্বাস, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজি বিভাগের অধ্যাপিকা অঞ্জনা ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপিকা পারমিতা সাহা, দক্ষতা উন্নয়নের টিম লিডার সুপ্রীতি চক্রবর্তী এবং হোলিক্রস কলেজের জেন্ডার সেন্সিটাইজেশন সেলের কো-অর্ডিনেটর ড. শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী প্রমুখ। কনক্লেভে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিগণও আলোচনায় অংশ নেন।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর
সাল থেকে আমরা এই জন্মজয়ন্তী পালন করে আসছি। গত ১৫ বছর ধরে একে মেলার রূপ দেওয়া হয়েছে যাতে স্বামীজীর ভাবধারা আরও বৃহৎ পরিসরে ছড়িয়ে পড়ে।"
পাঁচদিনব্যাপী এই মিলন মেলায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বক্তৃতা, এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও দর্শনকে তুলে ধরা হবে। সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে এই মেলা এক মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মানিক সরকার

● প্রথম পাতার পর
কাজ হয়। তাই তিনি জনগণকে সহজে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য আবেদন করেন।
তাঁর কটাক্ষ, রাজ্যবাসীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তিপরা মথা। কারণ, তিপরা মথার নেতৃত্বরা জানতেন অউপজাতি অংশের মানুষ কংগ্রেস ও বিজেপি থেকে প্রতারিত হয়ে বামফ্রন্টকে ভোট দেবেন। তাই ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ৪২টি আসনে প্রার্থী দিয়েছেন তাঁরা। তাঁরা অসংরক্ষিত আসনে প্রার্থী দিয়ে বিজেপিকে সুরক্ষা প্রদান করেছেন। যার ফলে, ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসতে পারে নি। তিপরা মথাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ত্রিপুরার ৪২ লক্ষ মানুষ ঘরে ঘরে প্রস্তুত হচ্ছে। ত্রিপুরাবাসীকে বিজেপি, তিপরা মথা ও আইপিএফটি থেকে রেহাই দিতে লড়াই ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।
এদিন তিনি জোর গলায় বলেন, ২০২৩ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকারকে আটকানোর জন্য তিপরা মথা বিজেপিকে রাস্তা করে দিয়েছিল। বিজেপিকে রক্ষা করার জন্য আবারও ১৫ লক্ষ জনজাতিদের একত্রে আসার স্লোগান দিচ্ছে। কিন্তু নির্বাচনে জয়ী হয়ে এডিসিকে লুটের রাজত্বে পরিণত করেছে। সরকারি কর্মচারীরা মাসের শেষে বেতন পাচ্ছে না। এডিসি এলাকায় স্কুল, কলেজে শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। এডিসি এলাকায় জনগণ বিভিন্ন সমস্যায় সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু জনগনের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছেন না তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দের্ববমণ। রাজবাড়ি দেখিয়ে জনগনকে ভুলানো আর সম্ভব নয়, বলে কটাক্ষ করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি, আইপিএফটি ও তিপরা মথা প্রত্যেকে রাজ্যবাসীর অপরাধী। জাতি জনজাতিদের মধ্যে বিবাদ তৈরী করার ষড়যন্ত্র চলছে। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই ছাড়া কোনো গতি নেই।

স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে দাবা ও যোগা অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত উন্মুক্ত দাবা প্রতিযোগিতায় অনুরাগ ভট্টাচার্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রাজধানীর শহর দক্ষিনাঞ্চলের উত্তর বাধারঘাট এলাকার স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবে দুদিন ব্যাপী পাঁচ রাউন্ডের লড়াইয়ে অনুরাগ সাড়ে চার পয়েন্টে ছিনিয়ে খেতাব নিশ্চিত করে। আসরে চার পয়েন্ট নিয়ে ভোকালসে রাজবীর আহমেদ রানার্স ও কিংশুক দেবনাথ তৃতীয় স্থান পান। রাজ্যের মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার আরাধ্যা দাস চতুথ, দিব্যজ্যোতি সরকার পঞ্চম, অভিজ্ঞান দাশগুপ্ত ষষ্ঠ, মেহেকদীপ গোপ সপ্তম, দেবাদ্রিতা দাস অষ্টম, সুমিত ধর নবম ও আকবর হোসেন দশম স্থান পান। এছাড়া অনূর্ধ ১৩ বিভাগে দেবপ্রিয়া দেবনাথ, ত্রিসান্যায়ন চক্রবর্তী ও হনসিত রাপাল্লি, অনূর্ধ ১১ বিভাগে অদ্রিজা সাহা, অর্ণব ভার্মা ও শ্রীয়াংসী পাল, অনূর্ধ ৯ বিভাগে সক্ষম বিশ্বাস ও অমৃতাংশী ভৌমিক এবং অনূর্ধ ৭ বছরের বিভাগে তৃশিকা কুমারাপুর, রুদ্রাভ চৌধুরী ও অদ্রিজিৎ চক্রবর্তী প্রথম তিনটি স্থান পায়। আসরটি পরিচালনা করেন আর্বিটার মিঠুন পাল। সহায়তা করেন সুবীর দেব ও গৌরব চক্রবর্তী। এদিকে, আজ একই সাথে দুটি বয়স বিভাগে যোগাসন প্রতিযোগিতাও সম্পন্ন হয়। এতে ৫-৮ বছরের বালক বিভাগে প্রথম দেবরাজ দে, দ্বিতীয় অনিকেত দে ও তৃতীয় আরিয়ান দেব। বালিকা বিভাগে প্রথম অদ্রিতা শাও, দ্বিতীয় অনামিকা পাল ও তৃতীয় অপরূপা চৌধুরী, ৮-১২ বছরের বালিকা বিভাগে প্রথম নিমৃতা শাও, দ্বিতীয় সায়ন্তিকা দত্ত ও তৃতীয় কাকলি দেবনাথ এবং বালক বিভাগে প্রথম অস্মিতা ধর চৌধুরী, দ্বিতীয় আয়ুস দেবনাথ ও তৃতীয় সুহার্ধ চক্রবর্তী। আসরে বিচারকের ভূমিকা পালন করেন চন্দনা দেব, কালী নারায়ণ ঘোষ, সত্য ঘোষ, শম্ভু চক্রবর্তী ও নন্দিতা বণিক।

এছাড় এদিন সন্ধ্যায় হয় যেমন খুশী সাজ প্রতিযোগিতা। রবিবার সকাল ১১টায় স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার ডা. মানিক সাহা উপস্থিত থাকবে। পরে সন্ধ্যায় হবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

ঋদ্ধিমানের ৬ উইকেট : এনএসআরসিসি-কে সহজে হারিয়ে চাম্পামুড়া সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। একদিকে ঋদ্ধিমান চক্রবর্তী, আর অপরদিকে রাহুল তামাং এই দু'জনের কাছেই যেন পুরো এনএসআরসিসি ক্রিকেট দল টা হেরে গেলো। অতি সহজ জয় ছিনিয়ে চাম্পামুরা কোচিং সেন্টার ছোটদের ক্রিকেটে শেষ চারে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ্ব ১৩ ক্রিকেটে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার নয় উইকেটের ব্যবধানে সহজ জয় ছিনিয়ে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। নরসিংগড়ে পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে এনএসআরসিসি প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয় কিন্তু চাম্পামুড়ার বোলারদের সম্মিলিত দাপটে ৩০.৩ ওভার খেলে মাত্র ৪৯ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে মোঃ আরমান মিয়া সর্বাধিক ২০ রান করেছিল। চাম্পামুড়ার ঋদ্ধিমান চক্রবর্তী ১৩ রানে ৬ টি উইকেট তুলে নিয়ে এনএসআরসিসি-র গতি রোধ করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাবও জিতে নেয়। রাহুল তামাং দুটি এবং অংশুমান দাস বৈষ্ণব একটি উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে চাম্পামুরা কোচিং সেন্টার ১৫.৪ ওভার খেলে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। রাজদীপ দে ২০ রানে এবং অভীকময় রায় ১৬ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দেয়।

কর্নেল চৌমুহনী কোচিং সেন্টারকে হারিয়ে এডি নগর পি.সি শেষ চারে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এডি নগর প্লে সেন্টারও সেমিফাইনালে পৌঁছেছে। ছোটদের ক্রিকেটে কর্নেল চৌমুহনী কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে একপ্রকার কষ্টার্জিত জয় ছিনিয়ে এডি নগর প্লে সেন্টার শেষ চারে খেলার যোগ্যতা পেয়েছে। কর্নেল চৌমুহনীর সৌমজিৎ মজুমদার দুর্দান্ত বোলিংয়ের স্বাক্ষর রেখে ২৫ রানে চারটি উইকেট দখল করলেও ব্যাটার্সরা তেমন দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। ঈশান দাস একা লড়াই করে ৩৭ রান সংগ্রহ করলেও অন্যদের ব্যর্থতায় দলকে হেরে এবারের মতো টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিতে হয়। নীপকো মাঠে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কর্নেল চৌমুহনী কোচিং সেন্টার প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে এডি নগর প্লে সেন্টার সীমিত ৪০ ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ১৩৮ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে কৌশিক দত্তের ৪৭ রান এবং সৌমিক দেবের চল্লিশ রান উল্লেখযোগ্য। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কর্নেল চৌমুহনী কোচিং সেন্টার আট উইকেট হারিয়ে ১১৬ রান সংগ্রহ করতে নির্ধারিত ৪০ ওভার ফুরিয়ে যায়। এডি নগরের আবীর ভট্টাচার্য ও সায়ন শীল দুটি করে উইকেট পেয়েছে। কৌশিক দাস পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে না খেলার আর্জি, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে এ বার জল্পনা দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে

ইংল্যান্ডের পর এ বার দক্ষিণ আফ্রিকা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রোটিয়া বাহিনীকে না খেলার আর্জি সরকারের। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রীড়ামন্ত্রী গেটন ম্যাকেঞ্জি এই আর্জি করেছেন।

আফগানিস্তানের শাসক এখন তালিবান। সে দেশের মেয়েদের উপর বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা এনেছে তারা। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মেয়েদের ক্রিকেট খেলতে না দেওয়া। যা মেনে নিতে পারছে না বিভিন্ন দেশ। অস্ট্রেলিয়া এখন আর কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলে না আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। এর আগে ব্রিটেনের সংসদে ইংল্যান্ড দলকে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে নিষেধ করা হয়েছিল। এ বার দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, "ক্রীড়ামন্ত্রী হিসাবে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারব না যে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট দল আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবে কি না। কিন্তু আমি যদি সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম, তা হলে খেলা হত না।" ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে যে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আফগানিস্তান ম্যাচ বয়কট করবে না তারা। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট উত্তাল হয়েছিল এই ম্যাচ নিয়ে। ১৬০ জন সাংসদ ইসিবি-কে আবেদন করেছিল ম্যাচ বয়কট করার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা হচ্ছে না। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড ম্যাচ বাতিল করতে রাজি নয়। ইসিবি-র প্রধান আধিকারিক রিচার্ড গোল্ড যদিও বলেন, "আফগানিস্তানে মহিলদের উপর তালিবান যে অত্যাচার করছে, ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড সেটার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। আইসিসি-র নিয়ম অনুযায়ী, কুলীন টেস্ট খেলিয়ে দেশ হলে মহিলাদের ক্রিকেটের উন্নতি করতে হবে। ইংল্যান্ড বার বার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ এড়িয়ে গিয়েছে। চাইব আইসিসি এই বিষয় ব্যবস্থা নিক।" একই সুর দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রীড়ামন্ত্রীর গলায়। তিনিও চান আইসিসি আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের ম্যাচ ২১ ফেব্রুয়ারি। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট বোর্ড কিছু জানায় কি না সেই দিকে নজর সকলের।

চোটের ধাক্কা, এক মাস মাঠের বাইরে বাংলার আকাশ দীপ

অস্ট্রেলিয়া সিরিজে শেষ টেস্টে চোট পেয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ। সেই ধাক্কার রেশ কাটতে না কাটতে আরও এক খারাপ খবর ভারতীয় ক্রিকেটে। বুমরাহের পর এ বার চোটের কারণে এক মাস ক্রিকেটের বাইরে আকাশ দীপ। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে যাচ্ছেন বাংলার পেসার।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিডনি টেস্টে খেলতে পারেননি আকাশ। জানা গিয়েছিল, পিঠের পেশিতে চোট লেগেছে তাঁর। আকাশের বদলে খেলেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে বিজয় হজারে ট্রফিতে বাংলার হয়ে খেলার কথা ছিল পেসারের। কিন্তু হরিয়ানার বিরুদ্ধে খেলেননি তিনি। তার পরেই জানা গিয়েছে, চোট সারেনি আকাশের। তিনি বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে যাবেন। সেখানে সুস্থ হয়ে উঠবেন বাংলার পেসার। যা খবর, আপাতত এক মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে। ভারতের টেস্ট দলে খেলেছেন আকাশ। সাতটি টেস্টে ১৫টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। উইকেটের সংখ্যা কম হলেও আকাশের বোলিংয়ের প্রশংসা শোনা গিয়েছে অধিনায়ক রোহিত শর্মার মুখে। বিশেষজ্ঞেরাও তাঁর কথা বলেছেন। আকাশকে লম্বা রেসের ঘোড়া মনে করেন অনেকে। কিন্তু এখনও সাদা বলের ক্রিকেটে অভিষেক হয়নি আকাশের। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও তাঁর সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা আর থাকল না। অর্থাৎ, আপাতত দীর্ঘ দিন জাতীয় দলের বাইরেই থাকতে হবে ডানহাতি পেসারকে।

সিডনিতে খেললেও পিঠের পেশিতে চোট পাওয়ায় দ্বিতীয় ইনিংসে বল করতে পারেননি বুমরাহ। তাঁর চোট কতটা গুরুতর তা নিয়ে কিছু জানায়নি ভারতীয় দল। মুখে কুলুপ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডেরও। তার মধ্যেই জানা গিয়েছে নিউ জিল্যান্ডের শল্যচিকিৎসক রোয়ান শওটেনের সঙ্গে কথা বলেছেন বুমরাহ। পরামর্শ নিয়েছেন। এর আগে ২০২৩ সালের মার্চ মাসে অস্ত্রোপচার হয়েছিল বুমরাহের। সেই অস্ত্রোপচার করেছিলেন ক্রাইস্টচার্চের শল্যচিকিৎসক রোয়ানই। তাই তাঁর নাম উঠে আসায় আবার অস্ত্রোপচারের জল্পনা শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের মেডিক্যাল দলের সঙ্গে কথা বলেছেন রোয়ান। বুমরাহের চোট সম্পর্কে তাঁদের সব জানিয়েছেন তিনি।

১২ জানুয়ারির মধ্যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রাথমিক দল ঘোষণা করতে হবে। ১৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অবশ্য প্রয়োজনে সেই দলে বদল করা যাবে। শোনা যাচ্ছে, বুমরাহকে রেখেই দল ঘোষণা করবেন অজিত আগরকরের নেতৃত্বাধীন কমিটি। তবে তিনি পুরো সুস্থ না হলে খেলবেন না। সে ক্ষেত্রে পরে তাঁর বিকল্প ঘোষণা করা হতে পারে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ইংল্যান্ড সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হবে তাঁকে।

ইয়ামালের গোলে স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে বার্সেলোনা

স্প্যানিশ সুপার কাপের সেমিফাইনালে নামার আগেই সুখবর পেয়েছিল বার্সেলোনা। টালবাহানার পর দুই ফুটবলার দানি ওলমো এবং পাউ ভিক্টরকে সাময়িক খেলার ব্যাপারে ছাড়পত্র দিয়েছিল স্পেনের ক্রীড়া সংস্থা। দু'জনেই মাঠে নামতে পারেননি। তবে ম্যাচ জিততে অসুবিধা হল না বার্সেলোনার। অ্যাথলেটিক বিলবাওকে ২-০ গোলে হারিয়েছে তারা। তবে লিগ কাপ থেকে বিদায় নিয়েছে ইপিএলের শীর্ষে থাকা লিভারপুল।

আর্থিক কারণে ওলমো এবং ভিক্টরের খেলা বেশ কিছু দিন ধরেই ঝুলে ছিল। স্পেনের ক্রীড়া সংস্থা সাময়িক ভাবে দু'জনকেই খেলার অনুমতি দিয়েছে। বিলবাওয়ের বিরুদ্ধে অবশ্য কেউই খেলতে পারেননি। ২৭ মিনিটে বার্সেলোনাকে এগিয়ে দিয়েছিলেন গাভি। বিরতির পরেই দলের দ্বিতীয় গোল লেমিনে ইয়ামালের। সুপার কাপের অন্য সেমিফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদ খেলবে মায়োরকার বিরুদ্ধে। রিয়াল জিতলে সুপার কাপের ফাইনালে 'এল ক্লাসিকো' দেখা যাবে।

ওলমো এবং ভিক্টরকে পেয়ে খুশি বার্সেলোনার কোচ হান্সি ফ্লিক। তিনি বলেছেন, "স্পেনের ক্রীড়া সংস্থার সিদ্ধান্তকে গোটা ক্লাব সম্মান জানায়। আমরা দল হিসাবে কত ভাল সেটা দেখাতে পেরেছি। ওদের জন্যই জিতেছি।"

ভাল ফর্মে থাকা লিভারপুল চলতি মরসুমে দ্বিতীয় ম্যাচে হারল। বুধবার রাতে টটেনহ্যাম ১-০ গোলে হারিয়েছে তাদের। একমাত্র গোল তরুণ স্ট্রাইকার লুকাস বার্গভালের। তবে লিভারপুলের কোচ আর্নে স্লট একেবারেই খুশি নন। তাঁর দাবি, গোলের ঠিক আগেই একটি ফাউল করেছিলেন বার্গভাল, যার জন্য তাঁর দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখা উচিত ছিল। তবে এটি প্রথম পর্বের ম্যাচ ছিল। লিভারপুল এর পর ঘরের মাঠে খেলবে।

জলে গেল থিকশানার হ্যাটট্রিক, জিততে পারল না শ্রীলঙ্কা

নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে হ্যাটট্রিক করলেন শ্রীলঙ্কার মাহিশ থিকশানা। তবু দলকে জেতাতে পারলেন না। হ্যামিল্টনে বৃষ্টির জন্য ম্যাচের ওভার সংখ্যা কমিয়ে করা হয় ৩৭। প্রথমে ব্যাট করে নিউ জিল্যান্ড করে ৯ উইকেটে ২৫৫। জবাবে ৩০.২ ওভারে শ্রীলঙ্কার ইনিংস শেষ হয় ১৪২ রানে। থিকশানা নজির গড়লেও তাঁর দল হারল ১১৩ রানে।

শ্রীলঙ্কার সপ্তম বোলার হিসাবে এক দিনের ক্রিকেটে হ্যাটট্রিক করলেন থিকশানা। তিনি নিউ জিল্যান্ডের ইনিংসের ৩৫তম ওভারে পঞ্চম বলে আউট করেন মিচেল স্যান্টনারকে। সেই ওভারের ষষ্ঠ বলে আউট করেন নাথান স্মিথকে। পরে ৩৭তম ওভারের প্রথম বলে ম্যাট হেনরির উইকেট নিয়ে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন থিকশানা। ৪৪ রানে ৪ উইকেট নেন তিনি। তাঁর আগে শ্রীলঙ্কার চামিন্ডা ভাস (দু'বার), লসিথ মালিঙ্গা (তিন বার), ফারভিজ মাহরুফ, থিসারা পেরেরা, ওয়ানিন্দু হাসরঙ্গ এবং দুষ্মন্ত মধুশঙ্কের এই কীর্তি রয়েছে। এ দিন নিউ জিল্যান্ডের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন রাচিন রবীন্দ্র। ওপেন করতে নেমে তিনি খেলেন ৬৩ বলে ৭৯ রানের ইনিংস। তিন নম্বরে নেমে মার্ক চাপম্যান করেন ৫২ বলে ৬২। অন্য দিকে, শ্রীলঙ্কার কামিন্দু মেন্ডিস (৬৬ বলে ৬৪) ছাড়া কেউই ২২ গজে দাঁড়াতে পারেননি।

দারুন চমক : অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন জিবি-কে হারিয়ে জুয়েলস সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ছোটদের ক্রিকেটে বিশেষ চমক। জুয়েলস কোচিং সেন্টার হারিয়ে দিল জিবি প্লে সেন্টারকে। সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে এবারকার আসরে ডাকাবুকো দল তথা গ্রুপ-এ থেকে অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন জিবি প্লে সেন্টার, অপরদিকে গ্রুপ বি থেকে চতুর্থ স্থানাধিকারী হয়ে কোয়াটার ফাইনালে প্রবেশ করা জুয়েলস কোচিং সেন্টারের কাছে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিতে হলো। ২ উইকেটের ব্যবধানে একপ্রকার কর্তৃত্বপূর্ণ জয় ছিনিয়ে জুয়েলস কোচিং সেন্টার সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সদর অনূর্ধ্ব ১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আসরের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে জুয়েলসের শুভম গন-এর প্রশস্ত ব্যাটে হার মেনেছে জিবি প্লে সেন্টার। সকাল ৯ টায় বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবন মাঠে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে জি বি প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৪০ ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ১৬০ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জুয়েলস কোচিং সেন্টার খুব হিসেব কষে খেলে ৩৬.৪ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। জুয়েলসের শুভম ৭০ বল খেলে ১২টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৮৪ রান সংগ্রহ করে দলকে জয় এনে দেওয়ার বিশেষ ভূমিকা পালনের পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। জি বি প্লে সেন্টারের পক্ষে ঋদ্ধিমান দাসের ৪২ রান এবং দেবাংশু পালের ৩৪ রান উল্লেখ করার মতো ছিল। বোলিংয়ে জুয়েলস এর সিদ্ধার্থ দেবনাথ, অভয় দেব সিং ও জিবি প্লে সেন্টারের দেবাংশু দুটি করে উইকেট পেয়েছে।

প্রগতিকে হারিয়ে এগিয়ে চল সংঘ সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এগিয়ে চল সংঘের ক্ষুদে ক্রিকেটাররা কথা রেখেছে। কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে প্রগতি প্লে সেন্টারের মতো শক্তিশালী দলকে ২৩ রানে হারিয়ে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে এগিয়ে চল সংঘ দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে এগিয়ে চলো সংঘ প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৩৮.৪ ওভার খেলে ১৫৭ রানে ইনিংস শেষ করে। জবাবে প্রগতি প্লে সেন্টার ব্যাট করতে নামলে ৩৭.২ ওভারে ১৩৪ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। এগিয়ে চল সংঘের দ্বিগবিজয় মজুমদার ১৫ রানে ছটি উইকেট তুলে নিয়ে প্রগতি প্লে সেন্টারের বিজয় ধ্বজা সহ বিজয় রথ থামিয়ে দেয়। দ্বিগবিজয় প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। এছাড়া, শঙ্খদীপ দাস পেয়েছে তিনটি উইকেট। ব্যাটিংয়ে মৈয়াঙ্ক দাসের ৪৪ রান এবং অর্ণব দেববর্মার ৩৫ রান উল্লেখযোগ্য ছিল। প্রগতি প্লে সেন্টারের শ্রেষ্ঠাংশু দেবের ৬৯ রান সর্বাধিক হলেও অন্যদের ব্যর্থতায় দলকে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে বিদায় নিতে হলো। প্রগতির নবীন উদ্দিন পেয়েছিল তিনটি উইকেট ২৬ রানের বিনিময়ে।

লক্ষ্য টেস্ট কেরিয়ার বাঁচানো, আইপিএল ছেড়ে কাউন্টি খেলবেন কোহলি ?

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টে মাত্র ১৯০ রান। তা-ও প্রথম টেস্টে একটি শতরান ছিল। না হলে আরও লজ্জায় পড়তে হত বিরাট কোহলিকে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও তুলতে পারেননি ভারতকে। এমন অবস্থায় কোহলিকে আগামী দিনে দলে জায়গা ধরে রাখতে গেলে ব্যাটে রান প্রয়োজন। যে দলে অধিনায়ক রান না পেলে বসে যান, সেখানে অন্য ক্রিকেটারেরা রান না পেলে যে বসিয়ে দেওয়া হবে না, তা জোর দিয়ে বলা যায় না। সেই কারণেই কাউন্টি (ইংল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেট) খেলার ভাবনায় কোহলি। ঘরের মাঠে ইংল্যান্ড সিরিজ শুরু ২২ জানুয়ারি থেকে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির কথা মাথায় রেখে এক দিনের সিরিজে বিরাট কোহলিকে রাখা হতে পারে। তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর ভারতের আবার খেলা জুন মাসে। তার আগে রয়েছে আইপিএল। শোনা যাচ্ছে জুনে ইংল্যান্ড সফরে যাওয়ার আগে কাউন্টি খেলতে পারেন কোহলি। সে দেশে গিয়ে অভ্যস্ত হওয়ার জন্যই এমন ভাবনা তাঁর। যদিও আইপিএলের কারণে কাউন্টিতে ক'টি ম্যাচ কোহলি খেলার সুযোগ পাবেন তা বলা কঠিন। আইপিএল ছেড়ে কাউন্টি খেলতে তিনি যাবেন কি? কোহলি কখনও কাউন্টি খেলেননি। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে অফ স্টাম্পের বাইরের বলে সমস্যা হয়েছে তাঁর। বার বার আউট হয়েছেন একই ভাবে। ড্রাইভ করতে গিয়ে আউট হয়েছেন। ভারতেও বহু বছর হয়ে গেল ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেন না কোহলি। ইংল্যান্ড সফরের আগে কাউন্টি খেললে কোহলির বিভিন্ন দিক থেকে লাভ হবে। তিনি পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবেন। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের চাপ মাথায় নিয়ে খেলতে হবে না। কাউন্টি খেলে কোহলি ফর্মে ফিরলে ভারতীয় দলেরই লাভ হবে।

ক্যানসারজয়ী যুবরাজকেও ন্যূনতম সুযোগ দেননি কোহলির অধিনায়কত্ব নিয়ে বিস্ফোরক প্রাক্তন সতীর্থ

হয় আমার মত হও, নয়তো বিদায় হও! বিরাট কোহলি জমানায় এমনই ছিল ভারতীয় দলের অঘোষিত নিয়ম। বিস্ফোরক দাবি করলেন কোহলির প্রাক্তন সতীর্থ তথা টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ী তারকা রবীন উথাপ্পা। প্রাক্তন কেকেআর তারকা বলছেন, স্রেফ ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ করতে না পারায় বিরাট ক্যানসারজয়ী যুবরাজকেও ন্যূনতম সুযোগ দেননি।

উথাপ্পার দাবি, বিরাটের আমলে দলে সবকিছুই চলত তাঁর মর্জিমতো। ও সবসময় চাইত, সবাই ওর মতো হবে। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার বলছেন, "কিছু কিছু নেতা থাকে, যারা ক্রিকেটারদের কাছ থেকে একটা নির্দিষ্ট স্তরের পারফরম্যান্স প্রত্যাশা করে। তার চেয়ে কম হলে চলবে না। এই ধরনের নেতারা অনেক সময়ই ক্রিকেটারদের হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ান।

এরপরই যুবরাজের উদাহরণ তোলেন উথাপ্পা। তিনি দাবি করেন, "যুবরাজ যখন ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জিতে এসে দলে কামব্যাক করার চেষ্টা করছেন, তখন কোহলি অধিনায়ক ছিলেন। কিন্তু ফিটনেসের মাপকাঠিতে পাশ করতে না পারায় যুবরাজকে সেসময় সুযোগ দেওয়া হয়নি। উথাপ্পার দাবি অনুযায়ী, যুবরাজ বারবার অনুরোধ করেছিলেন অন্তত ২ পয়েন্টের ছাড় দিতে। প্রথমে যুবি পাজি ফিটনেসে পাশ করতে না পারায় টিমে ঢুকতে পারেননি। পরে ফিটনেস টেস্ট পাশ করে দলে ঢুকে পড়েন। কিন্তু একটা টুর্নামেন্ট খারাপ যায়। তারপর আর সুযোগই পাননি তিনি। আর ফিটনেসের পরীক্ষা দেননি যুবরাজ।" উথাপ্পার দাবি অনুযায়ী সেসময় দলের নেতা ছিলেন বিরাট। সবটা হয়েছিল তাঁর কথামতোই। আরসিবিতে থাকাকালীন সামান্য কিছুদিন বিরাটের অধিনায়কত্বে খেলেছেন উথাপ্পা। তিনি বলছেন, বিরাটের অধিনায়কত্বের ধরন ওইরকম, 'হয় আমার মত হও, নয়তো বিদায় হও।' ক্রিকেটারদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা উচিত, কীভাবে কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলা উচিত, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ।

২০৩৬ অলিম্পিকের হটস্পট আহমেদাবাদ

২০৩৬ সালে অলিম্পিক আয়োজনে মরিয়া ভারত। এদেশে 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' আয়োজনের জন্য ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটিকে (আই ও সি) আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি দিয়েছে ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা। আর তারপর থেকেই জোরকদমে শুরু হয়ে গিয়েছে প্রস্তুতি। ভারতে সত্যিই অলিম্পিকের আসর বসলে তার প্রাণকেন্দ্র হতে চলেছে আহমেদাবাদ। তবে শুধু গুজরাট নয়, একাধিক শহরে ইভেন্ট আয়োজনের ভাবনাচিন্তা রয়েছে কেন্দ্রের। এক্ষেত্রে শিকে ছিঁড়বে কলকাতার? অলিম্পিকের ইতিহাসে প্রথমবার এই মেগা ইভেন্ট পেতে বিড করেছে ভারত। সব ঠিকঠাক থাকলে, ১১ বছর পর এদেশের মাটিতেই বসবে অলিম্পিকের আসর। এর আগে ২০১০ সালে শেষবার কমনওয়েল গেমসের মতো বড় টুর্নামেন্টের আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছিল ভারত। শোনা যাচ্ছে, তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে আহমেদাবাদ। এখানেই হতে পারে গেমস ভিলেজ। শুধু তাই নয়, বেশিরভাগ ইন্ডোর ইভেন্টও এ শহরের স্টেডিয়ামেই আয়োজিত হতে পারে। স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো উন্নততর করার দিকে জোর দিচ্ছে অন্যান্য শহরও। ওড়িশায় যেমন হতে পারে হকি ইভেন্ট। রোয়িংয়ের আসর বসতে পারে ভোপালে। আবার পুণে পেতে পারে ক্যানোয়িং এবং কায়াকি আয়োজনের দায়িত্ব। ক্রিকেট, কুস্তি এবং ব্যাডমিন্টনের ভেন্যু নিয়েও আলোচনা চালাচ্ছে ক্রীড়ামন্ত্রক। জানা গিয়েছে, ক্রিকেট হওয়ার সম্ভাবনা দিল্লি, মুম্বই এবং আহমেদাবাদের স্টেডিয়ামে। যদিও বাকি ইভেন্ট নিয়ে এখনও কথাবার্তা হয়নি। তবে এখনও পর্যন্ত যা ছবি, তাতে কলকাতা যে অলিম্পিকের স্বাদ থেকে বঞ্চিতই হতে চলেছে, তেমন ইঙ্গিতই পাওয়া যাচ্ছে। অথচ যুবভারতীতেই ২০১৭ সালে অনূর্ধ ১৭ ফুটবল বিশ্বকাপ সফল ভাবে আয়োজিত হয়েছিল। 'অন্ধকারে' রয়ে যেতে পারে ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেনও। তবে হাতে বাকি অনেকগুলো বছর। তার মধ্যে ছবিটা পালটায় কি না, সেটাই দেখার।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

যুব দিবস উপলক্ষে স্বস্তি বাজার মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি : স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম জয়ন্তী তথা বিশ্ব যুব দিবস উপলক্ষে আজ আগরতলা হরিগঙ্গা বসাক রোড স্থিত স্বস্তি বাজারে স্বস্তি বাজারমার্চেন্ট এসোসিয়েশনের উদ্যোগ মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র তথা ৭ রামনগরের বিধায়ক দীপক মজুমদার, রাজ্যসভার সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য্য, কর্পোরেটর রত্না দত্ত সহ স্বস্তি বাজার মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের অন্যান্য সদস্যরা।

এদিনের আয়োজিত রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হয়ে মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য্য, কর্পোরেটর রত্না দত্ত সহ স্বস্তি বাজার মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের অন্যান্য সদস্যরা রক্তদাতাদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের এ নিয়ে উৎসাহিত করেন।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন অংশে উৎসবের মেজাজে রক্তদান শিবির পালিত হচ্ছে। এই ধরনের আয়োজন এক নজির বিহীন বিষয় যা খুবই প্রশংসনীয়। পাশাপাশি উদ্যোক্তা সহ রক্তদাতাদের আজকের এই শিবিরের আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ জানান তিনি।

বিজেপি-কংগ্রেস ছেড়ে মথায় যোগদান

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি: বিশ্রামগঞ্জে বিজেপি ও কংগ্রেস ছেড়ে তিপরা মথা দলে যোগদান অব্যাহত রয়েছে। চড়িলাম বিধানসভায় তিপরা মথা যোগদান অব্যাহত রেখেছেন ব্লক চেয়ারম্যান বুদ্ধ দেববর্মা। শনিবার বিশ্রামগঞ্জ তিপরা মথা দলীয় কার্য্যালয়ে এক যোগদান সভার আয়োজন করা হয়।

শনিবার দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ তিপরা মথা দলীয় কার্য্যালয়ে এক যোগদান সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত যোগদান সভায় কংগ্রেস দল ত্যাগ করে তিপরা মথা দলে যোগদান করেন। এদিনের যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন তিপরা মথা চড়িলাম ব্লক চেয়ারম্যান বুদ্ধ দেববর্মা সহ স্থানীয় নেতৃত্বরা।

এদিনের যোগদান সভায় তিপরা মথা দলের দলীয় পতাকা দিয়ে দলত্যাগীদের দলে বরণ করে নেন উপস্থিত নেতৃত্বরা। আগামী দিনেও তিপরা মথা দলের এ যোগদান থাকবে বলে জানান ব্লক চেয়ারম্যান বুদ্ধ দেববর্মা।

ভুয়ো খবরের জের, লাখ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন ব্যবসায়ী

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি: সামাজিক মাধ্যমে ভুয়ো খবরের জেরে লাখ টাকার ক্ষতির সম্মুখীন খোয়াই শহরের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী রঞ্জিত ঘোষ। তাঁর দাবি, সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন এবং ব্যবসার ক্ষতিসাধনের জন্য এই ভুয়া খবরটি প্রচার করেন স্বার্থান্বেষী মহল।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত প্রায় ২৫ দিন আগে খোয়াই সুভাষ পার্ক স্থিত হৃদয় হোটেল রেস্টুরেন্ট, সুইট, টিফিন হাউজ -এর কর্ণধার রঞ্জিত ঘোষের ছেলে এবং অন্যান্য কর্মচারীরা নাকি এইচআইভি পজেটিভ। এই খবরটি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই রীতিমতো বিগত ২০ থেকে ২৫ দিন যাবত তার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে কোন গ্রাহকরা আসছেন না। খোয়াই শহর ও বিভিন্ন এলাকার মানুষরা অনেকটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এই ভুয়া খবরের জেরে। শনিবার দুপুর ১২ টায় হৃদয় হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্টে সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে গোটা বিষয়টি জনসমক্ষে তুলে ধরেন ব্যবসায়ী রঞ্জিত ঘোষ।

তিনি বলেন, এই ভুয়া খবরের জেরে তিনি রীতিমতো মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েন এবং তার ছেলেও একই রকম ভাবে মানসিকভাবে বিপর্য্যস্ত হন। পরবর্তী সময়ে খোয়াই জেলা হাসপাতালে এবং অন্যান্য বেসরকারি ল্যাব গুলিতে তার ছেলের এইচআইভি টেস্ট করান। সবগুলি রিপোর্টেই তার ছেলের নেগেটিভ আসে এইচআইভি টেস্টের রিপোর্ট। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে খোয়াই থানায় লিখিত আকারে মামলা দায়ের করেন।

তিনি আরো বলেন, তাকে সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন এবং ব্যবসার ক্ষতিসাধনের জন্য এই ভুয়া খবরটি প্রচার করেন স্বার্থান্বেষী মহল। সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি খোয়াইসহ বিভিন্ন এলাকার গ্রাহকদের তার দোকানে আসার জন্য আবেদন জানান। তাছাড়া খোয়াই পুলিশ প্রশাসনের কাছে ঘটনাটির সুষ্ঠু তদন্ত করে অবিলম্বে দোষীকে সনাক্ত করে কঠোর শাস্তির আবেদন জানান।

বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ২

বিশালগড়, ১১ জানুয়ারি : আজ বিশালগড়ের রাস্তারমাথা এলাকায় বাইকের ধাক্কায় আহত হন এক বৃদ্ধ পথচারী। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বাইক চালকও। বর্তমানে উভয়েই হাঁপানিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, বৃদ্ধ পথচারী ধীরেন্দ্র দেবনাথ (৯০) স্থানীয় এলাকার কীর্তন থেকে আদর্শ কলোনীস্থিত নিজের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। তখন এক বাইক এসে বৃদ্ধকে ধাক্কা দেয়। চালকের নাম ইয়াগা দেব্বর্মা। এই সংঘর্ষের সঙ্গে সঙ্গেই বাইক চালক সহ ও বৃদ্ধ পথচারী মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, এই দুর্ঘটনায় দু'জনই গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত জনগণ ফায়ার সার্ভিসকে খবর পাঠালে কর্মীরা এসে আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু আহতদের অবস্থা গুরুতর দেখে তাদের দু'জনকেই হাঁপানিয়া হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

শীত পড়লেও খেজুর রসের চাহিদা কম

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি: প্রায় ১৬ বছর যাবত খেজুরের রস বিক্রি করছেন মহাদেব পারশি। শীতের মরশুমে বর্তমানে সময়ে খেজুরের রসের চাহিদা দিন দিন কমছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা জানালেন এক খেজুরের রস বিক্রেতা।

খেজুর বাগান এলাকার খেজুরের রস বিক্রেতা মহাদেব পারশী জানান, রাজধানী আগরতলার রানীর পুকুর এলাকার খেজুরের গাছের রস বিক্রি করছেন দীর্ঘ প্রায় ১৬ বছর যাবত ।তিনি ৬০ টাকা লিটার এবং ১৫ টাকা প্রতি গ্লাস বিক্রি করে থাকেন ।তিনি এও জানান আগের তুলনায় এখন রসের পরিমাণ অনেকটা কমে গিয়েছে।

প্রতাপগড় ব্রাইট ক্লাবের ৫০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি: পূর্ব প্রতাপগড় লোকনাথ চৌমুহনীস্থিত প্রতাপগড় ব্রাইট ক্লাবের ৫০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে দুদিনব্যাপী কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এই উপলক্ষে শনিবার সকালে ক্লাব প্রাঙ্গণে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী স্বপ্না দাস সহ ক্লাব সভাপতি সম্পাদকসহ ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিনের আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল লক্ষণীয়। বরাবরই এই ক্লাব সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ড করে আসছে। ৫০ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে ১২ জানুয়ারি সকাল সাতটায় ক্লাবের পতাকা উত্তোলন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। সকাল দশটা থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা, বিকেলে দুস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

পাশাপাশি রাজ্যের বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীদের উপস্থিতিতে আয়োজন করা হবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত,বিশিষ্ট সমাজসেবী স্বপ্না দাস সহ অন্যান্যরা।

সুদীপ এবং আশিসের হাত ধরে কংগ্রেসে যোগদান শান্তিরবাজারে

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি: আজ শান্তিরবাজার ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে ৩৪জন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ভোটার জাতীয় কংগ্রেস দলে যোগদান করেন। এদিনের যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, প্রাক্তন মন্ত্রী মনিন্দ্র রিয়াং, জেলা সভাপতি মৃদুল পাটারি, প্রদেশ কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক মিলন কর, ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় রিয়াং ও জিলিম রিয়াং সহ অন্যান্যরা। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, তিপরা মথা ও অন্যান্য দল ত্যাগ করে ৩৪ জন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ভোটার জাতীয় কংগ্রেস দলে যোগদান করেন। তাঁরা প্রত্যেকের কংগ্রেসের মতার্দশের উপর বিশ্বাসী।

চুড়াইবাড়ি পিএম শ্রী দ্বাদশমান বিদ্যালয়ে রক্তদান শিবির

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি: চুড়াইবাড়ি পি.এম. শ্রী দ্বাদশমান বিদ্যালয়ে আজ এক মেগা স্বাস্থ্য শিবির ও রক্তদান শিবির আয়োজন করা হয়। এই বিশেষ উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রক্তদান কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব পালন করা।

চুড়াইবাড়ি পি.এম. শ্রী দ্বাদশমান বিদ্যালয়ে আজ এক মেগা স্বাস্থ্য শিবির ও রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের শারীরিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক এবং কদমতলা প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের একজন চিকিৎসক। এছাড়াও, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত শিক্ষা আধিকারিক শ্রী সমীর দাস, যিনি এই ধরনের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে আরও এমন সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের আহ্বান জানান। বিদ্যালয়ের এই মহতী উদ্যোগ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়িত্ববোধের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

তেলিয়ামুড়ার নেতাজি নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি: শনিবার তেলিয়ামুড়ার নেতাজি নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে সম্পন্ন হল তেলিয়ামুড়াস্থিত নেতাজী নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগিতা।

শনিবার সকাল ১১ টা নাগাদ বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হয় এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। খেলার সুচনা করেন ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়, পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান শংকর ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শক বিশ্বজিৎ দেববর্মা, তেলিয়ামুড়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন এর সম্পাদক নন্দন রায় সহ অন্যান্যরা। নিত্য নতুন বিভিন্ন ধরনের খেলায় অংশ গ্রহন করে কচিকাঁচা ছাত্র ছাত্রী সহ সকলে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায় বলেন পড়াশোনার পাশাপাশি নিয়মিত শরীর চর্চা ছাত্র ছাত্রীদের একান্ত প্রয়োজন। কেবল বছরে একবার খেলায় অংশ গ্রহন করে যেন তার সমাপ্ত না হয়।এছাড়াও খেলাধুলার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। এধরনের উদাহরণ ত্রিপুরা সহ ভারতবর্ষে অগনিত। কাজেই পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধুলা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে সমতালে অংশ গ্রহন করা প্রয়োজন।

দক্ষিণ জেলায় বিদ্যুৎ দপ্তর সহ অন্যান্য দপ্তরের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখলেন সচিব

বিলোনিয়া, ১১ জানুয়ারি : দক্ষিণ জেলায় বিদ্যুৎ দপ্তর সহ অন্যান্য দপ্তরের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখলেন সচিব অভিষেক সিং।এদিন তিনি বিভিন্ন সুবিধাভোগীদের সঙ্গেও কথা বলেন।

প্রসঙ্গত, বিভিন্ন সরকারি দপ্তর কর্তৃক রাজ্যের চলমান প্রকল্প গুলোর বাস্তবায়ন এবং গুণগতমান নিয়ে এবার যাচাই প্রক্রিয়া শুরু করল রাজ্য সরকার। শনিবার দক্ষিণ জেলায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং এর গুণগতমান খতিয়ে দেখলেন রাজ্য সরকারের সচিব অভিষেক সিং।

এদিন দক্ষিণ জেলায় ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগম কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্প, ত্রিপুরা পুনর্নবীকরণ শক্তি উন্নয়ন সংস্থা তথা ট্রেডা- র চলমান প্রকল্প, পূর্ত দফতরের অধীনস্থ পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের বিভিন্ন কাজকর্ম, আরবান লোকাল বডি এবং টিইউএলএম এর বিভিন্ন কাজকর্ম শনিবার খতিয়ে দেখেন সচিব। এদিন তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পর্য্যায়ের আধিকারিকরা এবং জেলা পর্য্যায়ের আধিকারিক সহ এই প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়নের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিক ও কর্মীরা।

এরপর বিদ্যুৎ সচিব বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে উল্লেখিত দপ্তর সমূহের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করে। ওই বৈঠকে যথা সময়ে কাজ শেষ করা এবং এর গুণগতমান রক্ষার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন সচিব। সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে আধিকারিকদের তিনি নির্দেশও প্রদান করেন।

তেলিয়ামুড়ার প্রোগ্রেসিভ ইয়ুথ ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি: বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির পাশাপাশি সামাজিক সচেতনামূলক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে খোয়াই জেলার ঐতিহ্যবাহী ক্লাব তথা তেলিয়ামুড়ার প্রোগ্রেসিভ ইয়ুথ ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন করা হবে।

দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছর ধরে খোয়াই জেলার মধ্যে সুনামের সঙ্গে তেলিয়ামুড়ার প্রোগ্রেসিভ ইয়ুথ ক্লাব সদস্যরা বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্ম করে আসছে। সামাজিক কাজকর্ম গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুলি হলো স্বাস্থ্য শিবির, দুস্থ গরিব মানুষদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ, সাপ্তাহিক বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ক্লিনিক পরিষেবা সহ বিভিন্ন সামাজিক মূলক কাজকর্মের সাথে জড়িত থেকে দীর্ঘ ৫০ বছর পার করতে চলেছে প্রোগ্রেসিভ ইয়ুথ ক্লাব। আর এইব সুনাম গুলিকে ধরে রাখতে ক্লাবের সদস্যরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি হাতে গ্রহণ করেছে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান ক্লাবের সম্পাদক পিন্টু দাস। সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি আরো জানান, আনন্দ উল্লাসের পাশাপাশি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ রয়েছে ক্লাবের।

তিনি আরও বলেন, চলতি মাসের ১৮ ই জানুয়ারি থেকে ১ লা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৫ দিনব্যাপী বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে হাতে নিয়েছে।

বন কর্মীদের ঝটিকা অভিযানে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ চোরাই কাঠ, পলাতক কাঠ মাফিয়া

ধর্মনগর, ১১ জানুয়ারি : আজ সকালে ধর্মনগর মহকুমাধীন রানী বাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বন কর্মীরা অভিযান চালায়। তাদের এই ঝটিকা অভিযানে বিপুল পরিমাণ চোরাই সেগুন কাঠ উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু কাঠ মাফিয়াকে ধরতে পারেনি বন কর্মকর্তাগণ।

কদমতলা ফরেস্ট বিটের ইনচার্জ অভিজিৎ দাস বলেন, গোপন সূত্রে বন দপ্তরের কাছে খবর আসে, তাই ভারত-বাংলা ও ত্রিপুরা-অসম সীমান্তের রানিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নং ওয়ার্ডের আব্দুল সাত্তারের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়েছে।

তিনি আরো জানিয়েছেন, এই অভিযানে ৭০ ফুট চোরাইঘাট উদ্ধার হয়। তবে ঝটিকা অভিযানের আঁচ পেয়ে বাড়ি মালিক তথা কাঠ মাফিয়া গা ঢাকা দিতে সক্ষম হয়। এই ঘটনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা নিয়েছে বনদফতরের আধিকারিকরা।

কুমারঘাট ডিএফও অফিসে রক্তদান শিবিরে বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস

কুমারঘাট, ১১ জানুয়ারি : 'রক্তদান মহৎ দান' স্লোগানকে সামনে রেখে আজ ঊনকোটি জেলা বন আধিকারিক এর ব্যবস্থাপনায় কুমারঘাট DFO অফিসের কনফারেন্স হলে এক মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন এলাকার বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস।

এদিনের আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ডি.কে চাকমা, ঊনকোটি জেলার বন আধিকারিক কৃষ্ণ গোপাল রায়, কুমারঘাট মহকুমা শাসক এন.এস চাকমা, টিএফডিসি কুমারঘাট ডিভিশনাল ম্যানেজার নিশিত চক্রবর্তী, এসডিএফও কৈলাসহর এইচ রিয়াং, এসডিএফও কুমারঘাট অমিত দও সহ বনদপ্তরের অন্যান্য আধিকারিবৃন্দরা। অতিথিরা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আয়োজক কমিটির এই কর্মকর্তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং তাদের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। পাশাপাশি এই ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডকে আগামী দিনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকলের কাছে বার্তা রাখেন সম্মানিত অতিথিরা। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, ঊনকোটি জেলা বন আধিকারিক এর উদ্যোগে আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরে ফ্রন্টলাইন ফরেস্ট স্টাফের মোট ৩০ জন রক্তদান করেছেন।

হরিয়ানায় পথ দুর্ঘটনায় পুরোহিতের মৃত্যু

হিসার, ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : শনিবার সকালে হরিয়ানায় এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘটেছে গীতা চকের কাছে। জানা গেছে , নিহত পুরোহিত প্রতি শনি-মঙ্গলবার মন্দিরে পুজো করতে যেতেন। এদিনও সকালে পুরোহিত তাঁর বাইকে করে মন্দিরে পুজো করতে যাওয়ার সময় গীতা চকের কাছে একটি গাড়ি তাঁর বাইকে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তাঁর মৃত্যুর খবরে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আসাম রাইফেলস-র যৌথ অভিযানে ২.৯ কোটি টাকার গাঁজা গাছ ধ্বংস

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আসাম রাইফেলস এবং ত্রিপুরা পুলিশের যৌথ অভিযানে ৭৫০০০ গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ২.৯ কোটি টাকা হবে। আজ আসাম রাইফেলসের তরফ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে।

আরও জানিয়েছে, আজ ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বক্সনগর এলাকায় ১০০ একর জমিতে গজিয়ে উঠা ৭৫০০০ গাঁজা গাছ ধ্বংস করে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ২.৯ কোটি টাকা হবে ।আগামীদিনেও আসাম রাইফেলস তরফ থেকে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে যাবে। স্থানীয় প্রশাসন অভিযানটিকে সাফল্য নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই অভিযান আগামীদিনে বক্সনগর এলাকায় মাদকমুক্ত পরিবেশের প্রচার গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

যুব দিবসকে সামনে রেখে দুর্গা চৌমুহনী সূর্য তরুণ ক্লাবে রক্তদান শিবির

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি: যুব দিবসকে সামনে রেখে দুর্গা চৌমুহনী সূর্য তরুণ ক্লাব আজ এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মেয়র দীপক মজুমদার। যুব দিবসকে সামনে রেখে দুর্গা চৌমুহনী এলাকার সূর্য্য তোরণ ক্লাব ১১ই জানুয়ারি ও ১২ই জানুয়ারি দু''দিনব্যাপী বিভিন্ন সংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আজ আয়োজিত হয় রক্তদান শিবির। এই শিবিরের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মেয়র তথা রামনগর কেন্দ্রের বিধায়ক দীপক মজুমদার।

তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন ১৪ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর স্নিগ্ধা দাস দেব, সমাজসেবী অমিতাভ ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্যরা। পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত হবে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, নৃত্য প্রতিযোগিতা ও সংগীত প্রতিযোগিতা।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2
1/12/2025, 1:35 AM